শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত।

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম সংস্করণ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস

প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩৩৫

প্রকাশক
শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ
পত্রিকা আফিস,
কলিকাতা।

কে, পি, ওয়ার্কস্,
প্রিণ্টার—এন্, পি, বোস,
১১১।৪এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গপত্র।

পরলোকগত আমার দাদা শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষের

শ্রীকর-কমলে—

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আমি অর্পণ করিলাম। কেন তাহা বলিতেছি। আমার দাদা অতি অল্প বয়সেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতে জরজর হইয়াছিলেন। নগর হইতে বহুদূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমরা বাস করিতাম। আমরা কয় ভাই ও ভগিনী বসিয়া, ছোট বড় সমুদায় কথার বিচার করিতাম, বাহিরের লোকে কে কি বলে, তাহা লক্ষ্য করিবার আমাদের অবকাশ হইত না। আমরা যাহা কিছু লেখা পড়া শিখি, তাহাও ঐরূপে ঘরে বসিয়া। আমার বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার। তিনি সেই সময়ে এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে ন'দের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" আমি বলিলাম, "তিনি কে?" তাহাতে দাদা বলিলেন, "তুমি শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানদের যিশুখ্রীষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই,—দুজনায় অনেক মিলে।"

একখানি চিত্রপটে আমি শ্রীন'দের নিমাইকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা তখন ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। যিশুখ্রীষ্টের কথা কিন্তু অনেক জানিয়াছিলাম। লুক-লিখিত সুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গালা গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলাম, আর দাদার মুখেও যিশুখ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম।

আমি বলিলাম, "যিশুখ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, ন'দের

নিমাই কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন?" দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কার্য্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?" দাদা আরও বলিলেন, "যিশুর কার্য্য ও নিমাইয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্য্যটি একেবারে কল্পনা হইলে, পৃথিবীর দুইস্থানে, দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে এরূপ ঠিক-একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।"

তাহার পরে দাদা আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। অর্থাৎ, "অবতার যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "যিশুখ্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে?" দাদা বলিলেন, শ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। তিনি যে দেশের যে পীড়া, সেই দেশে তাহার ঔষধ দিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেই খানেই তাহা পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণতঃ য়ীহুদীর দেশের লোকের যিশুকে মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ষীয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ মানিতে হইবে।"

"অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা" ইহার অর্থ কি তাহা আমি জানিতে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, "শিশির! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই জান? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ-সাগরে পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, এ কথা যদি জানিতে পাই, তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি শুধু শুনেন, তাহা নয় আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ মমতা আছে, তবে

আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আগমন করেন, কি কোন নিজ-জনকে প্রেরণ করেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে, সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান্ অতি নিজজন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার দুঃখ কি? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।"

এ গুলি আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। ইহা মনে উদয় হইতে পারে যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদায় বড় বড় কথা কিরূপে শিখিলেন? কিন্তু আমার দাদা শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। এই যে, তখন দাদার বয়স আঠার বৎসর, তখনই তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে মহাপণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশাস্ত্র শেষ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনি করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব? দশ অঙ্কে, দশ অঙ্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফ্রেঞ্চভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন।

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া গেলাম, সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল!

আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জরজর, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক দিবস

তিনি তাঁহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জ্জনে বসিয়া গাইতেছিলেন, যথা—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু

(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে॥

(আমি) যখন চেতন থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,

তাঁহারি করুণা দেখি, নিশির স্বপনে॥

দাদা গাইতেছেন, আর বদন দিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ আমি সেখানে গেলাম। আমি দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি আর একটু বড় হও, বুঝিবে।"

দাদার প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ তাঁহার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা দুই ভাই দাঁড়াইয়া, মনোনিবেশ পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতেছি। এমন সময় দাদা কাসিয়া সম্মুখে কাস ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর, লক্ষ্য করিলাম না। দেখি, দাদা পদদ্বারা সেই কাস আবরণ করিলেন। আমি বুঝিলাম যে, আমি সেই কাস দেখিতে না পাই, সেই জন্যই দাদা উহা পা দিয়া ঢাকিলেন।

আমি অমনি বসিলাম, বসিয়া দাদার বামপদ ধরিয়া বলিলাম, "তুমি পা সরাও, আমি কাস দেখিব।"

দাদা পা সরাইতে চাহিলেন না। আমি বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তুমি দেখিবে কি? ও রক্ত!"

আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা অগ্রে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, "আমি আগে আসিয়াছি, আগে যা'ব। শিশির? আমার

দেহের কষ্ট এত যে, আমার আর এ জগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি স্বচ্ছন্দ-মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"

সে ঠিক কথা। বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ-অগ্নি সমানই রহিয়াছে। অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া, আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না, সে স্থানে দাদাকে দেখি।

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষ—যিনি এ জগতে থাকিলে তাঁহাকেই এই গ্রন্থ লিখিতে হইত, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত না—আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ডখানি, তাঁহার শ্রীকরকমলে গ্রহণ করুন!

গৌরাব্দ ৪০৯

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্ম্ম ও পরে প্রেমধর্ম্ম দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথা লিখিতে হইয়াছে। মহাজনগণ প্রভুর লীলার এই অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, প্রভুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্ফুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ সমাপন করিতে বহুদিন যাইবে ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। অতএব আমি ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেম-হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমার বাসনা। তবে করযোড়ে নিবেদন এই যে, পাঠক মহাশয় অনেক দূর একেবারে পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোজনের একটি সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটি সীমা আছে। একেবারে অধিক আস্বাদ করিতে গেলে, আস্বাদ-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মাধুর্য্য ভজনে তিনটি অবস্থা হয়, যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ব্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদায় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদায় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সাধ মিটে নাই। হয় ত এই সমুদায় রস ভাষার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে বর্ণনা করা অসাধ্য। না হয়, আমার শক্তিতে কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে, যে আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কণা ব্যতীত, আমার কৃপা পরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না।

তবে আমার গল-লগ্নীকৃত বস্ত্রে এই নিবেদন যে, শিক্ষা ব্যতীত "ক খ" পর্য্যন্ত গোচর হয় না। সাধন ভজন ব্যতীত এ সমুদায় রস শুদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া কখনও পাইবার কথা নয়। একটু সাধন ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া যাইবে। তখন প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্জের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন। *

* আমি এই গ্রন্থে "আমার অভিন্ন কলেবর" বলরাম দাসের বহুতর কবিতা সন্নিবেশ করায়, তিনি কে অনেকে জানিতে চাহিতেছেন। এ বিষয়ে গোপনের কিছুই নাই। পূর্ব্ব মহাজনগণ পদ বাঁধিবার সময়, আপনাদের ডাক নাম না দিয়া গুরুদত্ত নাম দিয়া ভণিতা দিতেন। আমারই আর এক নাম বলরাম দাস, তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন কলেবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছি।

শ্রীমঙ্গলাচরণ

আমি নিম্নের চারিটি বন্দনা-মালা মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। কৃষ্ণনগর জেলায় হাঁসখালি গ্রামে, চূর্ণী নদীর ধারে, আমি যেরূপ হরিনাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। তাহাই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণ হউক।

[১]

ফাল্গুনের শেষে, কৃষ্ণ-চূড়া ফুটে,
বসি সেই বৃক্ষ তলে।
চূরণীর ধারে, বৃক্ষ শোভা করে,
আছিনু আপনা ভুলে।
পুঁথি এক হাতে, গৌর কথা তা'তে,
পহিলা পড়ছি লীলা।
আখরে আখরে, কত মধু ঝরে,
অঙ্গ এলাইয়া গেলা॥
এমন সময় পাখী উড়ে যায়,
নামটী হলিদা পাখী।
উড়ি যায় চলে, মুখে হরি বলে,
ডালেতে বসিল দেখি॥
আর কত পাখী ডালেতে বসিয়া,
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত, চিত চমকিত,
চাহি দেখি মুখ তুলে॥

সব পাখী মিলে, মুখে হরি বলে,
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরি-নাম, বাড়িয়া চলিল,
চারি দিকে হরিধ্বনি॥
আকাশে তাকাই, দেখিবারে পাই,
মোটা মোটা আখরেতে।
আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণের,
হরি নাম লেখা তাতে॥
শ্রবণ আমার, নাহি শুনে আর,
শুধু হরি-নাম বিনে।
যে দিকে তাকাই, দেখিবারে পাই,
অঙ্কিত হরির নামে॥
ভাবিলাম মনে, এই ত্রিভুবনে,
সকলে গাইছে গুণ।
বলাই কেবল, দিন গোঁয়াইল,
বিষয়েতে দিয়া মন॥

কিন্তু ইহাতে আমার পিপাসা গেল না, বরং একটি অনিবার্য্য বাসনার উদয় হইল। সেই বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি তাহাও শ্রীচরণে দিলাম।

[২]

জাগাইলে ডাকি, আঁখি মেলে দেখি,
কে ডাকে উদ্দেশ নাই।

লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে,
বৃথা ডাকে দুঃখ পাই॥
মোর দশা ভেবেদেখ হরি। ধ্রু।
কোথা থাকো তুমি, কিছুই না জানি,
জানিলেও যাইতে নারি॥
মিলিবে মু সনে, যদি থাকে মনে,
তবে এক কাজ কর।
যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠাঁই,
মানুষের রূপ ধর॥
অন্য রূপ ধরি, এস যদি হরি,
ভয়ে আমি পলাইব।
মোর মত হও, আর কথা কও,
সুখ দুখ কথা কব॥
মোর মন ব্যথা, ছোট বড় কথা,
শুনিবে আপন হয়ে।
মোর দোষ যত, দেখিবে হে নাথ,
কৃপার নয়ন দিয়ে॥
কিছু মোর নাই, যে দিব তোমায়,
তুমি ত আমারে দিবে।
এই অঙ্গীকার বলরামে কর,
তবে সে তোমার হবে॥

তাহার পরে, শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইলেন, তাহা বর্ণিত এই দুইটি পদ আমি শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

[৩]

পিড়ায় বসিয়ে, নিমিষ হারায়ে,
কুলবতীগণ লয়ে।
সোণার পুতুল, আঙ্গিনায় নাচে,
শচী দেখিছেন চেয়ে ॥
সখাগণ বেড়ি, দেয় করতালি,
বাসু গাইছেন গান ॥
কোন ভক্তগণ, চন্দ্র মুখ চাই
রূপ সুধা করে পান ॥
হুলু হুলু ধ্বনি, করিছে রঙ্গিণী,
বাজে খোল করতাল।
ঝুমুর ঝুমুর, নূপুর বাজিছে,
মিশাইয়া তালে তাল ॥
আড়ালে দাঁড়ায়ে, দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ে,
মধুর গৌরাঙ্গ নৃত্য।
জগত আনন্দ, করুক বর্দ্ধন,
কহে বলরাম ভৃত্য ॥

[৪]

পূর্ণ চাঁদ আলা, বনফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বার, রস কবিতার,
পদ্মফুল মকরন্দ ॥
সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ,
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।

প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান ॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরবরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে ॥

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

———

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ "হাস্যময়" অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, সে ক্রোধে লোকের ভয় কি রাগ হইত না, বরং হাসি পাইত। তাঁহার ভর্ৎসনা কি স্তুতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার হইত। কীর্ত্তনান্তে দুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল, যিনি অতি বৃদ্ধ, তিনিও শিশু হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলে জলকেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া "কয়া কয়া" খেলিলেন। তাহার পর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল দেয়া দেই করিতেছেন। এইরূপে নিমাই গদাধরের নয়নে জল দিতেছেন। যথা—

জল-কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ্‌গণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায়॥

নিরীহ গদাধর সহিয়া আছেন, কখন রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁখিতে জল দিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়া পাছে নিমাই ব্যথা পান, এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না, কি নয়নে না ফেলিয়া মারিয়া অন্য স্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন! নিতাই আর অদ্বৈতে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্য সকলে জল-কেলি ক্ষান্ত দিয়া এই নিতাই-অদ্বৈতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান, বয়ঃক্রম বত্রিশ। অদ্বৈতের উপবাসে শুষ্ক শরীর বয়ঃক্রম পঁচাত্তর। অদ্বৈত পারিবেন কেন? অদ্বৈত হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন, "একবার হারিলে হারি নয়, দুইবার হারিলেই হারি।" এ কথায় সকলে স্বীকার করিলেন, এবং নিতাই অদ্বৈতে আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই দুই হাতে জল লইয়া অদ্বৈতের চোখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়া দুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, "গোঁয়ার!" গোঁয়ার!" নিতাই বলিতেছেন, "তবে গোঁয়া-রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এস কেন? ঝগড়া করিতে ত খুব পটু।" অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে আমার দশবার উপবাস। তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত দুটি অন্ন একবার খাবে, এই সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কিন্তু দিবানিশি মুখখানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পারিব?" নিতাই বলিতেছেন, "তুমি ত বিশুদ্ধ, ব্রাহ্মণ, উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই, বৎসর বৎসর একটী করিয়া সন্তান হইতেছে।" এইরূপে কথায় কথায় বিষম ঝগড়া আরম্ভ হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে দুর্ব্বাক্য বলিয়া আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন।

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, "নাচন, গাওন, আবার কি ধর্ম্ম?" কখন

বলিতেন, “কলিকালে আবার অবতার কোন্ শাস্ত্রে?” কখন বলিতেন “নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। আমি উহার সকল প্রেম শুষিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচেন।” কেহ কেহ অদ্বৈতের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানেন না। আবার অদ্বৈতের প্রভুর প্রতি অতি গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস অদ্বৈতের মুখে এইরূপ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু কথা শুনিয়া একটু কুতূহল হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “প্রভু! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?” শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান্ ভাব। এ কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “শ্রীবাস, তুমি বল কি? অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে কেহ নাই।”

এক দিবস কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষিতে লাগিলেন। তাহার পরে একটী তৃণ দন্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের অঙ্গে আপাদ মস্তক বুলাইলেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়া আপনার থুথুতে হস্ত দিয়া ও ভ্রূকুটী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই সচেতন হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া বলিতেছেন, “আমি নৃত্য করিতে কেন পারিতেছি না? বোধ হয়, তোমরা কেহ আমার চরণ ধূলি লইয়াছ। কে লইয়াছ বল।” তখন সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, “বাপ! চরণ ধূলি চাহিলে যদি পাইতাম, তবে আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কর, তবে এরূপ কার্য্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর।”

শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণধূলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরলভাবে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "তোমার অভাব কি, যে তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোরে দশদিন চুরি করে, গৃহস্থ একদিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ আমি আমার দ্রব্য উদ্ধার করিতেছি।" ইহাই বলিয়া মহাবলি নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া, তাঁহার চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এই আমি সব উদ্ধার করিলাম। এখন কি করিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু, তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার, সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আমি কার কাছে যাই? শ্রীগৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য, তোমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন।" অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অন্য এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতে আবার একটু গণ্ডগোল হইল। নৃত্য করিতে গিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আজ আমার শরীরে আনন্দ নাই কেন? আজ আমি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমি কি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? করিয়া থাকি, ক্ষমা কর, আমাকে তোমরা প্রেম দাও, আমার প্রাণ যায়। নিমাই কখন কখন এরূপ বলিতেন, এই সম্বন্ধে দুএকটী কাহিনী বলিতেছি। একদিন নিমাই বলিতেছেন, "আমি কেন নাচিতে পারিতেছি না? বোধ হয়, এখানে কেহ ভিন্ন লোক আছেন, থাকেন বাহির করিয়া দাও।"

দ্বার বন্ধ করিয়া নিশিযোগে শত শত ভক্ত একত্র কীর্ত্তন করেন। তাহার মধ্যে অন্য লোকে লুকাইয়া থাকিবে, বিচিত্র কি? এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস তখনি আঙ্গিনায় তল্লাস করিতে লাগিলেন, তল্লাস করিয়া আসিয়া বলিলেন, যে, ভিন্ন লোক কেহই নাই। নিমাই আবার নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু আবার আনন্দ না পাইয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিতেছেন, "আমি তবুও আনন্দ পাইতেছি না। অবশ্য কেহ এখানে লুকাইয়া আছেন, তোমরা তল্লাস করিয়া দেখ।" তখন শ্রীবাস ঘরের মধ্যে তল্লাস করিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন, তাঁহার শাশুড়ী পিঁড়ার উপর ডোল মুড়ি দিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন।

আর এক দিবস নিমাই এরূপ নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "আমার হৃদয়ে প্রেম কেন শুষ্ক হইয়া গেল? অবশ্য কোন বহিরঙ্গ লোক এখানে লুকাইয়া আছেন।" তখন শ্রীবাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমি অপরাধ করিয়াছি, একজন মহাসাধু আমাকে বরাবর এই কীর্ত্তন দেখিবার নিমিত্ত উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাকে ভাল লোক জানিয়া তোমার অনুমতি না লইয়া এখানে আসিতে দিয়াছি প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর। ইনি অতি ভাল লোক, শুধু দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। অন্ন পর্যান্ত গ্রহণ করেন না।" এ পর্য্যন্ত নিমাই স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন, কিন্তু যখন শ্রীবাস বলিলেন, "তিনি দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করেন," তখন প্রভু একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অতএব তোমার সাধুকে এখান হইতে যাইতে বল। প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ, সেই ভাল মানুষ ব্রাহ্মণটীকে, বলপূর্ব্বক আঙ্গিনার বাহির করিয়া দিয়া কপাট দিলেন।

কিন্তু সেই ভদ্র লোকটী এরূপ অপমানিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখ

পাইলেন না। বরং তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, তিনি বিনা অনুমতিতে আসিয়া অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত দণ্ড তিনি যে পান নাই সেই তাঁহার পরম ভাগ্য। আবার ভাবিতেছেন, "যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম ইহা অননুভবনীয়। মনুষ্য কর্তৃক এরূপ কাণ্ড হইতে পারে না। শ্রীনিমাই পণ্ডিত ভগবান্ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এত শক্তি জীবে সম্ভবে না। এখন সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাপাত্র হইব।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ মহা হৃষ্ট মনে গমন করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর নিকট যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "উঠ! তোমার কিছু অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ড করিয়াছিলাম। তুমি আমার দণ্ড পাইয়া বিরক্ত না হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া যাহা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে, তাহা আমার গোচর হইয়াছে। আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি যে, শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া জীবন যাপন করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না, সে ঠিক কথা। তবে তুমি যে সেবা করিয়া শ্রীভগবানের চরণ লাভ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে আমি আলিঙ্গন দিব।" ইহাই বলিয়া ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন। আর ব্রাহ্মণ শুদ্দণ্ডে প্রেমধন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই হইতে ব্রাহ্মণ চিরদিনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে একরূপ প্রকৃতিস্থ না হইলে কীর্ত্তনে কি কৃষ্ণকথায় তরঙ্গ উঠিবার ব্যাঘাত হয়!

এখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে প্রভুর গণ্ডগোলের কথা বলিতেছি। এক রজনীতে প্রভু নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না বলিয়া কাতর হইয়া বলিতে

লাগিলেন, "আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম? অদ্য কি রাজপথে কু-লোকের সঙ্গ হইয়াছিল? না তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? 'আমি বড় দুঃখ পাইতেছি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মোচন করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

এই যে ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, ইহা প্রেমের শক্তিতে। যাঁহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইলে সুরোন্মত্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটিলে তাহার যেরূপ দুঃখ হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হইয়া থাকে। তাহার প্রেম-খোঁয়ারী হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন নিমাই বিনীতভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে লাগিলেন, "গোঁসাঞি, তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক দুঃখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিলি, মালি, পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় প্রেম-সুখ ভোগ করিতেছে, কেবল, আমি আর শ্রীবাস তোমার কৃপা পাইলাম না? গোঁসাঞি! আমাকে কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।"

শ্রীঅদ্বৈত এই কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আরো আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক ব্যঙ্গভাবে, কতক বিরক্ত ভাবে বলিতেছেন, "গোঁসাঞি! যদি তুমি আমাকে প্রেমধন না দাও, তবে তোমার সমুদায় প্রেম শুষিয়া লইব।" এই যে প্রেম "শুষিয়া" লইব ইহা শ্রীঅদ্বৈতের কথা। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, "বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া সে নাচে?" এখন

প্রভু সেই অদ্বৈতের কথা লইয়া অদ্বৈতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "যদি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি উত্তর করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যভাগবতে এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়—

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে আচার্য্য গোসাঞি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, তখন প্রেমে উন্মত্ত। তিনি তখন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আর বুঝিয়া বলেন নাই। চৈতন্যভাগবত আবার বলিতেছেন—

যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥

অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বেচিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যে সেই ভক্তি বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ বাক্য বলিবেন, তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে অনুমিত হয় যে অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিদ্যুতের ন্যায় এই কার্য্যটী করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস ছাড়া আর কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর ছাড়া আর কোনদিকে যাইত না, তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ কেবল গৌর-মুখ-পদ্ম-মধু পানে দিবানিশি মত্ত থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়া জাহ্নবীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। অনতি-বিলম্বে নিতাই ও তাহার পরে হরিদাসও ঝম্প দিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া জলমগ্ন হইলেন। নিতাই হরিদাস ডুব দিয়া একজন মস্তক ও

একজন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনয়ন করিলেন। তখন নিমাই চেতনা পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, "তুমি কেন আমাকে উঠাইলে ? আমার প্রেমশূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল ? প্রভুর এই কথা শুনিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেঁট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "সেবক যদি গরব করিয়া তোমাকে ছুটা কথা বলে, তুমি কি তাই বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে ? যথা ভাগবতে—

অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন ?
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন ?

"তুমি এরূপ করিয়া আচার্য্যকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে অন্য দণ্ড কর।"

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এঘটনা প্রকাশ করিও না।" নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন, প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠী সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন শুষ্কবস্ত্র পরিলেন ও ভগবান্ আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। আর নন্দন আচার্য্য ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সারা নিশি বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে প্রভু, নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন যে, তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস। এদিকে প্রভু নিশিযোগে সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গেলে, অনতি বিলম্বে সকলে জানিলেন যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের তাহাই হইল, সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া

গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, ইহাতে তাঁহারা একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সকলেই মনঃকষ্টের একশেষ পাইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

এদিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শান্ত হও, আচার্য্য কিরূপ আছেন বল।" শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন। তাঁহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহ্য করিয়াছি, অন্য কেহ হইলে সহিতে পারিতাম না। তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, তাহারও প্রাণ বটে।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

"অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি॥"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! এখন অদ্বৈত আচার্য্যকে একটি অভয় বাক্য বলিয়া প্রাণ রাখ।"

তখন নিমাই বলিতেছেন, "চল চল অদ্বৈতের বাড়ী যাই, তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিব!" ইহাই বলিয়া দু'জনে আচার্য্যের বাড়ী আইলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্য্যের, তবু নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে তাঁহার বাড়ী চলিলেন। দেখেন, আচার্য্য মড়ার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া আচার্য্যকে ডাকিলেন, বলিতেছেন, "উঠ আচার্য্য! এই আমি বিশ্বম্ভর।" আচার্য্য একে অপরাধী

তাহার পর প্রভুর এইরূপ দৈন্য, সৌজন্য, মহত্ত্ব ও কৃপা দেখিয়া অনুতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলেন। আচার্য্য কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার ডাকিলেন। তখন আচার্য্য ধীরে ধীরে বলিলেন "প্রভু! আমি এতদিন পরে বুঝিলাম, আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে নাই। অন্য সকলকে তুমি দৈন্য দিয়াছ, তাহারা তোমার চরণ-সেবা করিয়া সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে তুমি কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব কর ও ভক্তি কর। তাহাতে আমার দৈন্য যায় ও কেবল দম্ভের সৃষ্টি হয়। আমি বুঝিলাম, অন্য ব্যক্তিরা তোমার নিজ জন, আমি তোমার বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা দেখাও, সে তোমার কেবল বাহ্য। তুমি আমার প্রাণ ও সর্ব্বস্ব। তুমি আমাকে এই কৃপা কর, যেন দীনভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী নন্দন করিয়া॥

প্রভুর তখনও ভগবান্ আবেশ রহিয়াছে। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমার নিজ জন না হইলে তোমাকে দণ্ড করিতাম না, আমি আমার অনুগ্রহ-পাত্রকেই এইরূপে দণ্ড করিয়া থাকি।" যথা চৈতন্য-ভাগবতে, প্রভু বলিতেছেন—

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে!
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে॥

তখন অদ্বৈত উঠিয়া, বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ প্রভুর দণ্ড পাইলাম, আমি আজ কৃষ্ণের দাস হইলাম। আজ জানিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিস্মৃত হয়েন নাই।"

একটি প্রবাদ আছে যে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

যে করে, আমার আশ, তারি করি সর্ব্বনাশ।
তবু নাহি ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস॥

যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-মধু পান করিয়াছেন, তিনি দুঃখ পাইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন না, তাঁহার ইহাই মনে হয়। হইলে ভক্ত আনন্দিত হয়েন। আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান্ হারি মানেন।

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ দিয়াছিলেন। আবার এই প্রকাশ অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন হইতে দীন। তখন তাঁহার দৈন্য ও কাতরভাব যিনি দেখিতেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায়, তিনি বিশেষ গুরুজন ব্যতীত কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান্ আবেশে যে নিমাই অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার কিরূপ দৈন্য ও গুরুজন প্রতি কিরূপ ভক্তি, তাহা এখন শ্রবণ করুন। একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একজন মান্যা ব্রাহ্মণ-নারী তাঁহার সম্মুখে নিপতিতা হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীভগবান্ আমাকে উদ্ধার কর।"

এই কার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন ও তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল! তখন একটি দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া,—প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া, গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝম্প দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন

না। এখন বিবেচনা করুন, এ সমুদায় চকিতের মত হইয়া গেল। প্রভু জলে ঝম্প দিবেন, কেহ জানিতেন না। প্রভু ছুটিলেন, কিন্তু ভাবের অনুগত হইয়া তিনি মুহুর্মুহুঃ এরূপ ছুটিতেন। যদি তাঁহারা বিন্দুমাত্র জানিতেন যে, প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তবে আর এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন।

নিমাই এরূপ কয় বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আপনি উঠেন নাই। কারণ সেই কয় বারই তিনি জলে অচেতন অবস্থায় ঝম্প দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল।

এবার ঐরূপ দ্রুতগতিতে জলে ঝম্প দিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ আইলেন, দেখিলেন প্রভু জলে ঝম্প দিলেন। সকলে ভাবিলেন, প্রভু এখনই উঠিবেন। কিন্তু তিনি উঠিলেন না। তখন সকলে হাহাকার করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু স্রোতে তখন তাঁহার দেহ ঝম্প স্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, কাজেই কেহ তাঁহাকে তল্লাস করিয়া পাইলেন না।

এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যিনি যেখানে ছিলেন, দৌড়িয়া আইলেন। দুঃখিনী শচীও শুনিলেন তিনি কি অবস্থায় গঙ্গাভিমুখে দৌড়িলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শচী আসিয়া দেখিলেন, নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও জলে ঝাঁপ দিতে চাহিলেন, ভক্তগণ ধরিয়া রাখিলেন।

শচী তীরে দাঁড়াইয়া "নিমাই, নিমাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর বুক চাপড়াইতেছেন। বার বার নিমাইয়ের জন্য ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন, আর সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই আইলেন, এবং তিনি জলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

জলে মগ্ন হইল প্রভু না পাই দেখিতে।
সর্ব্ব নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে॥
পুত্র পুত্র বলি ধায় আর শচীমাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥
উন্মত্ত: পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়।
হা-কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়।
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥
জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে॥

প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল। একটু পরে তাঁহার চেতনা হইল।

তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, "কেন তুমি আমাকে মরিতে দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, অতি মান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী আমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, অথচ আমায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি আমার এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে নানামত সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্যস্থানে নিমাই রোরুদ্যমানা শচীর কোলে বসিয়া, অশ্রুজল ফেলিতেছেন, আর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে যথাসাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোনক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না।

প্রভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে। তৃণ দিয়া কি গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিবারিত হইল না। নিমাই "শ্রীকৃষ্ণ! বাপ। আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া দাও," এই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণে দাস্য-ভক্তি কিরূপে পাইবেন, এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হইয়া মিনতি করেন। সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর।" প্রভু ভাবিতেছেন, "হ'ল ভাল! কোথায় আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবান্ করিয়া তুলিল!" ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

নিমাই উঠিলেন, উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। এইরূপে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া মুরারি গুপ্তের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। আর সকলেই তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে কিছু-কাল থাকিয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন। হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে সমস্ত নিশি রোদন করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুরধুনী তীরে আইলেন ও একখানি নৌকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে গেলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস রজনী কেবল রোদন করিয়া কাটাইলেন।

পারে গিয়া ভক্তগণের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইলেন, হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ পাইলেন।

অপরাহ্নে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া বলিতেছেন, "আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিত ও আমার কার্য্য দূষিত হইত।" এই কথা শুনিয়া মুরারি উত্তর করিলেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে, তোমার কোন কার্য্যের নিমিত্ত লোকে নিন্দা করিবে না।" ভবিষ্যতে নিমাই এইরূপ "অকৃতজ্ঞ" হইবেন ও "দূষিত কার্য্য" করিবেন, ইহা মনে করিয়া মুরারীর বাক্যে আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন পাইয়া মুরারীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও তখন তিনি এই শ্লোকটি পড়িলেন—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধু রিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর "সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়" হইল! আর বলিলেন, "আমার এই দেহ 'পরম মনোজ্ঞ', 'নিত্য' 'জ্ঞান' ও 'ঘন আনন্দময়।' তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই।" যথা কবিকর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিস্থিত উচ্চকৈন
তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ॥
ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং

সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং ময়ৈব।
জানীত যূয়ং নহি কিঞ্চিদন্য-
দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমাই তখন নিমাইয়ের মত কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইয়া আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন। অধিক রহস্যের বিষয় এই যে, যখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইতেন, তাহার পূর্ব্বে কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন, নিমাইয়ের দেহ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ প্রগাঢ় ভক্তিউদ্দীপক ও চিত্ত-আকর্ষক হইল, এবং দুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সহজ মনুষ্যের মত হইল। বিশেষ রহস্য এই, শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হইয়া যে সমস্ত কথা কহিলেন; সেই সকল কথার সহিত তাহারা পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, যেরূপ উপরে বলা হইল, মুরারি বলিলেন, "আমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আমাকে আলিঙ্গন করিলে?" অমনি শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এক দিবস নিমাই তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল মুরারিকে দিলেন। মুরারি দু'কর পাতিয়া প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, কতক মস্তকে দিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি করিলি কি? তুই সর্ব্বাঙ্গে ঝুটা মাখিলি?" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই ভগবান্ রূপে প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে না। ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে।" প্রকাশানন্দ

তখন সন্ন্যাসিগণের প্রধান। তখন ভগবদ্ভক্তি মানিতেন না, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়াছিলেন। এখন বিবেচনা করুন মুরারির মাথায় তাম্বুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্য করিয়া মুরারির মাথায় ঝুঁটা লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া তখনই বলিতেছেন, "প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে।" একটু পরেই শ্রীভগবান্ লুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সামান্য কথা হইতে লাগিল। তবে মুরারিতে ও প্রকাশানন্দে এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল। মুরারি পূর্ব্বে বেদের বড় গোঁড়া ছিলেন, তাই বরাহ ভাবে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ঐ কথা লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। যথা বেদ আমার মর্ম্ম কি জানে?

আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া মুরারির বাড়ীতে "বেদ অন্ধ" এ কথা বলিয়াছিলেন। আবার আর এক দিবস ঐ বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া হরের্নাম শ্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই কয়েকটি কথামাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে, সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে, ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবু যে সংক্ষেপে বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি।

হরিনামই স্বয়ং ভগবান্। ইনি আদিপুরুষ। এই নামরূপী আদি পুরুষ, সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। "কেবল" শব্দের অর্থ এই যে, এই হরি ভিন্ন অন্য কোন দেব উদ্ধার

করিতে পারেন না। এবং এই কথা যে পরম সত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব' বলা হইয়াছে। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ইহা বলি আন দেবে মানে যেই জন।
তার গতি নাই তিনবার এ বচন॥

ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে, কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য দেব উপাসনায় উদ্ধার নাই।

এইরূপে যে দিবস আম্রবীজ হইতে আম্র সৃষ্টি করিলেন, পরে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল, কেবল আম্র থাকিল, সেই দিবস সেই রহস্য দেখাইয়া নিমাই ভগবানরূপে বলিতেছেন, "এই দেখ আমার মায়া। যে উপায়ে এই ফল সৃষ্টি হইল তাহা সমুদায় চলিয়া গেল, কেবল এই ফলগুলি রহিল। এইরূপ প্রেমধনই নিত্য বস্তু, ইহা দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করিতে হইবে।" এই আম্রবীজ হইতে নিমাই কিরূপে আম্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের চৈতন্যচরিত কাব্যে অর্থাৎ কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে। নিমাই মৃত্তিকায় বসিয়া সম্মুখে একটি আম্রবীজ রাখিলেন, পরে হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "এই বীজ অঙ্কুরিত হইল।" আবার বলিলেন, "এই দেখ অঙ্কুর হইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।" আর তাহাই হইল। এইরূপে বৃক্ষে ফল ধরিল, আর উহাতে দুই শত ফল হইয়া পরিপক্ক হইল। তখন সেই ফল পাড়া হইল। আর তখন বৃক্ষ কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ফলগুলি রহিল, আর উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। যথা—

করতালৈ দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলুষ বেষ্টিতম্।
পশ্য পশ্যাম্রবীজংমে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া॥

পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতে নিমেষেণ তরুঃ পুনঃ
জাতঃ পশ্যাশু পুষ্পৌঘঃ পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ ॥ ইত্যাদি।

প্রভু প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ অবস্থায়ও কখন কখন ভক্তগণকে কিছু কিছু তত্ত্বকথা বলিতেন। এখনও সুবিধা মত তাঁহার টোলের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া পাঠ লইতেন। একদিন একটি শিষ্য বলিতেছেন, "আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, সেও ত একরূপ মায়া বই ত নয়।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় কষ্ট পাইলেন। শুনিবামাত্র কর্ণে হস্ত দিলেন, আর মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বলিলেন যে, "চল, আমরা সকলে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হই। কারণ কৃষ্ণ নাই, এ কথা শুনিয়া আমরা অপবিত্র হইয়াছি।" সেই শিষ্যকেও লইয়া গেলেন, তাহাকেও গঙ্গায় বহুবার ডুবাইলেন। গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে তাহার অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

এখানে এ কথাও বলি যে, প্রকাশের সময় ব্যতীত নিমাই কখন কাহাকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না। বস্তুত তাঁহার ভক্তগণ অলৌকিক কার্য্য প্রভৃতি ঘৃণা করিতেন। প্রভু নিজেও অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছামাত্র কাহাকে কোন "রূপ" দেখাইতে পারেন না, এবং কিরূপে কি হয়, তাহা তিনি জানেন না। তবে এক দিবস রহস্য করিয়াই হউক বা বাধ্য হইয়াই হউক, একটি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে সন্ধ্যাকালে সকলে কীর্ত্তন করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘোর মেঘ হইল। মেঘ দেখিয়া কীর্ত্তন হইল না ভাবিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইলেন। তখন ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া প্রভু হস্তে এক যোড়া মন্দিরা লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া, মেঘ পানে চাহিয়া,

মন্দিরা বাজাইতে লাগিলেন, আর নাম কার্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনি মেঘ অন্তর্হিত হইল।

যথা, মুরারি গুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিতে—

কদাচিদাবৃতো ব্যোম্নি ঘনৈ র্গম্ভীর-নিঃস্বনৈঃ।

* * * *

বৈষ্ণবা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে বিয়োঽয়ং সমুপস্থিতঃ।
তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহিত্বা মন্দিরাং হরিঃ॥
সুরান্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌস স্বজনৈঃ সহ।
ততোমরুদ্ভি র্মেঘোঘাঃ খণ্ডিতা স্তে দিগন্তরং॥

একটু অগ্রে প্রভুর ভক্তভাবে দৈন্যের কথা বলিতেছিলাম। এখন প্রকাশ-ভাবের একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল গোপাল নামে একজন বড় তেজীয়ান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কীর্ত্তনাদিকে বড় ঘৃণা করিতেন। এই কীর্ত্তন শ্রীবাসের বাড়ীতে হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাঁহার বড় রাগ ও ঘৃণা ছিল। তাঁহাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপাল গোপাল এক দিবস নিশিযোগে, যখন শ্রীবাসের ভিতর আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন বাহির বাটীতে মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদায় পূজার সজ্জা করিলেন। এক ভাণ্ড মদ্যও রাখা হইল। প্রাতে শ্রীবাস উঠিয়া সেই কাণ্ড দেখিলেন। বুঝিলেন যে, উহা চাপাল গোপালের কার্য্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন, দেখাইয়া আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সে স্থানে হাড়ী আনাইয়া লেপাইলেন।

দুই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠরোগ হইল। চাপাল গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন। এমন সময় একজন ছাত্র তাঁহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়া চাপালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপাল তখন দম্ভ করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহা ভাবিতেছ, উহা তাহা নয়।

"আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিবপূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইবে ?" কিন্তু ক্রমেই ব্যাধি বাড়িতে লাগিল। চাপাল, স্ত্রী পুত্রকে বড় যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা তখন তাঁহাকে বাহিরে একখানি চালা বাঁধিয়া দিল। দূরে দাঁড়াইয়া নাসিকায় বস্ত্র দিয়া স্ত্রী এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পালাইতেন! চাপাল অন্নাহার করিয়া যষ্টি ভর করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া, বসিয়া থাকিতেন। কোন একজন দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিবস, নিমাই যখন স্নান করিতে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহাকে বলিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার এক গ্রামে বাস করি, তোমার সহিত গ্রাম-সম্পর্কও আছে। শুনিলাম, তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধি কেন ভাল করিয়া দাও না ?"

তখন চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিয়াছে। শ্রীনিমাইকে এই কথা বলিলে শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন, তবে করযোড়ে বলিতেন, ঠাকুর! আমাকে এইরূপ বলিয়া কেন অপরাধী কর।" কিন্তু চাপাল শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিলে, তদ্দণ্ডে শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইলেন, আর তিনি বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে, এ সামান্য কথা, তোমায় অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন —যখন এ প্রসঙ্গ উঠিল, তখন ইহা শেষ করিয়া রাখি। চাপাল ইহার পরে অতিকষ্টে কাশী (বারাণসী) নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে বলিলেন যে, নবদ্বীপে যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, তিনি স্বয়ং ভগবান্। সরল ভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। চাপাল বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইলেন, পাইয়া তাঁহার চরণে সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপাল গোপালের উক্ত প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন—

"পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, তোমরা দু'ভাই। ধ্রু
(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি কীড়ার জ্বালায়" জ্বলে মরি।
আমায় উদ্ধার কর গৌরহরি॥

তখন শ্রীভগবান্ কৃপার্দ্র হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্যলাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া, ভবরোগ ও দেহরোগ হইতে মুক্ত হইলেন, এবং সেই অবধি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইলেন।

আবার প্রভু কখন কখন তাঁহার কৃপাপাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাড়িয়া খাইতেছিলেন বলিয়া ব্রহ্মচারীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ এক দিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই অভিপ্রায় জানাইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাম্বর মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন "প্রভু, আমি অতি দীন ও মলিন, আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দিব, এরূপ আমার সাহস হয় না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শুক্লাম্বর নিরুপায় হইয়া অন্যান্য ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভক্তগণ বলিলেন "শ্রীভগবানের নিকট জাতিবিচারই নাই। তিনি সকলেরই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন করাও।" তখন শুক্লাম্বর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত একখণ্ড

গর্ত্তথোর দিলেন; আর হাড়ী ছুঁইলেন না। করযোড়ে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকু-রাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভু স্নান করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীনিমাই ও নিতাই ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন যে এমন সুস্বাদু অন্ন তিনি জীবনে কখন ভোজন করেন নাই। আর গর্ত্ত-থোর যে এত উপাদেয় হইতে পারে তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। ভোজন করিয়া প্রভুদ্বয় উঠিলে, ভক্তগণ সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়া-কাড়ি করিতে লাগিলেন। তাহার পরে সেখানে সকলে শয়ন করি-লেন। শুক্লাম্বরের বাটী গঙ্গার উপর; গ্রীষ্মকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহি-তেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও শয়ন করিলেন, আর তাঁহার নিকট কায়স্থ বংশোদ্ভূত বিজয় নামক কোনও ব্যক্তি শয়ন করিলেন। বিজয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র, তাঁহার ন্যায় আথরিয়া * শ্রীনবদ্বীপে কেহ ছিলেন না। বিজয় প্রভুকে অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর দিলেন। শ্রীকরস্পর্শে বিজয় নয়ন মেলিলেন, দেখেন যে, যে বাহু তাঁহার বুকের উপর রহিয়াছে, উহা চিন্ময় ও রত্নাঙ্গুরীতে খচিত। আরও দেখিলেন যে, সমস্ত জগৎ শীতল তেজে পরিপূরিত! বিজয় দেখিয়া তদ্দণ্ডে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন ও বিষম হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সকলে চেতনা পাইলেন। সকলে ও প্রভু স্বয়ং বিজয়কে তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আনন্দে বাহ্য জ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই উত্তর করিতে পারিলেন

* আথরিয়া—অক্ষর লেখক। বিজয়ের হস্তাক্ষর বড় ভাল ছিল এবং তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন।

না। তখন প্রভু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "বুঝিলাম, শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাঁহাকেই বা বিজয় দেখিয়াছে? কি এ গঙ্গার মাহাত্ম্য? যাহাই হউক বিজয় নিশ্চয় কিছু বৈভব দর্শন করিয়া থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এইরূপে তিনি নিজে যে ঐ নাটের গুরু, ইহা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের এ পরিবর্ত্তনের মূল কে, ভক্তগণ তাহা কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহা চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

"না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহ ধর্ম্ম—
ভ্রমেণ বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥"

সপ্ত দিবস পরে বিজয় চেতন পাইয়া সমুদায় কথা প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বোধ লোকে ধ্যানে শ্রীভগবানের তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের "চরণ নখর ছটা" দর্শন করার শক্তি জীবের নাই। দর্শন করিলে, বিজয়ের যেরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা সময় সময় বিফল হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



বন্ধু হে কি দেখ চিবুক ধরে। ধ্রু।

যে আনন্দ পাই হেরি রাঙ্গা পদ,
কেন হে বঞ্চহ মোরে॥
লজ্জাশীলা বলে, করহ বিদ্রুপ,
নিগূঢ় কব তোমারে।
লজ্জা ভাণ করে, নমিত বদনে,
পদ হেরি নয়ন ভরে॥

বলরাম দাস।

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "এসো, একদিন অঙ্ক বন্ধন করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করা যাউক।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" নিমাই বলিলেন, "তোমরা সমুদায় কৃষ্ণলীলার সজ্জা প্রস্তুত কর। তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে।" বুদ্ধিমন্ত খান কায়স্থ জমীদার ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার হইল। এই লীলার স্থান প্রভু আপনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের বাড়ী যাত্রা হইবে তাঁহার মাসীর বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ বোধ হয় যে, সেখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া যাইতে পারিবেন।

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সেখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব।" ইহাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিবাবতার এরূপ ইঙ্গিত করিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে মহাদেব মোহিনী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু রহস্য করিতেছেন, এ কথা এরূপে না লইয়া, একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর আমার যাওয়া হইবে না, আমি জিতেন্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই।" এ কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমারও ঐ কথা।" তখন নিমাই একটু ঠকিলেন ও হাসিয়া বলিতেছেন, "তবে হলো ভাল! তোমরা কেহ যাবে না, তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি উপায় করিতেছি। তোমরা আমার বরে সকলে জিতেন্দ্রিয় হইবে ও আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না।" এ কথা শুনিয়া আবার সকলে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি আমাদের নাট্যাভিনয় করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কে কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি হবো রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি।" অদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।" প্রভু বলিলেন, "সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে শ্রীকৃষ্ণ।"

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, "কে কি বলিবে, কে কি করিবে,

সমুদায় বলিয়া দিউন।” প্রভু বলিলেন, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সময় হইলে, যাহার যাহা করিতে কি বলিতে হইবে, আপনি স্ফুরিত হইবে।” সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে তাহা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এই সমুদায় কথা স্থির হইলে সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, শংখ, কাঁচুলী, গোঁফ, দাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমন্ত খান তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা পাতিলেন, দীপের সজ্জা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে সমুদায় ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে চলিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া চলিলেন, মুরারির স্ত্রী আইলেন। এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। সকলে প্রবেশ করিলে ঘরে কবাট পড়িল, কাহারও আসিবার অধিকার রহিল না। প্রভু দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন, যে, যেন আর কেহ আসিতে না পারে।

এখন কে কি ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার পাইলেন বাসুদেব আচার্য্য। গায়ক হইলেন পঞ্চজন, যথা- পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (অর্থাৎ যাঁহার বাড়ী,) আর শ্রীবাসের তিন ভাই। যাঁহারা যাঁহারা সাজিবেন তাঁহারা রঙ্গ গৃহে সাজিতে লাগিলেন, আর সভায় গায়ক ও বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকে কেহ ছাঁচিয়ায়, কেহ পীড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন।

প্রথমে বাদ্য আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ সুস্বরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের স্তবের দুইটি শ্লোক পড়িলেন। যথা “জয়তি জননিবাসো” এবং “সম্পূর্ণেন্দুমুখী” ইত্যাদি। “এই শ্লোকদ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে “হরি হরি বোল” বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হরিদাস রঙ্গভূমিতে সূত্রধররূপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত গোঁফ, স্কন্ধে যষ্টি কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আসিয়া সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লোক পড়িয়া পূজা করিলেন। আর প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও।" পূজা সমাপ্ত হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, "অদ্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া। আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে নারদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে আছে। তাহার পর নাটকাগারে তাঁহাকে সেই লীলা দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা পালন করিব ভাবিতেছি।"

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া দেখেন তাহার পারিপার্শ্বিক * অগ্রে দাঁড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাঁহার পারিপার্শ্বিক মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নারদের আজ্ঞা শুনিলে তো? এখন তাহার উদ্যোগ কর।"

পারি। তোমার কথায় বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আত্মারাম। তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাঁহারই সমান। সনকাদি আত্মারাম তাঁহার অনুজ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য।

সূত্র। তুমি কি ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোক জান না? যাঁহারা

* নাটকের যে সূত্রপাত করে, তাহাকে সূত্রধর বলা যায়; যাহার সঙ্গে কথোপকথনের ছল করিয়া সেই সূত্রপাত হয়, তাহার নাম পারিপার্শ্বিক।

আত্মারাম, তাঁহারা ও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে ও তাঁহার লীলারসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন।

পারি। আত্মারামগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন?

সূত্র। পাগল, তুমি জান না, যে, ভগবানের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা লৌকিক লীলা আরো মধুর। সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি ভগবানের বড় বড় কথায় রস নাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান্ এই নিমিত্ত, অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীলা করিয়া থাকেন।

পারি। তা ভাল, তাই করা যাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ ব্রহ্মলোকে, তাঁহার আসিতে ত অনেক সময় লাগিবে?

সূত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অন্তরীক্ষে গমন করেন। তাঁহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর।

পারি। যে আজ্ঞে। তবে শ্রীভগবানের কোন্ লীলা দেখাইব?

সূত্র। "দানলীলা" অভিনয় করিয়া দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা।

পারি। তা হবে না। তোমার কন্যাগণ থাকিলে হইত।

সূত্র। সে কি? তাহারা ত ভাল আছে?

পারি। ভাল আছেন, তবে শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পূজা করিতে গিয়াছেন।

সূত্র। এ ত বড় বিপদের কথা! যদি কোন কৃষ্ণলীলা না দেখাইতে পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন; এখন উপায়?

পারি। ব্যস্ত কেন? তাঁহারা শীঘ্র আসিবেন।

সূত্র। তুমিত বল শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, সঙ্গে কেহ নাই, আবার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি।

পারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে।

সূত্র। (হাসিয়া) বুড়ির ত খুব সাহস। চোখে দেখে না, কানে শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া সূত্রধর (হরিদাস) ও পারিপার্শ্বিক (মুকুন্দ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্র কন্যাগণকে আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন। নারদ রঙ্গস্থলে বীণাযন্ত্র হস্তে করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে আইলেন, সঙ্গে তাঁহার স্নাতক, তিনি শুক্লাম্বর। এখন যেরূপ যাত্রায় নারদের বেশ দেখা যায়, নারদের সেই বেশ। নারদকে দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহার কারণ নারদ যে শ্রীবাস, ইহা সকলে জানেন, কিন্তু শ্রীবাসকে কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতে হইতেছে। এই যে নাটক অভিনয় হইতেছে, ইহা সভ্যগণ ভুলিয়া গিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস আর এখন শ্রীবাস নাই, প্রকৃতই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাদের কথা ও কার্য্য পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; সকলেই উপস্থিত মত কার্য্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। শ্রীবাস যখন নারদরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন শচী বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এই কি তোমার পণ্ডিত?" তাহাতে মালিনী বলিলেন, "শুন্‌ছি বটে, কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না"। প্রকৃত কথা তখন যাঁহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের দেহে

অঙ্গে প্রবেশ করায় তাঁহাদের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নারদ। কই হে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না?

(সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপীবেশে গদাধরের সুপ্রভা সখী সহ প্রবেশ।)।

নারদ। তোমরা কাহারা?

সুপ্রভা। আমরা গোয়ালার মেয়ে, ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পূজিতে যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস নারদ!

(সকলে নারদকে প্রণাম করণ।)

গোপী (গদাধর)। ঠাকুর আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ—যিনি গৌরচন্দ্র রূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন,—তাঁহার চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কান্দিয়া নারদের চরণে পড়িলেন।)

নারদ। তুমি অবশ্য সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনিতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি বৃন্দাবনের গোপী, অবশ্য নৃত্য করিতে পার একবার আমাকে নৃত্যদর্শন করাও।

গদাধরের রূপের অবধি নাই। যাই গৌরচরণ কিরূপে পাইব বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদাধরের চাঁদ মুখ নয়ন জলে ভাসিতেছে। তখন সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস স্কন্ধে যষ্টি লইয়া গোঁফ মোড়াইতে মোড়াইতে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অট্ট অট্ট হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সভ্যগণ হরিদাসের মুখে শুনিতেছেন "কৃষ্ণ ভজ, আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন।

সুপ্রভা। (গদাধরকে) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না?

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমরা যাই। (গদাধর ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

স্নাতক। ইহারা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল আমরাও সেখানে যাই, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ রহস্য দেখিগে।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে?

স্নাতক। ঠাকুর, একেবারে পাগল হইয়াছ, এ বৃন্দাবন কোথায়?

নারদ। পাগলই হইয়াছি বটে। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে লোককে পাগলই করে। চল বৃন্দাবনে যাই; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

প্রকৃতই নারদ নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন-জলে কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাঁহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে। অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়াছেন।

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা রহস্য দেখা হইল না।

নারদ। কেন? কি হইয়াছে?

স্নাতক। তুমি এক পা যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব?

নারদ। বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত আনন্দে ভাসিতেছে। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু! বৃন্দাবনে আমাকে একটি অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কেন ব্রহ্মা, তুমি

বড় বৃক্ষ না হইয়া বৃন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ ?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না, সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেমবলে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন, আমি যদি বৃন্দাবনের ক্ষুদ্র লতা হই, তবে সেই গোপীগণের পদরজঃ সর্ব্বদা পাইব।" স্নাতক! বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না ?

(এমন সময়ে [নেপথ্যে] শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব হইল।)

এই যে মুরলীরব হইল, ইহাতে যেন শুধু উপস্থিতগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী, এমন কি, যেন ত্রিভুবন মোহিত হইলেন। সেই রব শুনিয়া সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়া গেল।

নারদ। ঐ শুন! ঐ শুন! তান তরঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি হইতেছে! এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে, নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অনুমানে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে আমার নাসিকা মাতিতেছে। চল একটু দূরে যাই, নতুবা সংজ্ঞাহারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না।

[একটু অন্তরালে গমন।]

(শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণরূপে সখাগণসহ প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ কিন্তু এখন তাঁহাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে ও তাঁহার রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি ও সভাগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব, ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা শ্রীদাম! দেখ দেখি বৃন্দাবনের কি শোভা হইয়াছে। ফুলের শোভা ও গন্ধে, নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। ত্রিজগতের মধ্যে এইটীই আমার মনোমত স্থান।

শ্রীদাম। এ বৃন্দাবন শোভা অপেক্ষা তোমার খেলা আরও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস।

শ্রীমুধমঙ্গল ব্রাহ্মণপুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদুষক।

(এমন সময় মধুমঙ্গল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া উপস্থিত।)

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পথে আজ একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। তোমার পুণ্যবলে বাঁচিয়া আসিয়াছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি অল্পবয়স্কা গোপবালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা রমণীকে দেখিলাম। সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধ হয় বনে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের নিকট বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এ ব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের দেখিয়া আসিল?

সুবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখীগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই বুড়িকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর-শিব পূজা করিতে আসিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (হি হি করিয়া হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া থাকেন, তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন।

নারদ। স্নাতক! চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করি।

[নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান।]

(শ্রীমান পণ্ডিত আগে মশাল ধরিয়া, পশ্চাৎ বড়াই ও
সখীগণ সহিত শ্রীরাধিকার প্রবেশ।)

এখানে বেশ-গৃহের কথা কিছু বলিব। নিমাই, গদাধর প্রভৃতিকে বাসুদেবাচার্য্য স্ত্রীবেশে সাজাইতেছেন। হস্তে কঙ্কন দিলেই নিমাইয়ের রুক্মিণীর আবেশ হইল, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

"আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশ।"

নিমাই ভাবিতেছেন, তিনি রুক্মিণী, তাঁহার বিবাহ হইবে, আর সেই নিমিত্ত তাঁহার সাজান হইতেছে। নিমাই রুক্মিণীভাবে অধোমুখে রহিয়াছেন, নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিতেছে। আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন কি, না শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সাতটি শ্লোক, যাহা রুক্মিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রখানির মর্ম্ম কিছু বলিতেছি। রুক্মিণী লিখিয়াছেন:— "শ্রীকৃষ্ণ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আমার ত্রিবিধ তাপ দূরে গিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার রূপে গুণে আমার লজ্জা নষ্ট করিয়াছে। আজ তাই নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে। তা তুমি বিবেচনা কর, আমার দোষ কি? এ জগতে এমন কোন্ রূপবতী আছে যে, তোমার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? অতএব আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর, করিয়া আমাকে তোমার রাঙ্গা চরণে স্থান দাও।"

রুক্মিণী (নিমাই)। অবনত মুখে নখ দিয়া শ্রীভাগবতের এই সাত শ্লোক লিখিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারায় লেখা মুছিয়া যাইতেছে। আবার লিখিতেছেন। ভাবিতেছেন যে, যে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইবেন, সে সম্মুখে। মস্তক অবনত করিয়া পত্র লিখি-

তেছেন, আর কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের স্বরে (কারণ প্রভুর যখন গোপীভাব হইত, তখন স্বর স্ত্রীলোকের মত হইত) কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "বিপ্র! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তুমি কৃষ্ণের রাঙ্গাপায় আমার অবস্থা ভাল করিয়া বলিও, বলিও যে আমার প্রকৃত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না। বিপ্র, তুমি আমার হইয়া সমুদায় বলিও।" বেশ-গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তখন শ্রীমতী রাধার ভাব হইল। আর সেই ভাবে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যখন নিমাই, রাধাভাবে সখী সঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত আগে দেউটি ধরিয়া আইলেন।

নিমাই শ্রীরাধিকা হইয়াছেন, গদাধর ললিতা ও নিত্যানন্দ বড়াই। আরও দুই চারি জনে গোপবালিকার বেশ ধরিয়াছেন। শ্রীনিমাই প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই মোহ হইল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

পট্ট বসন পরে, নূপুর চরণ তলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝা খানি!
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাহে,
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি॥

গদাধরের রূপও তদনুরূপ। নিমাই রূপসী হইয়াছেন, শুধু তাহা নয়, তিনি যে নিমাই, ইহা কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে পারিতেছেন না। নিমাই বলিয়াছিলেন, আমাকে দর্শন করিলে

তোমাদের মোহ হইবে, তাহাই হইল। সকলে সংজ্ঞালাভ করিলে, আনন্দ কলরব অর্থাৎ হুলু, শঙ্খ ও হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "চল যাই, আমরা কুঞ্জের আড়ালে একটু লুকাইয়া দেখি, গোপবালিকাগণ কি করে।"

(শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত কুঞ্জের আড়াইলে লুকাইলেন।)

শ্রীরাধিকা (নিমাই)। সখি ললিতে! গোপেশ্বরকে পূজিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুখাইয়া যাইবে বলিয়া পুষ্প আনি নাই।

ললিতা (গদাধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে আবার ফুলের অভাব কি?

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নেই বটে, কিন্তু এখানে বন্যহস্তী আছে। সেই ভয়ে আমার অঙ্গ থরথর কাঁপিতেছে।

মধুমঙ্গল। (জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সখে! এই গোয়ালিনীদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনিলে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কি আস্পর্দ্ধা?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্ব্বোধ ত্রিজগতে নাই। নির্ব্বোধ না হইলে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? ঐ গোয়ালিনী তোমাকে বন্য হাতী বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না?

শ্রীরাধা। (সখীর প্রতি) শুধু বন্য হাতীর ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর কতকগুলি গর্দ্দভ আছে, তাহারাও বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। তুমি বন্য হাতী হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র গোয়ালিনী গুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন?

শ্রীরাধা। চল যাই, লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়া।

বড়াই। নাতনি! উহা করিস্ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়িবি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে।

ললিতা। যদি শ্রীকৃষ্ণের হাতে শ্রীরাধা ধরা পড়েন, তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্য করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্রীরাধার মুখের চতুষ্পার্শ্বে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

শ্রীরাধা। ললিতে! এই ভ্রমরটি বড় ত্যক্ত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরীক্ষে) ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম ভ্রম হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে, কে ফুল তুলিতেছে বলিয়া তুমি এই সময় রাগ করিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত হও।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে থাকিয়া আমরা শ্রীরাধার ভাব ও রূপ-লহরী দর্শন করিতেছি, এ সুখ হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমরা প্রকাশ হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। দেখিতেছ না, ভোম্‌রার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কিরূপ অপরূপ রূপধারণ করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ, আচ্ছা আমি চলিলাম।

(প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি।)

তোমরা কারা গা? দেখিতেছি স্ত্রীলোক, কিন্তু সাহস দেখি পুরুষ অপেক্ষাও বেশী। স্বচ্ছন্দে অন্যের বাগানে বল দ্বারা ফুল তুলিতেছ, ইহাতে তোমাদের মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া আমার

বোধ হইতেছিল, যে তোমরা সরল; কিন্তু ব্যবহারে দেখি নিতান্ত ইতর লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই। থাকো! ইহার উচিত ফল পাইবে।

বড়াই। কৃষ্ণ, তুই বড় চঞ্চল! এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই আবার ইহার কর্ত্তা কবে হলি?

মধুমঙ্গল। বুড়ি তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকা গুলাকে নিবারণ করবি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস্?

বড়াই। তুমি বামুনের ছেলে; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পশুর মতন।

ললিতা। আরে কুষ্মাণ্ড! তুই যে কথা বলিস্, তুই আবার এ বনের কে?

মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা কৃষ্ণ, আর, আমি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রী।

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাহাদের নিজ অধিকারে ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তবে কৃপা করিয়া সে তোকে দু চারিটি লবঙ্গফুল দিলেও দিতে পারে।

বুড়ি ইহাই বলিয়া রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া সেই গুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা। (বসনে মুখ ঝাঁপিয়া) আর্য্যে! করিলে কি? দেবপূজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে?

ললিতা। বুড়ি, তুমি করিলে কি? ভয় পেয়ে এত পারিশ্রমের ফুলগুলি অপাত্রে দিলে?

বড়াই। আমরা এ দুষ্টের সহিত পারিব কেন? চল আ[illegible] যাই এখানে থাকা নয়। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার হস্ত ধরিলেন।)

শ্রীরাধা। আর্য্যে! পূজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে যাইব? পূজার দ্রব্য বা কোথা রাখিয়া যাই?

মধুমঙ্গল। তোমরা যাবে কোথা? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যাইও।

বড়াই। আরে বামুনের পুত! দান আবার কিরে? এ দান কাহার সৃষ্টি?

সুবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ। তাঁহাকে দান না দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না।

বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন? ভাল! দান কিসের নিবে? কোন পণ্যদ্রব্য ত নাই, কেবল পূজার সজ্জা।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সখা! এ কথার উত্তর তুমি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাম্ভীর্য্যের সহিত) আমার এ দানঘাটের এই নিয়ম যে, কুলবধুগণ এখানে আইলে তাহাদের রত্ন আভরণ, হাত দোলানি, মধুর হাস্য, নয়ন কটাক্ষ, এ সমুদায়ের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন টত্ন নাই, আঁচলের মধ্যে কেবল গোপেশ্বরের পূজার দ্রব্য।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কতটুকু? গোপেশ্বর আমাদের সখা কৃষ্ণ, তাঁহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করিতে যাচ্ছিস্?

শ্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথায় কাজ কি? পূজার সজ্জা সমুদায় দেখাও।

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন্! তোর সখাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিস্। পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়া খাইবে।

(মধুমঙ্গল পূজার দ্রব্য হাত দিয়া ধরিল।)

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ এ সমুদায় পূজার দ্রব্য অপবিত্র করে দিল, সব ফেলিয়া দাও, চল আমরা ঘরে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।)

শ্রীরাধা। (বড়াইর প্রতি।) পূজার দ্রব্য সমুদায় ফেলিয়া দিলাম, তবে আবার কিসের দান ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ।)

কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন।
তার পর নীল রত্ন পদ্ম দুনয়ন॥
তার হেটে পদ্মরাগ অধম সুঠান।
মুক্তাবলী তার মাঝে দন্ত নিরমাণ॥

এই সমুদায় রত্ন দানের সামগ্রী তোমার কাছে, আরো বল দানের দ্রব্য নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে চলিলেন, বড়াই রাধাকে রক্ষা করিয়া মধ্য-স্থানে দাঁড়াইলেন।

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার করিস্ ? তোর ভাল হইবে না।

ললিতা। তুমি কে বট ? বড় যে জোর ? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই ? কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো ?

(শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বসন ধরিলেন)

অমনি যিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন নিতাই রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন অদ্বৈত রহিলেন, শ্রীরাধা গেলেন নিমাই রহিলেন, ললিতা গেলেন গদাধর রহিলেন ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত যে সমুদায় কাণ্ড হইল, তাহা যাঁহাদের লইয়া কাণ্ড তাঁহারা

স্বয়ং আসিয়াই আপনারাই এই সমুদায় অভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—

* * * *

নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান॥
শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে।
পরম রহস্য তাহা অন্যে নাহি পারে॥
এই ভাবি রাধা রূপ ধরিল আপনে।
রুদ্ররূপে অদ্বৈতের আত্ম করি মানে॥
অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।

* * * *

বস্তুতঃ শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন—

* * * *

বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়।
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব॥

অর্থাৎ শুধু সাজিলে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈতের শরীরে কৃষ্ণ প্রকৃতই আসিয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্র ধরিলেন, কিন্তু ইহার পরের লীলা কাহাকে দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ী কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে॥

নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ।
নৃত্য করে সব মাঝে পরম আনন্দ॥
বৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার।
অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥
অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ।
এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ॥

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন। আবার—

অদ্বৈত অদ্বৈত হইল সে কৃষ্ণমূর্ত্তি গেল কতি।

নিমাই যেমন রাধা ভাব লুকাইলেন, অমনি তাহাতে অন্যান্য শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝায় যেন বিদর্ভের বালা॥
ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী ভাবে দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুখট্টায় উঠিলেন। বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া, আর তাঁহার কোলে শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে ভক্তি-

ভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে, না, যেরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "জননি! কৃষ্ণ-প্রেম দাও।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। তখন সকলেই আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে অতি শিশু বালক ভাবিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন যে, যিনি বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তিনি ভগবতী, এবং তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী। হরিদাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস, তখন তাঁহার মাতা পতির সহগামিনী হইয়া, চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পানের সাধ মিটে নাই। এখন মাতার কোল পাইয়া স্তন্যদুগ্ধের জন্য প্রাচীন লোভের উদয় হইল তখন তিনি স্তন খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া, শিশুগণ জননী অন্যমনস্ক হইলে যেরূপ রোদন করে, সেইরূপ সকলে মা মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া খট্টায় উঠিতে যাইতেছেন। কেহ বা "কোলে নে" বলিয়া জননীর হস্ত, কেহ তাঁহার পদ, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ বা হরিদাসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা গীত গাহিতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন।

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নামমাত্র শুনেন নাই, আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তখন তিনি এই গীতটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা—

মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।

পাপ তাপ দূরে গেল, আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥

যখন গ্রন্থকার এই গীতটা রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লীলা করিয়াছিলেন। আরো শুনুন এই লীলা করিয়াছিলেন শুধু তাহা নয়, এই লীলা বিস্তার করিয়া গ্রন্থকার যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পিড়াপিড়ী করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্যভাগবতে—

গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন ॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে ॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ ॥
পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়।
কোটী পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয় ॥
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে।
সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে ॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া স্তন বাহির করিয়া তাঁহাকে উহা পান করাইতে লাগিলেন। ভক্তগণের সকলের ইচ্ছা যে

ঐরূপ কোলে উঠিয়া স্তন পান করেন, আর তাঁহারা সেইরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের স্তনপান করা হইলে ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, আর একজনকে বাহুদ্বারা ধরিয়া কোলে লইলেন। এইরূপে দেবী পরম সুখে, জনে জনে স্তন পান করাইতে লাগিলেন। যথা ভাগবতে—

মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করান পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥

স্তন পান করিয়া সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। তখন নাটক লীলা শেষ হইল, সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন।

চন্দ্রশেখরের বাড়ী নিমাই যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গমন করিলেও, সেখানে তাহা জ্যোতির্ম্ময় আকারে জ্বলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে, সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জ্বলিতেছে, এ কি? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারে না, যেন "চক্ষু ফুটিয়া পড়ে" যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তু মহদদ্ভুতং।
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরিং।
*　　*　　*　　*
যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ
উন্মীলনে ন শক্তাঃ স্ম বিদ্যুৎপ্রেক্ষাতু ভূতলে॥

যথা চৈতন্য ভাগবতে—

সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥

চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে ॥
যত্তেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে ॥
লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে ॥

আবার চৈতন্যমঙ্গলে—

আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য।
তাঁহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য ॥
নাচিয়া আইলা পঁহু রহিল ছটাক।
উদয় করিল যেন চাঁদ লাখ লাখ ॥
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ।
আঁখি মিলিবারে নারি রূপে করে আঁধ ॥
চমক লাগিল সেই নদীয়ার জনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিলা এতদিনে
আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সব জনে।
কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না এখানে ॥
সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইল বিশ্বম্ভর গুণমণি ॥
এই মাত্র জানি কিছু নাহি জানি আর।
লোক বেদ অগোচর চরিত্র যাঁহার ॥

সাত দিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবা নিশি॥

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান্ রূপে প্রকাশিত হইতেন, তখনই দেখা দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও সে তেজ কিছুকাল সেই স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের বাড়ী সারা নিশি অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদায় ক্ষয় হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০:*:০—

বারাসিয়া সুর।

আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান।
আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতূহলে ॥
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়,
সব দূর করেছি।
এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে।
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার,
আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে ॥
যদি, ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভয়,
আমি তোমারি সন্তান,
তোমার, রাগে রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম-সাগর।
মায়ে সন্তান মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে,
আরো যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে, শত চুম্ব বদনে ॥ বলরাম দাস।

শ্রীঅদ্বৈত কার্য্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আইলেন। শান্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

অদ্বৈত বলেন ভূতে আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে ॥

সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু।
কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু॥
লোকে সব সম্প্রতি যে সব কথা কয়।
তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়॥
অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর।
অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর॥

যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম, বাহ্য একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া নাচন গায়ন আবার কি ধর্ম্ম?

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র॥

এই সব কথা বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন যে, কলিযুগে অবতার নাই। এবং বিশ্বম্ভর যদিও বড় শক্তিধর, তবু তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলা যাইতে পারে না।

শ্রীঅদ্বৈত এরূপ কেন বলিলেন? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তাঁহাকে না দিয়া উলটিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ যে—

বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥

অতএব তিনি ভাবিলেন প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিব, দিয়া তিনি যে আমাকে ভক্তি করেন ইহা ঘুচাইয়া দিব। ক্রোধ হইলে

তাঁহাকে (অদ্বৈতকে) দণ্ড করিবেন, আর প্রভুর দণ্ড পাইলে তাঁহার শরীর পবিত্র হইবে ।

আবার কেহ কেহ বলিল তাহা নয় । অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান-অংশ । জ্ঞানে শ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর । এই নিমিত্ত তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি পদে পদে সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত । কারণ জ্ঞানের কর্ম্মই সন্দেহ সৃষ্টি ও সন্দেহ নাশ । যদি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন সদাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয় ? তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল । ইন্দ্রেরও এরূপ হইয়াছিল । আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন । সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মাঝে মাঝে এরূপ বিরোধ করিবেন, ইহা একেবারে অসম্ভব নয় । তবে তাঁহাদের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা ।

একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে । স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত নিঃসন্দেহ ভাবটী কাহারও সম্ভবে না । যাঁহার যতদূর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার একটু সন্দেহ থাকিবেই থাকিবে । জীবমাত্রেরই এই প্রকৃতি । শ্রীভগবান্ যে কোন "রূপ" ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আসুন, প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গেলে জীবের মনে উদয় হইবে যে, ইনি কি সেই, না ইহার উপর আর একজন আছেন ? এই কারণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র পর্য্যন্ত কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন । কিন্তু অন্য স্থানে এই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন । শ্রীঅদ্বৈত যে কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে বিষের উৎপত্তি হইতে লাগিল । এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না ।

বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যথা শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক এই শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল শান্তিপুরে আচার্য্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। মাতাকে বলিয়া প্রত্যুষে দুই জনে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, সে গ্রামের ঠিকানা এখন পাওয়া যায় না। পথের ও গঙ্গার নিকট এক খানি ঘর দেখিয়া নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী জান?" নিতাই বলিলেন "জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।" নিমাই বলিলেন, "চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?" তখন নিমাইয়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি যে কি বস্তু, বাহিরে তাহার লক্ষণমাত্র নাই। তখন কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণযুবক এই মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতাই, (তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন আর সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী লোকটি ভাল, অন্তরও সরল; নিমাইয়ের রূপ ও আকার দেখিয়া তাঁহাতে বড় আকৃষ্ট হইলেন। সুতরাং নিমাই প্রণাম করিলে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যথা,—তোমার ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক ইত্যাদি। নিমাই উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি! এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? আমি এ সমুদায় বিফল আশীর্ব্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমি 'কৃষ্ণদাস' হই।"

সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস"

কাহাকে বলে ও ঐরূপ সমুদায় কথার কি অর্থ তাহা বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়ের কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, "শুনা ছিল এমন লোক আছে, তাহাদের ভাল বলিলে লাঠি মারিতে আসে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু আমি তোমাকে কি মন্দ আশীর্ব্বাদ করিলাম? ধন, বিদ্যা, সুন্দরীভার্য্যা, পুত্রলাভের বর দিলাম। ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে?"

নিমাই বলিতেছেন, "গোসাঞি, এ সমুদায় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা আছে, মৃত্যু আছে, তখন আপনার আশীর্ব্বাদে কি লাভ হইবে? বরং এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়; ও আমি চিরদিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "এ লোকটি ত মন্দ নয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ করিলাম। আজ কি না একজন শিশু আসিয়া আমাকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে লাগিল?" নিত্যানন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতে-ছেন, "গোসাঞি, আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি আপনাকে দর্শন মাত্রেই আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।" সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন যে এই যুবকটি নির্ব্বোধ, আর তাঁহার সঙ্গের সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন যে, "যদি ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত শীঘ্রই যাইব। যদি ইচ্ছা হয়, বরং কিছু জল পান করিতে দিউন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন।

এই মাত্র শুনিয়া সন্ন্যাসী অভ্যন্তরে জলপানের উদ্যোগ করিতে

গেলেন। তাঁহার স্ত্রী, দুইটী পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আম্র, দুগ্ধ ও কাঁটাল সজ্জা করিয়া দিলেন, নিমাই ও নিতাই স্নান করিয়া জলপানে বসিলেন।

সুতরাং সে আষাঢ় মাস হইবে। অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী, নিতাইকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "কিঁছু আনন্দ কি আনিব?" নিতাই বড় বিপদে পড়িলেন। "আনন্দ" মানে মদ। তখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী বামাচারী, কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন অতিথিকে ত্যক্ত করিতেছ, স্বচ্ছন্দে খাইতে দাও।"

সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গমন করিলে, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আনন্দ" কাহাকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, "আনন্দ" মানে "মদ"। তখন নিমাই শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, করিয়া সন্ন্যাসীর আসিবার আগেই ছুটিয়া পলাইলেন। পলাইয়া কি করিলেন, না পাছে সন্ন্যাসী আবার ধরে বলিয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, নিতাইও সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়ে মহা পটু, শান্তিপুরও দুই এক ক্রোশের মধ্যে, পথও স্রোতের দিকে, দুই জনে আর ডাঙ্গায় উঠিলেন না। মহানন্দে সেই ললিতপুর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ভাসিয়া চলিলেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্দ্ধপথে আসিলে নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইলেন, আর শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিতেছেন, "নাড়া, আবার জীবকে জ্ঞানশিক্ষা

দিতেছে ? আজ আমিও তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিব ।” শ্রীভগবানের কথায় নিতাই আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর আজ কি হয় ভাবিয়া একটু কৌতূহলী ও একটু চিন্তিত হইলেন। কিছু পরে উভয়ে অদ্বৈতের ঘাটে উঠিলেন।

তখন দুই জনে অদ্বৈতের বাড়ী সেই আর্দ্রবস্ত্রে আইলেন। অদ্বৈত অভ্যন্তরে দুই একটি শিষ্য লইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এমন সময় দুই জনে সম্মুখে আসিলেন। নিমাই ভগবানরূপে আইলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—

বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রভু লক্ষ্য করিলেন না। ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভুকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না।

নিমাই আসিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস্ ?”

তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আর আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু অদ্বৈত ঈশ্বরের শক্তিধর। আপনাকে একটু সামলাইলেন ও কষ্টে স্বষ্টে কিয়ৎকাল আপনাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বতন্ত্র রাখিলেন, রাখিয়া বলিলেন, “চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে ?”

প্রভু এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। অদ্বৈতকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন।

প্রভু জোরে কিল মারিতেছেন আর বলিতেছেন, “এখন বল, ভক্তিকে

আর অবহেলা করিবি কি না?" সকলে এই কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইলেন। হরিদাস ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। নিতাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

গৃহের দ্বারে অদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী দাঁড়াইয়া। পতিব্রতা সতী পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া পূর্ব্বকার কথা সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়োকে মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ কি? ওগো তোমরা ধরগো, বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল! তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়ার প্রাণ যাইতেছে? ওগো তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার প্রাণে ভয় নাই? এ কি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন পারিবে না।"

সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় লক্ষ্য করিতেছেন না। সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া এবং নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া যতটুকু অবাক্ হইতেছেন, অদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন। ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাঁহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার শরীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক আঘাতে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়া অধিক

চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিতেছেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না করতালি দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "ত্রিলোক-বাসী জনগণ দেখ! আমার প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আইলাম, প্রভু আমাকে ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বারা কৃপা করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়। শ্রীকরের প্রসাদ আমাকে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত করিতেছে। প্রভু আমি তোমাকে আর কি দিব? এসো তোমাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া পিঁড়ায় প্রভুর চরণে লোটাইয়া পড়িয়া চরণ খানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে, শ্রীকর-প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের সমুদায় আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হই-তেছেন, তখন তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভু অদ্বৈতের শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়া নাচিতে লাগি-লেন, তখন তাঁহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাঁহার প্রভুর সুযশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ-তলে পড়িলেন, তখনি শ্রীভগবান্ লুকাই-লেন। নিমাই অদ্বৈতকে চরণ-তলে পতিত দেখিয়া, "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া জীভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি করেন কি? আমাকে কেন এরূপ দুঃখ দিতেছেন?" এই বলিয়া আবার অদ্বৈতকে প্রণাম

করিলেন; করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, আমি ত কিছু চপলতা করি নাই?" তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "আমি তোমার শিশু সন্তান, যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস ও নিতাই পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "এমন কিছু অধিক চাঞ্চল্য কর নাই, অমনি অল্প স্বল্প। তবে বেলা হইয়াছে, দুটো অন্ন ত মুখে দিতে হইবে। চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গে কৰ্দ্দম লাগিয়াছে।"

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি করায় অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে। বলিতেছেন, "চলুন স্নানে যাই।" আবার সীতা ঠাকুরাণী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মা কোথায়? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে। ক্ষুধা হইবারই কথা, দুই ক্রোশ সাঁতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। "মা" তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে চলিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন, হরিদাস তাহা দেখিয়া অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন। যথা—যেন ধৰ্ম্মের একটি সেতু বন্ধন হইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পরে অদ্বৈত, তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে রাধাকৃষ্ণ।

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জিভ কাটিয়া "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া উঠিলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন। নিমাই যে

অদ্বৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্য কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতা দেবী পরিবেশন করিতেছেন। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতেছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার দুই কারণ। এক নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অদ্বৈত বড় শুদ্ধ সাধ্বি লোক। নিতাই অন্ন ছড়াইয়া তাঁহার সেই শুদ্ধতাকে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া উঠিতেন; কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সে ক্রোধ হাস্যময়, সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে অদ্বৈত ক্রোধ করিয়া বস্ত্রখানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল, তাহার একটু পরে আবার মহা প্রীতে কোলাকুলি হইল।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা কালনা। সেখানে গৌরীদাস-পণ্ডিত বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরোক্ত গ্রামে গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন। শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখেন যে একজন নবীন ব্রাহ্মণকুমার তাহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন নিমাইয়ের স্কন্ধে এক খানি নৌকার বৈঠা। গৌরীদাস নিমাইকে ও তাঁহার স্কন্ধে বৈঠা দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদী গ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া আইলাম এখন

এই বৈঠাখানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে ভবনদী পার কর।" যথা

পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥
গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়।
এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠাখানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন, আর গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি বস্তু? তুমি কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?"

নিমাই বলিতেছেন, "আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত।" এই কথা শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন। সেই সুযোগে নিমাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বে কর্ণে মাত্র শুনিয়াছিলেন। মনে সদাই ভাবিতেন, নিমাই তাঁহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন যে এ বস্তুটি তাঁহার বড় প্রিয়। যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত, তখনই বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহারই। চরণে পড়িতে গেলেন নিমাই তাঁহাকে বুকে ধরিলেন। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও চিরদিন বর্ত্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? নিমাইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। গৌরীদাস ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান্ কি দয়াল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন! এইরূপে গৌরীদাস চিরদিন নিমাইয়ের হইলেন। শ্রীনিমাইয়ের বৈঠা অদ্যাবধি কালনায় আছে।

কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুর ফিরিয়া আইলেন, এবং কয়েক

দিন পরে সদলে আবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলা বাহুল্য, অদ্বৈতের জ্ঞানচর্চ্চা এই অবধি রহিত হইয়া গেল।

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে এই বৈঠাখানি তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্ত পাইলেন। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। ইনি প্রায় সমস্ত উড়িষ্যাদেশ গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠাখানির কথা একবার মনে ভাব। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর! তাঁহার বাল্যাবধি কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যে একটি পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের পরিচয় দেয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানিবেন না, তাঁহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিমাইয়ের কার্য্যের মূলাধার শ্রীভগবান্; অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ, নিমাইয়ের দ্বারা, একটি কার্য্য করিতেছিলেন। সেটি কি, না জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান। ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে যে, শ্রীভগবান্ জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজ জন, তবে তাঁহার স্বয়ং আসিবারই বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে বুঝিবেন যে শ্রীভগবান্ নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, (ভক্তি-ধর্ম্ম কাহাকে বলি, না যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান্ জীবের নিজজন), তাঁহার একথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না যে, সেই নিমাই, শ্রীভগবান্। অর্থাৎ যদি "আমি তোমাদের নিজজন" এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান্ নিমাইয়কে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়।

——:*:-

পিরীতি বিষম জ্বালা। ধ্রু।
পাগল কৈল আমায়, চিকণকালা॥
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু, আঁখি বহি পড়ে বিন্দু,
বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা॥
কথা কহিবারে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়,
এতে বাঁচে কি কুলবালা।
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়,
চাঁদ বদনে চাঁদের আলো॥

বলরাম দাস।

মুরারি প্রভুর পিতৃ-পিতামহের স্বদেশবাসী তাহাতে প্রভুকে জন্মাবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদিলীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভু বাহিরের লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান। যখন নিমাই পাঁচ বৎসরের তখনি মুরারির জ্ঞানচর্চ্চা, দুষিয়াছিলেন। নিমাইয়ের সহিত কিছুকাল একত্র পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত অনবরত কলহ করিতেন। যে তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাহার সহিত নিমাইয়ের এই রূপ রঙ্গই হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারির কাছে তীর্থ-যাত্রার কাহিনী বলেন।

মুরারি প্রভুর বড় প্রিয়। স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, স্নিগ্ধ; মুরারির শত্রু ছিল না। বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। শরীরে

অপার শক্তি ছিল, আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাঁহার শারীরিক বলের সীমা থাকিত না। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ পাইতেন। এক দিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীভগবান্ ভাবে "গরুড় বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড় আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। রাজপথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু মুরারির চেতনা নাই সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভু, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? এই যে আমি গরুড় তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া যাইব, আজ্ঞা করুন।" এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরি ধ্বনি ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতনা পাইলেন।

মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি শ্রীরামের উপাসক। কাযেই তাঁহার শ্রীভগবানে দাস্য ভক্তি ও তিনি ব্রজের নিগূঢ় রসে বঞ্চিত। প্রভু তাঁহাকে এক দিবস বলিলেন, "মুরারি, যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই, কিন্তু তবু শ্রীকৃষ্ণলীলা বড় মধুর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদ করিতে পারিবে।"

প্রভুর আজ্ঞা, কাজেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, প্রাতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তাঁহাকে

ছাড়িতে পারিলাম না। কাজেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণবধ কর।"

তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "সাধু মুরারি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিল কি? তবে তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে, তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলারস স্ফূরিত হউক। তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।" এইরূপে মুরারি, প্রভুর বর পাইলেন। এখন সেই মুরারির অদ্ভুত পদ শ্রবণ করুন, তাহা হইলে বুঝিবেন প্রভুর বরে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রসস্ফূর্ত্তি হইল—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। ধ্রু।
জীয়ন্তে মরিয়া যেন, আপন খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন পুতলী করি, লইনু মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পুড়ায়েছি,
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে?
খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।

মুরারি গুপত কহে, পিরীতি এমত হয়ে,
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

এক দিবস মুরারিকৃত আটটী শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন শুনিয়া প্রভু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার কপালে "রামদাস" এই কয়েকটি কথা স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। মুরারিকে প্রভু চর্ব্বিত তাম্বূল দিলে মুরারি কিছু গ্রহণ করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান্ আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতকে দূষিলেন, আবার তখনি আবেশ গেল। যথা ভাগবতে—

ক্ষণেক হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইল প্রভু আকিঞ্চন বর॥
"ভাই" বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন॥

মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনা আপনি হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিতেছেন। বাড়ীতে আসিয়াও আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ভাত দাও।" স্ত্রী পতির ভাব দেখিয়া আপনিও আনন্দিত মনে অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি আপনা আপনি কি বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। যথা—

এক বলে আর করে, খল খলি হাসে।—ভাগবত।

মুরারি ভোজনে বসিলেন। অন্নে ঘৃত মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে "খাও খাও" বলিয়া যাঁহাকে তিনি সম্মুখে দেখিতেছেন, তাঁহার মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদায় অন্ন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছে। মুরারির স্ত্রী পতিপ্রাণা, তিনি কাজেই জানেন তাঁহার পতি কি রসে বিভোর। পতির আনন্দ দেখিয়া সুখসাগরে ভাসিতেছেন। সমস্ত অন্ন এইরূপে মুরারি, তাঁহার সম্মুখের প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন

আনিয়া দিলেন; অবশেষে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে যত্ন করিয়া অন্ন খাওয়াইলেন।

পর দিবস প্রাতে নিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। মুরারি দেখিয়া আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, কিছু ঔষধ দাও।" মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "অসুখ কি?" নিমাই বলিলেন, "অজীর্ণ।" মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? অজীর্ণ হইল কেন?" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি জান না অজীর্ণ হইল কেন? কল্য ওকি করিলে? গ্রাসে গ্রাসে অত রাত্রে ঘৃত মাখা ভাত মুখে দিলে কেন? ভাই, তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে?" নিমাই দেখিতেছেন, মুরারি যে এই কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা বিহ্বল অবস্থায়, কারণ, ইহা কিছুমাত্র তাঁহার স্মরণ নাই। তখন বলিতেছেন, "তুই জানিস্ না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি? তুই জানিস্ না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর্। তা তোর অন্ন সেবনে যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ঔষধ তোর জল।" ইহাই বলিয়া, মুরারি "না" "না" বলিতে, সেখানে তাহার যে জলপাত্র ছিল, উহা হইতে জল পান করিলেন।

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন, সুখ ভোগের ত একশেষ করা গেল, শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তাহার পরে? ভগবান্ কিছু এই মলিন জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি অপ্রকট হইবেন, তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সৎপরামর্শ এই যে, আমি আগে যাই, যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি। তখন ভগবান্ পৃথিবী হইতে অপ্রকট হইলে তদ্দণ্ডে দর্শন পাবো। আমাকে আর তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

এই অতি উত্তম যুক্তি মনে করিয়া একখানি অতি ধারাল ছুরী প্রস্তুত করাইলেন, করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া, প্রণাম করিয়া, মনে মনে বিদায় হইয়া সেই রাত্রিতে গলায় ছুরী দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, করিয়া প্রভুর অপ্রকটের আগে গোলকে যাইয়া বসিয়া থাকিবেন, ইহাই স্থির করিলেন।

মুরারি এই সুযুক্তি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন দিলেন। প্রভু বসিয়া দুই-এক কথার পর বলিতেছেন, "ভাই, তুমি আমার একটা কথা রাখিবে?"

মুরারি। সে কি? আপনার কথা রাখিব না? এ দেহ ত আপনার, তাহা ত জানেন।

নিমাই। এই ঠিক?

মুরারি। ঠিক। তাহার আবার সন্দেহ কি!

প্রভু তখন মুরারির কানে কানে বলিতেছেন, "যে ছুরীখানা প্রস্তুত করিয়াছ, আমাকে আনিয়া দাও।" মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট একেবারে পরিষ্কাররূপে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, "প্রভু! সে কি? কে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিল? কৈ আমি ত ছুরীর কথা জানি না!" নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ত খুব লোক? আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহা দ্বারা ছুরী গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, যে জন্য গড়াইয়াছ তাহাও আমি জানি। যেখানে ছুরীখানি রাখিয়াছ তাহাও আমি জানি।" ইহাই বলিয়া নিমাই ঘরের ভিতর যাইয়া ছুরীখানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন, রাখিয়া বলিতেছেন, মুরারি তোমার এই কাজ?" মুরারি অধোবদন হইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আচ্ছা

মুরারি, আমি তোমার নিকট কি অপরাধী যে তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও ?"

মুরারি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, অন্তরের বেগে কথা কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া বলিতেছেন, "মুরারি ! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে ? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও ? আমার বিরহ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবে ? মুরারি এই কি তোমার অহেতুকী প্রীতি ?"

তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। নিমাই আবার বলিতেছেন, "মুরারি, আমাকে এখন ভিক্ষা দাও। বল তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না ?" মুরারি কষ্টে বলিলেন "না ." তাহা নিমাই শুনিলেন না। মুরারির দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিলেন, ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন ; রাখিয়া বলিতেছেন, "বল মুরারি আমার মাথা খাও, তুমি এরূপ বুদ্ধি আর করিবে না ?" নিমাই বলিতেছেন, মুরারি কান্দিতেছেন, আর মুরারির স্ত্রী এ কথা শুনিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছেন। মুরারির স্ত্রীও প্রভুকে মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছেন। মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু ! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও এই চিন্তায় আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। প্রভু আমাকে ক্ষমা কর।"

দুধ জ্বাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর দুধ বিলোড়িত হইতে থাকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া পড়ে। সেই-

রূপ তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,—কি ? না, কৃষ্ণভক্তি। ভক্তি কিরূপে উথলিয়া পড়ে তাহা বলিতেছি।

নবদ্বীপের তখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদটীতে প্রকাশ—

ধর না'গো কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।
প্রেম দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়॥

পদকর্ত্তা বলিতেছেন, যে, তখন বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছে; আর শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছে; আর মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র টলমল করিতেছেন। এই ভক্তি কিরূপ, না, তরল সুধার ন্যায়। উহা জীবগণকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কলসী ভরিয়া পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাণ্ডার অক্ষয়। পূর্ব্বে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন, তাহার পরে তাঁহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইলেন। তাঁহারাও বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন করিতেন, ভক্তগণ নানা উপায়ে ঐ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যথা, কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি চাহিয়া, কাহারও সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এই সুধা পাইল, তাঁহার কি হইল। তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। সে আকর্ষণ কিরূপ? তাঁহার নাম মাত্র শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। এত আনন্দ হয় যে, হৃদয় মধ্যে স্থান না পাইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। যথা, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা করে। মুরারি গুপ্ত আনন্দে ভোজন করিতে বসিয়া

খল খল করিয়া হাসিতেছেন । তাঁহার আনন্দের বেগ অতি প্রবল হইল, তিনি অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

এইরূপ আনন্দে তখন নদীয়া টলমল করিতেছে । শ্রীধর রাজপথে যাইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত দেখা হইল ; অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া দুই জনে বহুতর লোকের মাঝে, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া নাচিতে লাগিলেন । পথের মধ্যে দুই ভক্তে দেখাদেখি হইল, পরস্পর পরস্পরে চাহিলেন, ও হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন । আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না । উভয়ের মনের ভাব এই, "কি আনন্দ ! কি আনন্দ !" ন'দের এ আনন্দ বর্ণন করিয়া লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা—

সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরাচাঁদের উদয় । ধ্রু ।
এক দিন নয়, দু দিন নয়, নিতুই নূতন । (সুখেরি পাথার)
মনে করি, ন'দে ভরি, এ দেহ বিছাই ।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥

ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে পরিপূরিত হইয়াছে । ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন, অমনি টানিয়া লইতেছেন । সকলেরই তখন পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে । তাঁহাদের সমুদায় সাধ মিটিয়া গিয়াছে । কেবল একটি সাধ মিটে নাই । সেটী প্রার্থনায় প্রকাশ, "হে শ্রীভগবান্ ! আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর ।" আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল হইয়া গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে । ভক্তগণের সর্ব্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই, "হে শ্রীভগবান্ ! তুমি যে সুখ আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা জনে জনে বিতরণ কর । যেন তোমার পাদপদ্ম মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ করে ।" নিমাইয়ের এই বহুতর ভক্ত তখন তাঁহাদের দেহ ধর্ম্ম অনেকটা

ভুলিয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষুধা অতি অল্প, নিদ্রাও অতি অল্প। স্ত্রীলোকে বাড়ী আসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতেছেন; পুরুষগণ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে নাগরীয়গণ কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার অতি প্রিয় পার্শ্বদ মুরারি ও শিবানন্দ বর্ণনা করেন—

গদাধর অঙ্গে যিনি অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ যিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে॥

আবার—

সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম জলে ভাসাইল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেম ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন, "তুমি দিবানিশি

হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর। আর দশে পাঁচে মিলিয়া, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা লইয়া বাড়ী বসিয়া কীর্ত্তন কর।" সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নগরে, পাড়ায় পাড়ায়—

বল ভাই হরি ও রাম রাম
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।

এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিত্যই এইরূপ উৎসব। তখন সমস্ত নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন করিয়া বাসুঘোষ এই নীচের পদটী লিখিয়াছেন—

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোর।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ার॥
জড় পঙ্গু আতুর আদি উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ বলে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে" ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দেহ সর্ব্বদা নাচিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের প্রাণ সর্ব্বদাই নাচিতেছে। যাঁহাদের প্রাণ অনুক্ষণ আনন্দে নাচে, তাঁহারা দেখেন যে ত্রিভুবনও আনন্দে নাচিতেছে। তাঁহাদের মনে তখন যে ভাব, তাহাতে প্রাণ আপনি নাচিয়া উঠে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ভগবান্ তাঁহার, তাঁহার তিনি, তিনিই সব, সবই তাঁহার। এই জগতই আমার, এই জগতেই তিনি। ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি-সোহাগিনী নারী

সর্ব্বদা হাস্যমুখী, আদরে গলিয়া পড়েন, মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ, তবে একটু বিভিন্নতা এই যে, ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাঁহার যে বিগলিত ভাব, সে কেবলই মধুর।

আবার তখন দেশে যেন কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া কান্দিয়া উঠিতেছেন। শিশু মাতার কোলে আপনা আপনি হঠাৎ "হরি" "হরি" বলিয়া নাচিতে লাগিল। পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখনও কৃষ্ণনাম মুখে লয় নাই, হঠাৎ পড়িয়া পাগলের মত "হরি" "হরি" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় কাণ্ড শুধু নবদ্বীপে হইতেছিল তাহা নয়, দূরদেশেও এইরূপ হইতে লাগিল।

সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, সেটি এই—

বিজয় হইল নদে নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥

এখন বিবেচনা করুন, শ্রীকৃষ্ণ "বালা" বলিয়া অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ কেন, দেহ বন্ধন, পরিবার বন্ধন, শাস্ত্র বন্ধন এবং সমাজ বন্ধন পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যূষে শয়ন করিতে আইলেন। দু এক দণ্ড নিদ্রা যাইয়া, গঙ্গাস্নান, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি করিয়া আপনার গৃহে কি শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণকথা রসে বিভোর আছেন। প্রত্যূষ হইতে শত শত ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শনমাত্রে সকলে ভূমি লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণের সহিত আবার স্নানে গমন করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে আইলেন। নিমাই

ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে আসিতে পারেন না, তিনি আড়ালে দাঁড়াইয়া পতির ভোজন দর্শন করিতেছেন। শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। নিমাই শাক ভালবাসেন, বিষ্ণুপ্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন। শচী সম্মুখে বসিয়া পুত্রকে ভোজন করাইতেছেন। শচী অগ্রে বসিয়া নিমাইয়ের সহিত তখন কথা বলিতে লাগিলেন। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই তাঁহার সহিত অন্য লোকের মত সংসারের কথা বলেন। নিমাইয়ের মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই সুযোগে ঘরকন্নার দু একটা কথা বলেন। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা শুনলে শচী বড় সুখ পান। যদি পুত্রের কাছে তাঁহার বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই একটা কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। এই সুযোগে বধূর দুই একটা কথাও বলেন। মাতৃবৎসল নিমাই সেই সময়, যথাসাধ্য মাতাকে সন্তোষও করেন।

শচী বলিতেছেন, "নিমাই কাল আমি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাঁহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "মা! উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত।" পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীজগন্নাথের ঘরে রঘুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, "আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত," তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুঝিলেন না। না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি জানিতাম আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইল।" ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে, মাতার পানে চাহিয়া চুপে চুপে

বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের যে প্রত্যহ নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক থাকে, অর্দ্ধেক থাকে না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না যে, এ অর্দ্ধেক কে খায়, শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি ভাবিতাম এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু এ তো প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাজেই লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়া মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতাম। যাহা হউক, আমার সে সন্দেহ এখন গেল। এ অর্দ্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাসিতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কেহ মৃদুস্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জা পাইয়া সুখে হাসিতে লাগিলেন, যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন কথা সব শুনে॥

শচী তখন একটু বুঝিলেন যে নিমাই রহস্য করিতেছেন। এ কথা বুঝিয়া বলিতেছেন, "তুই বলিস্ কি নিমাই? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। বৌমার অভাব কি যে সে চুরি করিয়া খাবে?"

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। আর তাম্বূলের বাটা হাতে করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পদ-সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা গদাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিতেন। ভক্তগণ তখন স্ব স্ব গৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন, আর ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে কৃষ্ণকথায় উন্মত্ত

হইলেন এবং অপরাহ্ণে নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

নিমাইয়ের নগর ভ্রমণের বেশ অপরূপ। পরিধানে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস কি অতি মনোহর পট্টবস্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর বেশ। মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয়জনের আনন্দ, দুষ্ট লোকের ক্রোধ হয়। নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, চতুষ্পার্শ্ব ভক্তগণ বেষ্টিত। যাঁহারা নিজজন তাঁহারা পথ হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা বিপক্ষীয় তাঁহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারে না। তাহার দুইটি কারণ; প্রথমত, নিমাই সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার এরূপ তেজ ছিল যে নিকটে যাইয়া কেহ কথাবার্ত্তা বলে এরূপ সাহস হইত না। যিনি বিপক্ষ তিনি দূর হইতে রুক্ষভাবে তাঁহার প্রতি চাহিতেন আর আপনারা আপনারা তাঁহার নিন্দা করিতেন। এই বিপক্ষ দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাঁহাদের বিশ্বাস যে কতকগুলি উন্মত্ত কি পাষণ্ড, কি দুষ্ট লোক জুটিয়া, নিমাই পণ্ডিতকে ভগবান্ সাজাইয়া, দেশ নষ্ট করিল। "নিমাই পণ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ? তাঁহাকে ভগবান্ করিয়াছে; তাঁহার যে এত বুদ্ধি তাহা কাজেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি দুগ্ধে স্নান ও ঘৃতে আচমন। দেখ না যেন বিয়ের বর। যেন নাগর, নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদায় ভণ্ডামি।" পরে ইহাদের বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে তাহারা কাজির নিকটে অভিযোগ করিল।

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইত না, তবে ফাঁক পাইলে কখন কখন কেহ নিমাইকে ত্যক্ত করিতেন। এক দিবস

নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, তীরে দাঁড়াইয়া, ভক্তগণ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি কীর্ত্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাধু, অন্তত আপনাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস আছে, সুতরাং মন অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। তাহার একটু পরে গঙ্গাস্নানে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার সেই ক্রোধ আরো বাড়িয়া উঠিল ও তাঁহাকে ফাঁকে পাইয়া একেবারে তাঁহার অগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, "শুন নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার কীর্ত্তন দেখিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তোমাকে শাপ দিব। তুমি যেমন আমাকে মনোদুঃখ দিয়াছ আমি তেমনি তোমাকে শাপ দিলাম যে তুমি সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" ইহাই বলিয়া আপনার উপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্যায়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। তিনি নিজ বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে বহিরঙ্গ লোক গমন করিলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইবে। যাইতে পার নাই বলিয়া এই নবীন যুবককে, যিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতার একমাত্র পুত্র ও নবীনা ভার্য্যার একমাত্র সম্বল চিরদিনের তরে সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী করিবে একি ভাল কাজ?

তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এ কার্য্যটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ।

নিমাই তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের খণ্ড খণ্ড উপবীত, চরণ হইতে

উঠাইয়া মস্তকে ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম।" তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

একদিন নিমাই নগর ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত। সেখানে শৌণ্ডিকগণ থাকে, নগরের মধ্যে মদ্য বিক্রয় করিতে পারিত না। মদ্য সম্বন্ধে এই রূপ শাসন যে উহা স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান করিতে হইত। নিমাই সেখানে যাইয়া মদ্যপগণের স্থান দেখিয়া তাঁহার বলরাম ভাব হইল। তখন আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "মদ আনো, মদ আনো, শীঘ্র মদ আনো।" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন। এখানে বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা না বুঝিয়া কেবল কলঙ্ক করিবে।" কিন্তু বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "যদি ঠাকুর তুমি এরূপ কথা এখানে বল, তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।" তখন বলরাম একটু জব্দ হইলেন। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "যদি তোমার ইহাতে এত দুঃখ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই বলরাম ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন। তখন সকলে টলিতে টলিতে তাঁহাকে দেখিতে চলিল। একে একে সকলে নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিতেছে "নিমাইপণ্ডিত, একটি গান গাও।" কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিতের বেশ গানের দল।" কেহ বলিতেছে, "নিমাই একবার নাচ দেখি?" কাহারও বা নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরী সহিল না, আপনারাই নৃত্যগীত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মুখে কি আইল? তাহারা গাইতে ও নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইল। নিমাই কৃপার্দ্র হইয়া তাহাদের দিকে চাহিলেন। তখন তাহারা "হরি

হরি” বলিয়া নাচিয়া উঠিল। নিমাই চলিলেন, আর, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মগুপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥

এইরূপে মগুপগণ আর এক রূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিল, ইহাতে কি হইল, না, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ।

সেখান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের এক কোণে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্যানগর গ্রামে, উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু উদাসীন ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পূর্ব্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন। পাঠ শুনিয়া শ্রীবাস বিগলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, “এ বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পাই না” ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়, এক কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, দেখিয়াই বিচলিত হইয়া বলিতেছেন, “শ্রীবাসের প্রেমানন্দ-ধারা দেখিয়া তোমার পড়ুয়াগণ তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি। রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথি খানা দাও, আমি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই।” দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া যদিও সেটি তাঁহার বাড়ী ও সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন ? পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে নিজজন তাঁহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্যতে তাঁহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাঁহাকে দণ্ড করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের চরণে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। আর অপরাধী জীবে অদ্যাপি দেবানন্দের, "অপরাধ ভঞ্জন পাটে", অপরাধ ভঞ্জন নিমিত্ত গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা দিন নানারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য,—এক ভক্তিবৃত্তি পরিবর্দ্ধন। একদিন বহুতর ভক্তের সহিত নিমাই দরিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়া হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, ইহাই সকলের প্রথম সুখ। দ্বিতীয় সুখ, শ্রীভগবানের নিমিত্ত অতি নীচ সেবা করিতেছেন। তৃতীয় সুখ, শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কার্য্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছিল, কিন্তু তাহা তাঁহারা না শুনিয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদায় মার্জ্জনা করিয়া, পরিশেষে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিলেন।

এইরূপে আবার নৌকা-বিহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবান্ ভাবে কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই হস্তে যখন "কেরুয়াল" ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি হইল। ভক্তগণ গোপী ভাবে নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ বলাবলি করিতেছেন, আমাদের নবীন নেয়ে কি সুন্দর। নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর

ভক্তগণকে নৌকায় আরোহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণকে একে একে নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নাবিক তাহাদিগকে পার করিতেছেন, তাঁহার কি মধুর রূপ ও গুণ। নৌকায় উঠিয়া কেহ হরেকৃষ্ণ বলিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিতে লাগিলেন, কেহ গীত গাইতে লাগিলেন, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৌকা-বিহার উপলক্ষ্য করিয়া বাসুঘোষের এই পদটী দেখিতে পাই, যথা—

না জানিয়া গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥
পারিষদ্‌গণ সবে হরি হরি বলে।
পূরব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে॥
গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

এই নৌকা-বিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর লীলা করেন। নদীয়ার একপার্শ্বে জাহান্নগড়ে, শ্রীসারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসী ও প্রাচীন, ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার গোপীনাথের সেবা নিয়মমত চলে সেই জন্য তাঁহার একটি শিষ্য করা কর্ত্তব্য। সারঙ্গদেব বলিলেন যে, সৎ শিষ্য পাওয়া বড় দুর্ঘট, অতএব

তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একজন শিষ্য গ্রহণ কর।" সারঙ্গ বলিলেন, "তবে আর কথা কি; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যূষে প্রথমে যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" বোধ হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব্দ হইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই করিও।"

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাকেন। সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহাকে চাপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে বসিয়া, নয়ন মুদিয়া, মালা জপ করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য উদয় হইতেছে, এমন সময়ে যেন কি একটি বস্তু তাঁহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, সেটি একটি মৃতদেহ। প্রথমেই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় শব দর্শনে যেরূপ ভয় কি ঘৃণার উদয় হয় তাহা তাঁহার হইল না। দেখেন মৃত দেহের নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার শরীরে জীবন আছে। মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দেখিতেছেন ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; বয়ঃক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরমসুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে, গলায় যজ্ঞোপবীত, পরিধানে পট্টবস্ত্র।

বালকটিকে দেখিবামাত্র সারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য উদয় হইল। তখন সারঙ্গদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকে মন্ত্র দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেমন তাঁহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল, অমনি

তাঁহার মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন "এই বালকটিকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম, তবেই আমার মনোমত হইত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশত এইটি মৃত।" আবার ভাবিতেছেন, "আমি ত পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ আছে যে, প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব। জীবিত কি মৃত তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক করে না," এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন।

এই মন্ত্র শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করিবামাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন ঘাটে বহুতর লোক স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘাটে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বহুলোকের হরিধ্বনির সঙ্গে সারঙ্গদেবের বাসস্থানে আনা হইল।

এদিকে অতি প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চল যাই সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি।" ইহাই বলিয়া বহু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া, শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা হইল অমনি তিনিও সেই সময়ে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধ ভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া উহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূল-দ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে-ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়া বলিতেছেন, "সারঙ্গ শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?" তখন সারঙ্গ কথা কহিতে পারিলেন না, সেই বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, "প্রভু! এই বালকটিকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহার

প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে।" তখন নিমাই দলবল সমেত বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন। বালকটিও করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? সমুদায় কথা উপস্থিত ভক্তগণকে বল। তাঁহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।"

তখন বালক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "সরগ্রামে আমার বাড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি; আমার বোধ হয় আমাকে মৃত ভাবিয়া আমাদের গ্রামের যে খড়ী নদী তাহাতে আমাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর নূতন বর্ষাতে ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়ি; ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। আমার পিতামাতা সকলে বর্ত্তমান, আমার নাম মুরারি।"

এই কথা বলিতে মুরারির নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আর উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সরগ্রাম গুসকরা ষ্টেসনের নিকট। আর সেই গোস্বামী-বংশীয়েরা অদ্যাপি আছেন। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই, এই নিমিত্ত বালকটিকে মৃত ভাবিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বৎস! তোমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তুমিও তাঁহাদের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল আছ। আমরা এখনি তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া

দিতেছি।" শিশুর তখন আরো নয়নজল পড়িতে লাগিল, আর বলিল, "পিতা মাতা আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়া যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তমাত্রেরই হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, "যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য, আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু।"

মুরারির সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতা মাতা ও গ্রামস্থ বহুতর লোক দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতার কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি হয়, নিমাইয়ের কৃপায় সকলে তাহা মহাসুখে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতা মাতার সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন না। তিনি উদাসীন-ব্রত লইয়া তাঁহার গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে একদিবস সারঙ্গ, মুরারিকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে ও অন্যান্য শিষ্য সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*

ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যতটী উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে লইয়া সমুদায়ই করিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখরের বাড়া দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেই ঝুলন উৎসব, নন্দোৎসব, শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসবও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দোৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেমন

* জাহান্নগরস্থ শ্রীশশীভূষণ পালের লিখিত মুরারি-সারঙ্গের পাট প্রস্তাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে।

করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, নিমাই তখন "প্রকাশ" হইয়াছিলেন। আর যিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ট হয়েন, তিনি নন্দ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সকলকে দান করিয়াছিলেন।

বাসুদেব ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি মাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথা—

দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ মণিয়া।
বিধির অবধি, রস নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥ ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই "নন্দোৎসবের" যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

একদিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি।
"কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি" কহে প্রভু হাসি॥
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর॥
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন॥
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম্ম করে॥
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সঙ্কীর্ত্তন সুখে সবে রজনী গোঁয়ায়॥
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণ-সনে।
ধরে গোপবেশ সবে বসিয়া নির্জ্জনে॥

গোপবেশ নির্ম্মাণে নিমাই 'পরবীণ'।
হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন॥
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্য লেশ॥
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি।
গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি॥
দধি নবনীত ভাণ্ড ভার লই' কান্ধে।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারু ছন্দে॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
দেন দধি হল্‌দি অঙ্গনে ছড়াইয়া॥
নৃত্য গীত বাদ্য মহা কৌতুক বাড়য়।
শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয়॥

এইরূপে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ওখানে হইল। এক দিবস আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই মত গঙ্গার পুলিনে ভক্তগণ লইয়া মহা হরি-সংকীর্ত্তনের মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন।

এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার প্রস্রবণ নিমাই। নিমাই নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা (নয়নানন্দের পদ)—

মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

সদা মৃদুস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেছেন। অন্তরের গুপ্ত প্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙ্গা ঠোঁট মৃদু কাঁপিতেছে। যাঁহাদের এ সমুদায় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, বালক

কি বালিকার মনে তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে ঐরূপে ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিয়া থাকে। সে দৃশ্য অতি মনোহর। আর এক কথা বলি, অতি সরল-চেতা লোক হইলে এইরূপে তাহাদের মনের ভাব বাহিরে সহজে প্রকাশ হয়।

নবদ্বীপে আনন্দে দিবানিশি কোলাহল, হাস্য, নৃত্য, গীত, উৎসব, কীর্ত্তন, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাদল শব্দ ও আনন্দজনক হরি হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যস্থলে চাঁদের মত একখানি মুখ ও পদ্মের মত দুটি নয়ন—যাহার তারা প্রেমানন্দ ধারারূপ মকরন্দে ডুবু ডুবু—লইয়া একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগৎ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দলোকের ক্রোধ হইল। তাহারা এরূপ ছবি কিরূপে সহ্য করিবে? চোরের জ্যোৎস্না কেন ভাল লাগিবে।

দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিস করিতে লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কাণে তুলিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। এদিকে রাজ্যমধ্যে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম সম্বন্ধও ছিল। নীলাম্বরকে কাজি চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি, "নিমাই-পণ্ডিত ছেলেমানুষ, কি করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই," বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে কাজি বাধ্য হইয়া একদিন দলবল লইয়া নগরে সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন। দেখেন যে নদীয়ার সর্ব্ব-স্থানে মৃদঙ্গ করতাল ও হরিধ্বনি হইতেছে। তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন? সকলেই উন্মত্ত। তখন তাঁহার সঙ্গীগণ একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভঙ্গ করিল, সেখানকার উপস্থিত

ব্যক্তিগণ পলাইল, এবং তাহারা সম্মুখে যাহাকেই পাইল, তাহাকেই ধরিতে লাগিল। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়ে স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র॥

*   *   *

আগে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥

পরিশেষে সকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন, "আমার নিষেধ শুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্। অদ্য এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম। আবার যদি কেহ নগরে সঙ্কীর্ত্তন করে তবে তাহার জাতি মারা যাইবে।" এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

কাজির এই কার্য্যে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সকলে আনন্দে দিবানিশি জানেন না, তাহার মধ্যে আবার একি উৎপাত? কাজি বহুতর সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। তাঁহাদের তখন সংসারে ঔদাস্য ও জীবহিংসার প্রতি একেবারে বিরক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা পাঠান-সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়া মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনের অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা নাই।

এরূপ অবস্থায় নাগরিয়াগণ কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শ্রীপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, আসিয়া সকলে আপনাদের দুঃখের কথা

নিবেদন করিলেন। নিমাই তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, "তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর, যে তোমাদিগকে বাধা দেয়, আমি তাহাকে দণ্ড করিব।" নাগরিয়াগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্ত্তন না হইতে পারে, নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন হরি-সঙ্কীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ বলিতে লাগিলেন যে, যদি কীর্ত্তন বন্ধ হয়, তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে কীর্ত্তন করিতে পারি, সেইখানে যাইব। কেহ বা এরূপও বলিতে লাগিলেন যে হুড়াহুড়ি করিয়া কৃষ্ণনাম বলিবার প্রয়োজন কি? গোপনে বলাই ভাল।

কাজি সৈন্যবলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু তাঁহার পক্ষ। সুতরাং নাগরিয়াগণ যে ভয় পাইলেন, ইহাতে তাহাদিগের বড় দোষ দেওয়া যায় না।

তখন প্রভুকে আবার সকলে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু! আমরা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দেও, আমরা অন্য দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই রুদ্রমূর্ত্তি হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সে সমুদায় কমনীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, "বটে! কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন? তবে আমাকে আগে রোধ করুক। আমি অদ্য নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। অদ্য আমি কাজির দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেম-বন্যায় নদীয়া ভাসাইব। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! শীঘ্র অগ্রবর্ত্তী হও। তুমি সর্ব্বস্থানে ঘোষণা দাও, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। আহারাদি করিয়া সকলকে অপরাহ্ণে আমার বাড়ীতে আসিতে

বল। সকলকেই হাতে একটি দীপ লইয়া আসিতে বলিবা।" তাহার পরে নাগরিয়াগণকে বলিতেছেন, "তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। অদ্য নগরে নগরে আমি কীর্ত্তন করিব।"

নাগরিয়াগণের তখন নিমাইয়ের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও কথা শুনিয়া সমুদায় ভয় দূর হইল। তখন নিমাই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এ বিশ্বাস আবার আসিয়া দৃঢ়রূপে উপস্থিত হইল। সকলেই আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা নগরে নগরে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন।

অতি অল্পক্ষণ মধ্যে এ কথা নদীয়ার সকল পল্লীতে প্রচারিত হইল। নিমাই পণ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, অদ্য তিনি কাজির দর্প চূর্ণ করিবেন। যাহার কীর্ত্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে একটি দীপ হস্তে করিয়া বিকালে তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে।

এই ঘোষণায় নগর একেবারে টলমল হইয়া গেল, শত্রু মিত্র সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলেন। যাঁহারা মিত্র তাঁহারা প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, যাঁহারা শত্রু, তাঁহারা রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যাঁহারা না শত্রু না মিত্র, তাঁহারাও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহ চিত্তে রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

খাম্বাজ রাগিণী,—(বংশীধ্বনি ধ্রুপদ সুরে ।)

কমল নয়নে বহিছে শত শত প্রেম ধারা ।
ঊর্দ্ধে চন্দ্র বদন তুলি [বলে] ওই দেখ
আমার প্রাণনাথ ।

অন্তরা ।

আনন্দেতে গোরার উথলিল হিয়া,
উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া,
গলিয়া গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে,
মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে,
পট্ট বস্ত্র চন্দন ফুলের মালা ॥

আভোগ ।

অলকা তিলকা চন্দ্র বদনে,
চাঁচর কেশ কুসুমে সুগন্ধ,
শিরে শোভিছে মোহন চূড়া
দেখ দেখ দেখ গোরা বিনোদিয়া,
বিহরিছে ছবি কি ছটা ।
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিষে চায়,
গগনের চন্দ্র ভূতলে উদয়,
ঝলকে ঝলকে সুধা উগারয় ।

প্রেমের তরঙ্গে নদীয়া মাতিল
চারিদিক মধুময়॥ * —বলরাম দাস।

এখন যেরূপ নগর-কীর্ত্তন হইয়া থাকে, উহা নিমাইয়ের নগর কীর্ত্তনের অনুরূপ। তবে সেটি আদর্শ, আর এখনকার সঙ্কীর্ত্তন তাহার অনুকরণ মাত্র। একটি স্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, অপরটি তাঁহার ভক্তগণের। নিমাইয়ের এই নগর-কীর্ত্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। বড় প্রয়োজনও নাই। কারণ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নাই, এবং অন্য কোন মনুষ্যের আছে কি না, তাহাও জানি না। তাঁহার অনুকরণ করিয়া কিছু কিছু লিখিব এই মাত্র। †

তখনকার নদীয়া কলিকাতা অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে। এই বৃহৎ নগরে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন্ পথে গমন করেন তাহার ঠিকানা নাই। সকলেই আপনার বাড়ীতে আম্র-পত্রসহ পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন, কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য করিলেন। সন্ধ্যা হইলে বাড়ী আলোকিত করিবেন, তাহার

* আর্টষ্টুডিও নগর-কীর্ত্তনের যে ছবি প্রকাশ করেন, তাহা এই গীতটী অবলম্বন করিয়া।

† এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটি কারণ আছে। এক দিবস এই কীর্ত্তন চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের ন্যায় উহার ছায়া মত কি দেখিয়াছিলাম। সেই ছায়া মত যাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা আমি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই সাহসে যথাসাধ্য এই নগর কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিব, সে সমুদায়ই ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত হইতে।

সমস্ত আয়োজন করিলেন। স্ত্রীলোকে খৈ, কড়ি, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর আপনারা বেশভূষা করিতে লাগিলেন।

কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্র সারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥

প্রকৃত কথা নগর একবারে আনন্দময় হইয়া গেল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

যাঁহারা কীর্ত্তনে চলিলেন, সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি (মশাল) কটিতে তৈলের ভাণ্ড বান্ধা। গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা—

বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।

আবার উহা ব্যতীত কেহ একের অধিক দীপও লইতেছেন। কেহ আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন।

ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥

অর্থাৎ কোন কোন জন সহস্র দীপও সাজাইয়া লইলেন। অতএব—

অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
এ দেউটি সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥

ক্রমে লোক আসিতেছে, প্রভুর বাড়ী পূরিয়া গেল। তাহার পরে—

কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।

ইহারা কি বলিতেছে, না—

পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে। *

ইহারা নিমাইয়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া, থাকিয়া থাকিয়া, হরিধ্বনি করি-

তেছে, আর নবদ্বীপ যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজজন আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, বহিরঙ্গ নাগরিয়াগণ বাহিরে, নিমাই স্বয়ং গৃহের অভ্যন্তরে। সেখানে কি করিতেছেন? গদাধর তাঁহার বেশ করিতেছেন। গদাধর নিমাইয়ের বদন অলকা তিলকায় আবৃত করিতেছেন। ললাটের মধ্যস্থানে ফাগু বিন্দু দিলেন, কজ্জল দিলেন, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন, মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলেন, চূড়া বেড়িয়া মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন, নিমাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আপাদ মস্তক ঝুলাইয়া একটি বৃহৎ মালা গলায় পরাইলেন। নিমাই পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। সেইরূপ চাদরও গলায় দিলেন। ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নূপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে দুই একখানি আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীন রমণীগণ সম্মুখে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অল্পবয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস দর্শন করিতেছেন। যখন নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস গদাধর নরহরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাই এইরূপে কেন সাজিতেছেন? তিনি কি শ্বশুরালয় যাইতেছেন? না তিনি তরবারি এবং বন্দুক অস্ত্রধারী পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে দমন করিতে যাইতেছেন? তিনি না বিপক্ষ দলের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে চক্ষের বিষ দেখে, তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তাঁহার চূড়ায়, ফুলের মালায়, কাজি কেন মাথা হেঁট করিবেন? কথায় বলে, "চূড়া ত মথুরার নয়, চূড়ায় কুব্জা ভুলবে না।" বিপক্ষ লোক তাঁহার সজ্জা দেখিয়া আরো ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে? কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ভজনে

দুঃখ নাই, ভস্ম মাখা নাই, কি মাথা কুটা নাই। শ্রীভগবান্ প্রাণের প্রাণ, তাঁহার ভজনা শ্বশুরালয়ে প্রিয়া দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখকর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশভূষা করায় দোষ কি হইল? অবশ্য কাজী পাঠান সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত, ও তাহাকে দমন করিতে হইলে অলকা তিলকা, কি আপাদ মস্তক লম্বিত মালতীর মালা উপযুক্ত সজ্জা নহে। কিন্তু নিমাই পাঠানের শেল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের সহিত ফুলের মালা দিয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাইবেন শেল কি ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে বিপক্ষগণ বিদ্রূপ করিতে পারে কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে বলিতেছি।

নিমাই তখন আস্তে আস্তে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সময় সকলে দুধারে পথ ছাড়িয়া দিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিয়াছেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রূপ দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগর রূপ দেখিয়া অনেকের নয়ন দিয়া অমনি প্রেমানন্দ ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতেছেন, প্রসন্ন বদনে যেন জগতের দুঃখ হরণ করিতেছেন।

নিমাই মধুর হাস্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বে চাহিলেন, আর সকলে আনন্দে গলিয়া পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। সকলে আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আর কিছু করিতে না পারিয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতেছেন। আঙ্গিনার মধ্যস্থানে নিমাই—

তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।

তিনি মাঝে মাঝে হুহুঙ্কার করিতেছেন—

হুহুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
নাদে পরিপূর্ণ হইল সবার শ্রবণ॥
হুহুঙ্কার শব্দে সব হইলা বিহ্বল।
হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এক দলের কর্ত্তা শ্রীঅদ্বৈত, অন্য দলের কর্ত্তা শ্রীহরিদাস, অন্য দলের কর্ত্তা শ্রীবাস, আর অন্য দলের কর্ত্তা স্বয়ং। স্বয়ং যে দলে থাকিলেন, সেই দলে নিতাই ও গদাধর থাকিলেন। নিতাই দক্ষিণে, গদাধর বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে কত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

একটু পূর্ব্বে, এখনকার ও সে নগর-কীর্ত্তনের সহিত তুলনা করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্ত্তনে পূর্ব্বে উদ্যোগ, পরে আনন্দ। সে সংকীর্ত্তনে, আরম্ভের পূর্ব্বেই সেই লক্ষ লক্ষ লোকে আনন্দে অচেতন হইলেন, কাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান রহিল না। অনেক বিলম্ব করিয়া, সকল লোককে বহু দুঃখ দিয়া, যখন লোকে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, তখন গোধূলি আইলেন। গোধূলি না আসিতে আসিতে সকলে প্রদীপ-জ্বালিলেন। সেই সময় নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ী আলোকিত করা হইল। জ্যোৎস্না রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপের আলোকে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল।

কীর্ত্তন করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাঝে শ্রীঅদ্বৈত বাহির হইলেন, ক্রমে শ্রীবাস, হরিদাস, পরে স্বয়ং শ্রীনিমাই বাহির হইলেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের দিবস জনকয়েক লোকে, নিমাইয়ের কীর্ত্তন কিরূপ দেখাইয়াছিলেন, অদ্য সেই কীর্ত্তন নবদ্বীপের তাবৎ লোকে দেখি-

বেন! পথের দুধারে স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অট্টালিকা আছে, তাঁহারা প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া।

এত সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥

নবদ্বীপের লোকে কীর্ত্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তন কেহ দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাঁহার নৃত্য কেহ দেখেন নাই। শুনিয়াছেন নিমাইয়ের কীর্ত্তনে ব্রজরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, সকলে কীর্ত্তন দেখিতে আইলেন। কাজেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদায় লোক এক স্থানে একত্র হইল।

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। নিমাই যাইতেছেন, লোকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সব্ব কলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানু-লম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে॥

নারীগণ সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, যথা, প্রাচীন পদ—

সোণার গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না বাহির হয়ে।
না দেখিলে গোরারূপ মরিবি ঝুরিয়ে॥

যখন যাহার বাড়ীর নিকট আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনি, স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছে, এবং খই বাতাসা ও ফুল ছড়াইতেছে, সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান পূর্ব্বেই গিয়াছিল। যাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রেমভক্তিতে গদ গদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী শূন্য পাইয়া চোরে চুরী করিতে পারিত কিন্তু আনন্দে, চুরিরূপ যে সুখ, তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া তাহারা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল।

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আইলেন, আসিয়া খানিক নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধুনী তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচেরে। ধ্রু।
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজেরে॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে॥
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে।
সোণার কমল, করে টলমল,
প্রেম সরোবর মাঝে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।

হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে হরি হরি বাণী ॥
বদন সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥

এই যে সোণার কমল প্রেম সরোবরে টলমল করিতে করিতে যাইতেছেন, কোথা যাইতেছেন? সেই যে অসুর চাঁদ কাজী, যিনি পাঠান সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে।

আগে পাছে বহু সম্প্রদায় গান করিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজকৃত গীত তাঁহার সম্প্রদায়ে গীত হইতে লাগিল। যথা—

তুহার চরণে মন লাগুরে, হে সারঙ্গধর!

অর্থাৎ, হে ভগবান্! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক ॥

অন্য সম্প্রদায় গাইতেছেন—

বল ভাই হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম। (এই নদে অবতারে)

অন্য সম্প্রদায়ে এই পদ গীত হইতেছিল—

বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা ॥

আর এক সম্প্রদায়ে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।

আর এক সম্প্রদায়ে—

হরি বল মুগ্ধ লোকে হরি বলরে, ইত্যাদি।

নিমাই "শিব" "শিব" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি নাই। কখন বা কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন আর লোকে দেখিতেছেন যেন ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না শ্রীমুখ হইতে ঝরিতেছে। সেই হাস্য দর্শনে তাঁহাদের বোধ হইতেছে যে, জগৎ সুখময়, এবং শ্রীভগবান্ আমাদের নিজ জন। নিমাইয়ের পদ্মচক্ষু দিয়া শতধারা বহিয়া জল পড়িতেছে, তখন তাহা দেখিয়া জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে ও অন্য জীবের প্রতি তাহাদের স্নেহ ও করুণার উদয় হইতেছে। নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে। কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইতেছেন, কোথায় যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাঁহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার এত কঠিন হৃদয় যে উহা কখন দ্রব হয় নাই। তিনি হয়ত আবার নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। এখন নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, পরে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার হৃদয় দ্রব হইল ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আইল ও তখন সকল তত্ত্ব একেবারে বুঝিলেন। তত্ত্বটি এই যে, "তিনি তাঁহার" আর "তাঁহার তিনি।" কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিতেছেন।

কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি? একি আকাশের চাঁদ খসিয়া পড়িয়া ভূতলে নৃত্য করিতেছে?" কেহ বলিতেছেন, "এ কি সোণার

পুতুল? কোন্ কারিগরে এ পুতুল গড়িল?" কেহ বলিতেছেন, "যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি ত কখন দেখি নাই।"

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু সর্ব্ব অঙ্গ ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত বিত্ত লাগয়ে নাচিতে॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।
কেহ বলে যিনি হউন মনুষ্য নহেন॥
এই মত বলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥

বিপক্ষ মধ্যে বহুতর লোকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শত্রুতা আর রহিল না। যাঁহারা সেই নাগরবেশী রূপবান্ যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উহা দেখিয়া বিরক্তি না হইয়া আনন্দ হইল আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন, ধন্য জগন্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, যাহাদের এরূপ সন্তান। কেহ এরূপও বলিলেন যে ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।

ভক্তের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ অধিকারী, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত "রাসলীলা" করিতেছেন। তাঁহারা সখী,

আর নিমাই নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে তাঁহারা গাইতেছেন—

বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥

তাঁহারা দেখিতেছেন, সেই নন্দঘোষের বালা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাকে, এই জনতার মধ্যে দেখিতে কাহারও কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইয়ের—

সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।

ভক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকে যাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পূর্ব্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াছেন। তাহার পরে সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা সকলে, তখন আবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কেহ গাইতেছেন, অথচ তিনি কখন গাইতে জানেন না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সুকণ্ঠ হইল। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে, ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ কণ্ঠও সুমিষ্ট হয়?

মধুকণ্ঠ হইলেন সব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন॥

এই সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। ইহাদের দশা বৃন্দাবন দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥

কেহ নানা মত বাদ্য গায় তার মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে ॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকুলি করয়ে কারো সনে ॥

কেহ বা কাহারও পানে চাহিয়া, আনন্দে হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা মুখ বাজাইতেছেন, কেহ বা নানাবিধ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ বা আনন্দে বৃক্ষে উঠিতেছেন, আর ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ বা অকুতোভয়ে উচ্চ স্থানে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছেন।

কেহ বা মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাইপণ্ডিত, আর লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে দুঃখী জীব! এই আমি নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছি, আর তোমাদের ভয় নাই, আমি সমুদায় জগৎ উদ্ধার করিব।" এই কথা শুনিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "পাষণ্ডগণই জগতের অহিতকারী, এই আমি অদ্য সমুদায় জগতের পাষণ্ড বিনাশ করিব।" ইহা বলিয়া বৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া পাষণ্ড বধ করিতে চলিলেন। তখন সকলেরই গায়ে অতিশয় বল হইয়াছে, সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় না। কাহারও বা পাষণ্ডীর কাছে পর্য্যন্ত যাইতে দেরি সহিল না, সেই খানে বসিয়া পাষণ্ডীর নামে ভূমে কিলাইতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "হে পাষণ্ডীগণ! নিমাইপণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।"

কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন,

"ওরে যমদূত! শীঘ্র যা, তোর রাজা যমকে বল্‌গে, তিনি স্বয়ং, সেই যমের যম, আসিয়াছেন, আর রক্ষা নাই। তাহার লেখক চিত্রগুপ্তকে বলুক যে, সে তাহার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলুক। আর তোরা সকলে আয়—

ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার।"

কেহ বা আরো অশান্ত হইয়া কি করিতেছেন, না—

যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।

তিনি দর্পের সহিত যমরাজাকে বান্ধিয়া নিমাইয়ের পদতলে আনিতে চলিলেন!

এ পর্য্যন্ত কাজীর কথা আর কাহারও মনে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী-দমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন, যথা—

সে তরঙ্গ দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
বোল্ বোল্ বলি নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥
যজ্ঞ সূত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল নয়ন॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন।
চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥

* * * *

অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার।
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, অগ্রে লোকে ফুল ছড়াইতেছেন, যথা—

পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন, প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়া নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পরে ঐরূপে নাচিতে নাচিতে মাধাইয়ের ঘাটে গমন করিলেন। তাহার পরে বারকোণা ঘাট দিয়া নগরের প্রান্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন।

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ী মুখো চলিলেন! ইহাতে বুঝা গেল যে প্রভু ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর কথা ভুলেন নাই। নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন, অদ্য একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। বিপক্ষ লোক ভাবিতেছেন, কাজীর সৈন্যগণ আসিলে সমুদায় ভাবকালি লুকাইবে, আর কে কোথা পলাইবে, আর কত লোক যে প্রাণে মরিবে, তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাই-পণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।

এ পর্য্যন্ত কাজী কি করিতেছিলেন, বলিতেছি। তিনি কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত, নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহার পর আপনা আপনি কি বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, আর কীর্ত্তন-রোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি সে দিবস সন্ধ্যার সময় হইতে বাড়ীতে আছেন। এদিকে যে এক দিনের মধ্যে নিমাই এত বড় সঙ্কীর্ত্তন দল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না।

বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন—

সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপীলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥
হইল সকল পথ খই কড়িময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নগর নবদ্বীপ খৈ কড়ি ও পুষ্প-ময় হইয়াছিল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই চলিয়াছেন, কাজী কাজেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী-পাড়ার পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা মনে পড়িল, ও "মার কাজী, মার কাজী" বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলে তখন কাজীর কর্ণে কোলাহলের শব্দ গেল। তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে নগর আলোকিত হইয়াছে, ইহাতে কাজী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথ্য জানিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার প্রহরীগণকে বলিতেছেন, "দেখত কিসের গোল? একি কার বিয়ে?" আবার কর্ণে যে ধ্বনি শুনিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা ভাবিয়া রাগ করিয়া বলিতেছেন, "এ কি বিয়ে না ভূতের কীর্ত্তন? নিমাই যদি আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করে, তবে নদীয়ার সকলের জাতি মারিব। যাও, তোমরা শীঘ্র যাও।"

কাজীর সৈন্যগণ দৌড়িল, দৌড়িয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো জ্বালিয়া গাইতে গাইতে ও নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে।

এদিকে কাজী দেখিতেছেন যে গণ্ডগোল ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে ও তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। অসংখ্য লোক দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। তাহার পরে যখন শুনিল ও দেখিল যে বহুতর লোক হাতে বৃক্ষের ডাল করিয়া, "মার কাজী, মার কাজী" বলিয়া দৌড়িতেছে, তখন তাহারা ভয় পাইল ও পলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, যেহেতু প্রভু যেদিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতে আবার লোক অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লইতে কি সঙ্কীর্ত্তনে মিশিতে আসিতেছে। সুতরাং কাজীর পাইকগণের পলাইবার পথ রহিল না। তাহারা চারিদিক হইতে ঘেরা পড়িল।

কাজী স্বয়ংও সেইরূপ বিপদে পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে অসংখ্য লোক তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আর তাঁহার সৈন্যগণ, যেরূপ জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ লোক-সমুদ্র মাঝে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পলাইতে পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীটী দুর্গের পরিখা দ্বারা বেষ্টিত না থাকায় বাড়ী রক্ষা করিবার উপায় সৈন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই সৈন্যগণ কে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং কাজী প্রাণের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন।

এ দিকে মুসলমান সৈন্যগণ সেই সঙ্কীর্ত্তনের দলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু আপনাদিগকে লুকাইতে পারিতেছে না। যথা—

পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি জানে॥

মাথায় বান্ধিয়া পাক কেহ সেই দলে।
অলক্ষিতে নাচে অন্তরে প্রাণে হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥

তখন কে মুসলমান, কে হিন্দু, বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। সুতরাং পাইকগণের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে যাইতেছেন, সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে ও তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে হইবে। প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল, উদ্যান ও অন্য অন্য স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
ঔদ্ধত্যে লোক ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন।
বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন॥

সে বর্ণনা এই—

কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে॥

পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলে নাচে সব শ্রুতিমূলে দিয়া॥

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। তখন অভ্যন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে কয়েক জন ভব্য লোক পাঠাইলেন। তখন মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে মর্ম্মান্তিক বিবাদ চলিতেছে। কাজী অহেতুক সে সমুদায় লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারা এখন তাঁহাকে ঘেরিয়াছে। একে কীর্ত্তনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে ক্রোধে সেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তিলার্দ্ধে সকলে শান্ত হইলেন। নিমাই আসিয়া যাই শান্ত হইলেন, অমনি সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইলেন ও তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

কাজী যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন, তখন নিতান্ত আশ্বাসিত হইলেন। সে দিবস তাঁহার জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে তাঁহার মনে এই সন্দেহ হইয়াছিল ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জাতি ও প্রাণভয়ে কাঁপিতেছিলেন। এখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া অনেক সাহস পাইলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ লোকে "মার কাজী" "মার কাজী"ধ্বনি করিতেছিল, কাজীর ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছিল, এখন তাহারা তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে।

কাজী সেই লোকদিগের সঙ্গে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিলেন, আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।

কাজী আসিলে নিমাই অতি সমাদরের সহিত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং আপনিও বসিলেন, তাঁহাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে আমরা আইলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন?"

তখন কাজী মাথা তুলিলেন, তুলিয়া নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন মুখে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই, বরং যেন করুণায় পূর্ণ। মুখ পানে চাহিয়া কাজী শুধু যে একেবারে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, যেন নিমাই তাঁহার হৃদয় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

কাজী বলিতেছেন, "আমি কীর্ত্তনে বাধা দিই, আবার অনেক অত্যাচারও করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আইলাম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা)। তিনি তোমার নানা (মাতামহ)। কাজেই আমি তোমার মামা। তুমি ভাগিনেয়, মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তবে তাহা লইতে পার না। বিবেচনা কর দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনা, আমার বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব?"

নিমাই বলিতেছেন, "তোমার সঙ্গে আমার গুটী দুই কথা আছে। প্রথমতঃ তুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্ত্তন রোধ করিয়াছিলে? আবার আপনা আপনি ক্ষান্ত বা হইলে কেন? আমাকে এ সমুদায় খুলিয়া বল।"

কাজী বলিতেছেন, "সর্ব্ব লোকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে, আমিও তোমাকে তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি, কেন আমি কীর্ত্তন রোধে ক্ষান্ত দিয়াছি; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে আইস সমুদায় বলিব।" নিমাই বলিতেছেন, "এরা সকলেই আমার নিজ জন, অতএব ইহারা সকলেই এই কীর্ত্তন রোধের তথ্য শ্রবণ করুন।"

তখন কাজী বলিতেছেন, "আমার কীর্ত্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার লোক জনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমি যদি কীর্ত্তন বন্ধ না করিয়া দিই, তবে বাদসাহ আমার উপর ক্রোধ করিবেন। তাহাতেও আমি কীর্ত্তনে বাদী হইতাম না। কিন্তু তাহার পরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, নিমাইপণ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। সে মত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। হিন্দুরা মনে মনে জপ করে। হুড়পাড় দুড়দাড় করিয়া নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জাতি গেল, আর তাহাকে দমন করা রাজার কর্ত্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।"

হিন্দুগণ কাজীকে কি বলিয়াছিল, তাহা চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জ্জন॥

কাজী বলিতেছেন, "যখন হিন্দুগণ এরূপ বলিল, তখন আমি কীর্ত্তন রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়াই বুঝিলাম, কার্য্য ভাল করি নাই। রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম যে, কীর্ত্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া একটি নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পরে আমি

কীর্ত্তনে বাধা দিতে যত পাইক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'হরি হরি' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, তাহারা হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু তাহা নয়। দেখিলাম, তাহারা যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে! আমি তাহাদিগকে তাড়না করিলাম, তাহারা বলিল, 'কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, মুখে হরিনাম কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছি না।"

এরূপ ঘটনা তখন মুহুর্মুহুঃ হইতেছিল। অর্থাৎ নিমাইকে কি তাহার ভক্তগণকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম লাগিয়া যাইত, তাহারা চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না।

কাজী বলিতেছেন, "আমি এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম যে এ কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্য্য নয়, ইহাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আমি তাহাই ভাবিয়া কীর্ত্তনে আর বাধা দিই নাই।"

কাজী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া যেমন ইহাই বলিতেছেন, সেই সুযোগে, ক্রমে তাঁহার মনের মধ্যে একটি ভাব ধীরে ধীরে উদয় হইতেছে। সেটি এই যে, এই নিমাইপণ্ডিত বস্তুটী কি? এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিতে লাগিলেন। নয়নে নয়নে মিলন হইল, আর কাজীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। কাজী শিহরিয়া মনে মনে বলিতেছেন, "সে কি তুমি?" নয়নে নয়ন মিলিত হওয়ায় কাজী বুঝিলেন যে, প্রভু ইঙ্গিত করিলেন যে তিনিই সেই তিনি। তখন আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "গৌরহরি! আমার বোধ হয় হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন তিনিই তুমি!"

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।"

বাস্তবিক তাহাই হইল।

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র কাজীর পাপক্ষয় হইল। তখন তাঁহার দুই নয়ন দিয়া বহু ধারা পড়িতে লাগিল, আর ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার উপর আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এরূপ কৃপা কর।"

প্রভু আস্তে ব্যস্তে কাজীকে উঠাইলেন। বলিতেছেন, "আমার তোমার নিকট একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্ত্তনে বাধা দিবে না?"

কাজী বলিতেছেন, "বাপরে বাপ! আমি ত নয়ই নয়, তবে আমার বংশে তালাক দিব যে, কেহ কোন কালে যেন কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজী "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ," বলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন।

এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজে লইলেন না, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত হইল। তাঁহারা গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রভুর কার্য্যের একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিবেন, আগে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতেন। অর্থাৎ যে বিষয়ে যাহার

দর্প অগ্রে তাহার সেই দর্প ভঙ্গ করিতেন; করিয়া কৃপা করিতেন। বাহু-বলে বলীয়ান্ কাজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া পরে তাহাকে কৃপা করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিদ্যাবলে বলীয়ান্, তাঁহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাঁহার সংসার-বন্ধন মোচন করিলেন। শ্রীমান্ অদ্বৈত প্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান্, ভক্তি-রহস্য দেখাইয়া তাহাকে দমন ও শ্রীচরণস্থ করিলেন।

এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌর অবতারের ন্যায় করুণ অবতার কোন যুগে উদয় হন নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মামা কংসকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মামা কাজীকে প্রেমদান করিয়া দমন করিলেন।

কাজী দমন করিয়া সকলে নাচিতে নাচিতে চলিলেন—

জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥

নাচিতে নাচিতে নিমাই শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন। শঙ্খ-বণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে। তাহার পরে তন্তুবায়দিগের নগরে গমন করিলেন। সেখানেও এইরূপ। তন্তুবায় নগরে কি হইল, না,—

নাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি।
হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥

শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটীরে সকলে উপস্থিত। সেই কুটীরের দুয়ারে শ্রীধরের জলপাত্র রহিয়াছে।

কত ঠাঁই তালি তার চোরেও না হরে।

নিমাই সেখানে যাইয়াই সেই জলপূর্ণ—পাত্র লইয়া পান করিতে গেলেন। শ্রীধর নিষেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদায় জল পান করিলেন।

শ্রীধর ইহাতে ভাবে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীধরের অঙ্গে হস্ত দিয়া তাঁহাকে চেতন করিয়া,

প্রভু বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।

যে অসংখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা জানিতেছেন নিমাই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। তাঁহার এইরূপ জলপান দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান্, সবারই ঈশ্বর। দৈন্য সকল স্থানেই মধুর। তোমার দৈন্য কি মধুর!"

পাঠানগণ পণ্ডিতের নগরী শ্রীনবদ্বীপ পুরী সৈন্য সামান্ত দ্বারা অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীনিমাইচাঁদ এক মুহূৰ্ত্ত মধ্যে লক্ষ লোক একত্র করিলেন, আর এই লক্ষ লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, যেমন বাজীকর পুতুল নাচায়, একবার হরি বলিয়া নৃত্য করাইয়া, একবার ক্রোধে মুখে মার মার বলিয়া উত্তেজিত করিয়া, সেই যবন-সেনাপতিকে পদতলস্থ করিলেন। এইরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। আমাদের ন্যায় সামান্য জীবে, এরূপ অবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না যে, তাঁহার কতদূর শক্তি আছে, তাঁহার আহ্বানে কত লোক আসিবে ও যাহাঁরা আসিবে, তাহারা তাঁহার কতদূর বশীভূত হইবে। কি যাহারা আসিবে, তাহাদের কতখানি তেজ আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন।

আবার শ্রীনবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান, তাহার মধ্যে অনেক আচার্য্য, আপন আপন মত চালাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ নবীন অধ্যাপক, দশ জনের মধ্যে একজন, তিনি যে মত চালাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। নৃত্য করিয়া ভজন পূর্ব্বে ছিল না।

তাহার পর রাজপথের উপর, দুই পায়ে নূপুর দিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়া ভজন করা স্বভাবতই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী। বিশেষতঃ

নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে। নিমাই নানা কারণে নবদ্বীপের প্রধান লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি রাজপথে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইলেন। সামান্য জীব হইলে এমন অবস্থায় একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে থাকিতেন, কিন্তু নিমাইচাঁদ ভঙ্গি করিয়া মাথায় চূড়া বাঁধিলেন, মুখ অলকা তিলকায় সুসজ্জিত করিলেন, আপাদলম্বিত মালা গলায় পরিলেন—এইরূপ বর সাজিয়া সর্ব্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। এরূপ অবস্থায়, এরূপ আচরণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত জীবে সম্ভবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে,
আমি যোগ্য নহি পদলাভে।
মুই দীন হীন ছার, শত কোটি স্পৃহা যার,
সে কেমনে শ্রীচরণ পাবে॥
শুনরে দুর্ব্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
রূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
লাভালাভের ছাড় হে বিচার॥

শ্রীবলরাম দাস।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যথা—

মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কী শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যতেক অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার হয়েন, তাহা নহে! কখন মহাদেব, কখন ব্রহ্মা, এবং কখন বা দুর্গা প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিরূপা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সমুদায় গণ আছেন, তাঁহাদের রূপও গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা অক্রুর। অর্থাৎ দেহে কখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কখন শ্রীমতী রাধা, কখন বা অক্রুর প্রকাশ পাইতেন।

এই নিমাই যখন শ্রীকৃষ্ণ কি অক্রুর হইতেন, তখন কি তাঁহার অবয়ব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, কি ঠিক অক্রুরের ন্যায় হইত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন নিমাই প্রায়ই বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। তাঁহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইত। নিকটে যে ভক্তগণ থাকিতেন, তাঁহাদের কাহার কাহার অঙ্গ দিয়াও অধিক কি অল্প আলো বাহির হইত। এমন কি গৃহের জড়দ্রব্য হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইত।

বিষ্ণুখট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বসিয়া, তাঁহাকে কেহ নিমাই রূপে দেখিতেছেন। কেহ বা নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইতেছেন না। তবে তাঁহারা দেখিতেছেন যে, নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন বিষ্ণুখট্টায় তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। আর নিমাই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন।

যখন মহাপ্রকাশ হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া আছেন, তখন প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র"। মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলে আবির্ভূত, নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুরারি যে বস্তুকে রাম-সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "আমার রূপ দেখ।" নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা গমন

করিলে তবে নিতাই রূপ দেখিয়া আনন্দে ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব ভাব হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতি সমুদায় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন। আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। তবে আকৃতি যেরূপ সেইরূপই থাকিল, কি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ, কেহ দেখিতেছেন দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, ঠিক মহাদেবের মত। "প্রায় নিমাইয়ের মত," এই নিমিত্ত বলি যেহেতু এরূপে আবিষ্ট হইলে নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইত। যথা, শ্রীভগবান্ আবেশে নিমাইয়ের বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত, বলরাম আবেশে কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুক্ল হইত। এ পরিবর্ত্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবার কখন কেহ কেহ নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপেই দেখিতেন।

এখন পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পরে নিমাই বসিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন নানাভাবে ও ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি এই দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, আবার আসিব। যিনি রহিলেন তিনি তোমার পুত্র। তুমি এই দেহ যত্ন করিয়া পালন করিবা।" ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গের সমুদায় তেজ লুকাইল; আর তিনি পূর্ব্বেকার যে রূপ, সেই রূপ ধরিয়া নিমাই হইলেন।

সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না, আসিয়া সমুদায় শুনিয়া নিমাইকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন,

"সে কি বাবা! আমি কি বলিয়াছিলাম?" জগন্নাথ বলিলেন, "তুমি না বলিয়াছিলে, 'আমি দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল, এই দেহ পালন করিও?" ইহাতে নিমাই বলিতেছেন. "কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না!"

এই লীলা মুরারিগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ইহার বিচার এইরূপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড়চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জীবে সে রূপ দেখিতে ও সহ্য করিতে পারেন না। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত জড়-দেহের প্রয়োজন। সেই কারণে পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের ঔরসে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীভগবানের, সুতরাং উহাতে সর্ব্ব জীবে স্থান পাইতে পারেন, কাজেই সে দেহে অক্রুর কেন, কাহারই প্রকাশ পাইতে কোন বিচিত্র নাই।

শ্রীভগবানের দেহে অক্রুর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্রূরের দেহে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রকাশ পাইতে পারেন না। অতএব নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ। শ্রীনিমাইয়ের দেহ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অবধি জীবমাত্র প্রকাশ পাইতে পারিতেন। কিন্তু অন্য দেহে, যাহার দেহ তিনি, কি তাহা অপেক্ষা যিনি ছোট, তিনি ব্যতীত, আর কেহ প্রকাশ পাইতে পারেন না।

যে দিবস প্রভুর বলরাম আবেশ হইল, সে দিবস এ সমুদায় তত্ত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। এই অদ্ভুত বলরাম প্রকাশ মুরারিগুপ্তের বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত।

এক দিবস প্রত্যূষেই প্রভু আবেশিত চিত্ত হইয়া, "মধু দাও, মধু

দাও” এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে স্বইচ্ছায় রাজপথে চলিলেন, অবশ্য ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তখন তাঁহার কি প্রকার রূপ তাহা মুরারিগুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন। যথা, কেশ এলোথেলো, অঙ্গে দুঃসহ তেজ, গমন মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, লোচন ঘূর্ণিত, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ। ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আবার চেতনা পাইতেছেন, এবং মুহুর্মুহুঃ, “মধু দাও, মধু দাও” ধ্বনি করিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আপনার এ কিরূপ আবেশ? আপনাতে সমুদায় আবেশ সম্ভাবনা, কিন্তু অদ্যকার এ আবেশ কি, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।”

কিন্তু নিমাই, “মধু দাও, মধু দাও” মেঘ গম্ভীর স্বরে এই কথামাত্র বারম্বার বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিলেন, করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা, মুরারিগুপ্তের কড়চায়—

বিপ্রৈরুপেতো হরিনাম গায়নৈঃ
হৃষ্টোগমদ্‌যো মুরারি বেশ্মনি।
তত্রাবদদ্দেহি সুধামধুৎকটাং,
প্রাচী দিব্যানাথ ইবাতি লোহিতঃ॥

চৈতন্যচরিত কাব্যে—

মদঘূর্ণিত লোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভি র্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্ত সঃ॥

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ শ্বেত হইয়াছে, আর তেজও শুক্লবর্ণের হইয়াছে। কারণ বলরামের বর্ণ শুক্ল। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতনা পাইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন তাঁহার মেসো

আচার্য্যরত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব? আমাদিগকে বল।"

নিমাই তখন আবেশিত চিত্তে নৃত্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব তোমরা আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার," ইহাই বলিয়া, তিনি কে অর্থাৎ তিনি যে বলরাম ও সেই হেতু অসীম বলশালী, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত, সেখানে উপস্থিত একজন অতি বলবান্ ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা, একটু হাস্য করিয়া স্পর্শ করিলেন, এবং সে ব্রাহ্মণ, যদিও অতি বলবান্, তবুও অতি দূরে যাইয়া পড়িল!

ভক্তগণ তবুও জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, নিমাই বলিতেছেন, "আমি নীলাম্বর-পরিহিত, রৌপ্যবর্ণের পর্ব্বত সদৃশ, বৃহৎকায়-বিশিষ্ট যে বলরাম, তাঁহাকে দর্শন করিলাম, তিঁনি আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন।

হলায়ুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।—(চৈতন্যমঙ্গলে)

এইরূপে মুরারি গুপ্তের বাড়ী অন্য একদিন নিমাইয়ের যে বরাহ আবেশ হয়, সে দিবসও নিমাই দেবগৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে দেখি প্রকাণ্ড শূকর! ইনি আমার দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্ম্মে ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের ন্যায় হইলেন।

নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচয় দিলে, ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িতে চলিল। শেষে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই নৃত্যের তেজ বাড়িতেছে, আর ক্রমে ভক্তগণের ভয় হইতেছে। উদ্দণ্ড নৃত্যে যেন নদীয়া টলমল

করিতে লাগিল, আর হুঙ্কারে কর্ণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যথা ভাগবতে—

হেন সে হুঙ্কার করেন হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥
হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥

শুদ্ধ তাহা নহে, এই নৃত্যের অবসান হইতেছে না। একে অতি উদ্দণ্ড নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত হইতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিমাই যখন চেতনা পাইতেছেন, তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। যখন বাহ্য হইতেছে, তখন চেতন মনুষ্যের ন্যায় দু একটি কথা বলিতেছেন, যথা শ্রীভাগবতে—

কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয়॥

আবার আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, যথা ভাগবতে—

প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ!
মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম॥

এ আবার কি? নিমাই শ্রীভগবান্। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীভগবান্ জীব রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান্ হইতে পারেন না। আমরা শ্রীনিমাইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া, বিষ্ণুখট্টায় বসিতেছেন; গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং

"গোবিন্দায় নমো" এই শ্লোকে তাঁহার পদ পূজা করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেছেন, "তোমার আমাতে প্রেম হউক।" আবার দেখিতেছি, বলরাম হইয়া "ভাই কানাই" বলিয়া ডাকিতেছেন। আর গোপী হইয়া কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিতেছি, এই নিমাই আবার দন্তে তৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দিয়া, ভক্তগণের প্রত্যেক জনের নিকট, কৃষ্ণচরণে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন আর "বাপ কৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন। যখন নিমাই বিষ্ণুখট্টায়, তখন তিনি নির্ব্বোধ জীবগণের নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন। যখন গোপী কি বলরাম হইতেছেন, তখন ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস কি পদার্থ তাহা আপনি আস্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতেছেন। আর যখন "হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময়! আমি ভবকূপে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সন্তান বৎসল, তোমার দুঃখী সন্তানকে উপেক্ষা করিও না," বলিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, তখন জীবগণকে কিরূপে সাধন, ভজন করিতে হয়, তাহা "আপনি যজিয়া" শিক্ষা দিতেছেন। এই নবদ্বীপ লীলায় শ্রীভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির সহিত এই দুইটি ছিল। যথা, প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয় দেওয়া; আর দ্বিতীয়, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়া দেওয়া।

নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃথিবী টলমল করিতেছে। হুঙ্কার করিতেছেন, কর্ণ ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, এরূপ বলের সহিত পড়িতেছেন যে,

তাঁহার সমুদায় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তিনি মৃত্তিকায় না পড়িয়া যান, তাহার নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি, পাছে বাহু প্রসারিয়া থাকিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেছেন। কখন বা সফল হইতেছেন, কখন হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে সকলে, "প্রভুর প্রাণ বাহির হইল," বলিয়া হাহাকার করিয়া ধরিতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখে জল দিতেছেন আর বায়ু ব্যজন করিতেছেন। কোথায় বেদনা লাগিয়াছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতেছেন। এই সব করিতেছেন আর অঝোর নয়নে রোদন করিতেছেন, কেহ বা ক্লেশে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন!

কতক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারি না।" ভক্তেরা বলিতেছেন, "প্রভু! ক্ষমা দিউন।" কেহ বলরামকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন।" ভক্তেরা ইহা বলিতে বলিতে নিমাই আবার অচেতন হইতেছেন। তখন নিতাইয়ের গলা ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আমার ভাই কানাই কোথা?" ইহাই বলিয়া এমন করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, যে সে করুণ স্বরে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। এইরূপ করিয়া যদি নিমাই ক্ষান্ত হন, তবে সে এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু ভাই কানাই কোথায় বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে, "এই যে আমার কানাই" বলিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণের অমনি প্রাণ উড়িয়া গেল। কারণ নিমাই বলরামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন! যাহা হউক, ক্রমে ভক্তগণও সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের ক্রমে ভয় কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইলেন, আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু এই

রূপে চলিল, সমস্ত দিবা এই নৃত্য ভঙ্গ হইল না। রাত্রি হইল তবু নৃত্য ভঙ্গ হইল না। এইরূপে—

আনন্দে ভরল নাহি দিগ্‌বিদিগে।
দুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে॥

তখন ভক্তগণ দিশাহারা হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। দুই দিবস অনবরত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া তাহার পরে নিমাই নিপট্ট বাহ্য পাইলেন।

যখন এই মহা নৃত্য হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন করিলেন। শ্রীরাম আচার্য্য দেখিলেন যে, সমুদায় আকাশমণ্ডল নানা বেশধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপূর্ণিত, যথা মুরারিগুপ্তের কড়চায়—

শ্রীরামনামা দ্বিজবর্য সত্তমো,
হ্যপশ্যত্তদা তত্র সমাগতান্‌বহূন্।
কর্ণৈক পদ্মান কমলায়তেক্ষণাম্,
শ্রোত্রৈক বিন্যস্ত সুকুন্তলার্চ্চিষা।
বিদ্যোতমানান্ সিতবস্ত্রমস্তকান্,
শ্রুত্বা ততোঽন্যে ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে—

শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ!
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তান্ মহাজনান্॥
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্য স্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্॥
এককর্ণধৃতাম্ভোজ কর্ণপুর মনোহরান্।
উষ্ণীষপট্টসংশ্লিষ্ট মস্তকান হৃষ্টমানসান্॥

"ঐ সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত

মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত।"

আবার বনমালী আচার্য্য আকাশমণ্ডলে পর্ব্বতাকার সুবর্ণ নির্ম্মিত লাঙ্গল দর্শন করিলেন। যথা মুরারিগুপ্তের কড়চায়—

তত্রৈব কাশ্চিদ্বনমালি নামা,
পশ্যত্যলং কাঞ্চননির্ম্মিতংক্ষিতৌ।
সৌনন্দকং সূর্য্যকরপ্রকাশকং,
স হৃষ্ট রোমাশ্রুভিরার্দ্রবিগ্রহঃ॥

তবে ভক্তমাত্রে একটি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। নিমাই নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভ্রমর মেঘের ন্যায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। (চৈতন্যচরিতে)—

তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মদোৎকটমতিস্ফুটং।
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ॥

এই বলরাম আবেশে প্রভু বহু কার্য্য সাধন করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবলরাম, যিনি সখ্য রসের আধার তাঁহার কানাইয়ের প্রতি প্রেম কিরূপ তাহা আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর প্রেম যেরূপ দুর্লভ বস্তু, বলরামের প্রেমও সেইরূপ।

অপিচ, যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী জীব ত্রিজগতে নাই। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে

তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস আসে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান্ নিজ জন, তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করেন, ও স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম আবেশে তাঁহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়।

——:*:——

পশুর সমান, করিতে অজ্ঞান,
যেত অনায়াসে কাল।
পরিণাম জ্ঞান, দিলে ভগবান,
ভাবিতে পরাণ গেল॥
কি লাগি সৃজিলে, গোপন রাখিলে,
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
বলায়ের প্রাণ করে আনচান,
দেহ পদ গৌর-হরি॥

নগর-কীর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। নগর-কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য এক প্রকার তাঁহার হইয়া গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাঁহার এক প্রকার রহিল না। কারণ তাঁহার নয়নে দিবানিশি কেবল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অভ্যাস বশতঃ দেহের কার্য্য, যথা স্নানাহার ইত্যাদি সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া যান, কিন্তু (যথা চৈতন্য ভাগবতে)—

কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥

আর সে হাস্য কৌতুক রহিল না, আর সে কৃষ্ণকথা রহিল না, এমন কি সংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে

বিভোর কে কীর্ত্তন করে? কাজেই ভক্তগণ শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুকে প্রধান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে সকলে যখন যেখানে লইয়া যান, তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া থাকেন। কেন? যথা চৈতন্য ভাগবতে—

কেহ মাত্র কোনরূপে বলে যদি হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥

এইরূপে দুষ্ট কি অবিবেচক লোকে ভক্তগণকে দুঃখ দিত। নিমাই স্নান করিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্র বস্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন! ঘোর মূর্চ্ছা ও লোকের সংঘট্ট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই হরি হরি বলিয়া চেতনা পাইলেন।

স্নান করিয়া নিমাই বিষ্ণুপূজা করিতে চলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন বস্ত্রখানি অশুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পূজায় বসিলেন, আবার নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে তাঁহা দ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "গদাধর! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।"

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের কথা কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া একেবারে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটু সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার

সহিতও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। শ্রীনিমাইয়ের দিবানিশি ভেদজ্ঞান লোপ হইয়া গেল।

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জ্বর ছাড়িতে দুই পক্ষ লাগে, তাহার অষ্ট দিবসে না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি পায়। যাহার জ্বর তিন সপ্তাহ থাকিবে, দুই সপ্তাহের শেষ দিবসে তাহার জ্বর না ছাড়িয়া আরো বাড়িয়া উঠে। গয়া হইতে শুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন। ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যাইবার কথা। সামান্য জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ভ হইয়া পরে, যাহার যেরূপ আধার, সেইরূপ প্রাপ্তিতে শান্ত হয়, নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্ব্বকার ভক্তি-ধন এই নয় মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে আর একটি বিষম তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আবার ডুবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বলক্ষণ যে সময় উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম। এ তরঙ্গটি কিরূপ, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

শ্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্য সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, তিনি পারুন না পারুন, নিশিতে কীর্ত্তন বন্ধ হইত না। এক দিন কীর্ত্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় দুঃখ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ইহাতে আরো উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈত শান্ত না হইয়া আরো অস্থির হইতে লাগিলেন। নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ শ্রান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন, "তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।" ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাওয়ায় একলা বসিয়া, তাঁহার মনের যে দুঃখরূপ অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, আবার তাহাতে বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ এখন তাহা বলিতেছি। অদ্বৈত স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার দুঃখ শুনিয়া হয়ত কোন ভক্ত একটু হাস্য করিলেও করিতে পারেন। কোন কোন ভক্ত, প্রভু অদ্বৈতকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। কিন্তু হে শ্রোতা মহোদয়গণ! আপনারা কৃপা করিয়া অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না। অদ্বৈতের মনে এখন কি দুঃখ, তাহা বলিতেছি। তাঁহার মনে সেই পুরাতন, সেই চিরদিনের দুঃখ হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন, এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচাঁদ, যাঁহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন, ইনি কি সত্যই তিনি, তাঁহার ভজনীয় বস্তু, শ্রীনন্দনন্দন? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রভো! আমি জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেম-সরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কেবল আমিই কি হতভাগ্য, কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবু ত আমার মন হইতে সন্দেহবীজ গেল না? তাই বুঝিলাম আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইবারই কথা। আমাকে না তুমি প্রণাম কর, ভক্তি কর, স্তুতি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে তুমি কি এরূপ করিতে? নিত্যানন্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা, আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম না? কাহাকে দোষ দিব? আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম।" ইহাই ভাবিতে

ভাবিতে সন্দেহজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, পিড়া হইতে "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, আর সেই ধূলায়, বাণে বিদ্ধ জীবের ন্যায় ঘোর আর্ত্তনাদে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীনিমাই তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া আঝোর নয়নে, কি মনের ভাবে তিনিই জানেন, ঝুরিতেছেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীবাসের ঘরের পিড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না। কিন্তু শ্রীনিমাই যদিও বহু দূরে তবু উহা শুনিলেন, শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তখন বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিলেন। তাঁহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে সমুদায় অন্তর্হিত হইল, আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। সঙ্গে যে যে ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহা-দিগকে কিছু বলিলেনও না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্যও করিলেন না। বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত যে "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন; বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত করকমল স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন দুই জনের চারি চক্ষে মিলন হইল। দুই জনের চক্ষে পৃথক্ পৃথক্ ভাব। অদ্বৈতের চক্ষু পরিচয় দিল যে, তিনি অকূল পাথারে ভাসিতেছেন. শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে নিমাই বলিতেছেন, "ভয় কি? এই যে আমি।" শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান্ ভাব।

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর ঘরে লইয়া বলিলেন "এই ত আমি সম্মুখে। তুমি আর চাও কি?" অদ্বৈত এ কথার যে একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন। অর্থাৎ "প্রভু তা বটে, তুমি

যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।” কিন্তু ইহা বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন তাহা তাঁহার পরের কথায় প্রকাশ পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, “তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার কিছু চাহিবার নাই। কিন্তু তুমি কে? তুমি কি সেই তুমি, যিনি আমার একমাত্র গতি, সেই শ্রীনন্দনন্দন? তুমি সেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেরূপ সিদ্ধান্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু কালে উহা নষ্ট হইয়া আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আবার তোমাকে দর্শন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, আর তোমাকে দেখিয়া উহা ঘুচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল। এবার যে সে সন্দেহের মুল উৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি? হয় ত, তুমি যাই দূরে যাইবে, আমার মনে আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয়, কি অনুরোধে আপনার কাজ ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটি উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব যে, তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবা না।”

যখন অদ্বৈত ইহা ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার চাহিবার কিছু নাই, আপনি স্বীকার করিতেছ, তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ? তোমার কি দুঃখ বল।”

অদ্বৈত। আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি আমাকে কিছু বৈভব দেখাও।

গৌরাঙ্গ। কি বৈভব দেখিবে?

অদ্বৈত তখন বলিলেন "তুমি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলে তাহা আমাকে দেখাও।"

অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ মূর্ত্তী দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে "সেই" তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্বৈত যেই মাত্র বলিলেন, "বিশ্বরূপ দেখিব," অমনি তাঁহার সম্মুখ হইতে জড় জগৎ অন্তর্হিত হইল। আর সম্মুখে একটি তেজোময় দেহ দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদায় অনন্ত। যখন তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করেন, দেখেন তাঁহার চক্ষু অসংখ্য। এইরূপে দেখেন, তাঁহার অগণনীয় মস্তক, বাহু ও পদ। আবার দেহের যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা পাইলেন না। দেখিয়া অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ "দেখ দেখ" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতনা পাইতেছেন।

নিত্যানন্দ, প্রভুকে বাড়ীতে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরে পাইলেন। ঘরে কবাট, বাহির হইতে প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সম্বরণ করিলেন, অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বিশ্বরূপ দেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিতেছেন, "মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে?" নিতাই বলিলেন, "আমাকে ডাকিবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি

আসিয়াছি, তুমি এখানে কেন ?” অদ্বৈত তখন কাল্পনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, “পশ্চিম দেশে যার তার ভাত খাইয়া, এখন বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া, আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া আবার ঠাকুরের দাদা হইয়াছেন !

নিত্যানন্দ। আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি ? তুমি কাচ্চা বাচ্চা নিয়া ঘোর সংসারী। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে শাসন কর, তোমার প্রাণে ভয় নাই ?

অদ্বৈত। তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী। দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, তুমি আবার সন্ন্যাসী !

তাহার পরে আবার উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

অদ্বৈতের এইরূপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন ? কিন্তু পূর্ব্বে এ বিষয় বিচার করিয়াছি। ব্রহ্মা কি ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই। সদাশিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে সেইরূপ তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধ ভাব দেখাইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি ? শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যে প্রেম, তাহার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আদি ও অন্ত। তিনি যে মাঝে মাঝে অতি প্রীতিতে এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি ? কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, অদ্বৈতের এই সন্দেহ-ভাবের আরো নিগূঢ় কারণ আছে।

শ্রীঅদ্বৈতের এই যে সন্দেহ-ভাব ইহা প্রায় জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের যে বিশ্বাস, উহা সামান্য জীবে ঘটে না। শ্রীভগবানে বিশ্বাস সহজে হয় না। বিশ্বাস, হয়, আবার যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তী দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন' যে, প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠে ভক্তমাত্রে চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন। অতএব

শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে ভগবান্, ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া মনে মনে অবিশ্বাসকে আবার স্থান দিয়াছিলেন।

এই গৌর অবতারে তিনি স্বয়ং, কি তাঁহার সহচরগণ, সকলেই তাঁহাদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রায় সমুদায় জীবের যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ অবিশ্বাস। প্রথমতঃ তিনি দেখাইলেন যে, সেই কালে যে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রীগৌরহরিকে শ্রীভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন সে সহজে নহে। এখনকার সুসভ্য কৃতবিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাঁহারা গৌর-হরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচারশক্তি তত ছিল না। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহারা অদ্বৈত বস্তুটি কি একবার পর্য্যালোচনা করুন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলিয়া জানিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্ব্বে তিনিই বৈষ্ণবগণের রাজা। শ্রীহট্টে অদ্বৈত প্রভু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার রাজা উদাসীন হইয়া "কৃষ্ণদাস" নাম লইয়া তাঁহার ঘরে পড়িয়া। যখন অবতারের কথা উঠিল তখন এমনও চর্চ্চা হইয়াছিল যে, কে শ্রীকৃষ্ণ? শ্রীনিমাই না অদ্বৈত? অদ্বৈতের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তখন আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মুনিঋষি বলিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "অবতার এখনও হইয়া থাকে। এক জনকে লইয়া পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হয়, হইয়া তাহাকে ভগবান্ বলে। গৌর অবতারও সেইরূপ। তবে নয় গৌর অবতার কিছু বড় আর এখনকার অবতার, কিছু ছোট।" কিন্তু আপনারা এ কথা মনে রাখিবেন যে, অবতার ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ছিল না। যখন

গৌর অবতার বলিয়া ধ্বনি উঠিল, তখন লোকে নূতন কথা শুনিল। সুতরাং তখন অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান অতি অসাধ্য কথা। এখন সেই দেখাদেখি অবতার হইতেছে, এখন অবতার হওয়া কাজেই সোজা হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে নদীয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতী গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করে, এরূপ লোক এখন নাই। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস। তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন তিনি কিরূপে, ক্রমে, শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, তাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি যদিচ সুসভ্য, সুপণ্ডিত, সুবোধ, তুমি ইহার অধিক আর কি করিতে? আহা মরি মরি, অদ্বৈত প্রভুর দুঃখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দু হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। অতএব শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরিত্র ধ্যান কর, তুমি বড় উপকার পাইবে। তুমি দেখিবে যে, তুমি সেই সময়ে থাকিলে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে, তিনি তাহা, তোমার উপকারের নিমিত্ত সমুদায় করিয়া গিয়াছেন। যদি শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে হে অবিশ্বাসী জীব! তুমি তাঁহাদের ন্যায় গা ঢালিয়া দিতে না পারিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতে; আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে যে, "আমি অবিশ্বাসী, আমা দ্বারা ওরূপ গা ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না। কাজেই ও পথ অবলম্বন করা চলিবে না।"

কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শনশক্তি অল্প, সুতরাং তুমি সন্দিগ্ধ-চিত্ত, অতএব সন্দিগ্ধ-চিত্ত বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনুকরণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্তু বিশ্বাস করিতে

জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা অদ্বৈতের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝিয়া সুঝিয়া ভজনীয় বস্তু বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে। কারণ সন্দেহ জীবের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা নয়, শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ। সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরে বিশ্বাস-রূপ বীজ বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যে পরিমাণে সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কর্ষিত হয়, সেই পরিমাণে বিশ্বাসরূপ অঙ্কুরমূল হৃদয়ে প্রবেশ করে।

তবে এক কাজ করিও। বিশ্বাস প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে সন্দেহের বীজ উদয় হয়, তবে "আমি বড় বুদ্ধিমান" ইহা বলিয়া গৌরব না করিয়া উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিও। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া স্বহস্তে বিশ্বাসরূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপণ করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

একলা বসিয়া বঁধুয়া, বাঁশীর স্বরে করে গান।
বঁধুয়ার বিনোদিয়া তান, তাহে অবলার প্রাণ,
আমার হরে নিল জ্ঞান ;
শ্যাম আমায় পাগল কল্লে, গেল কুল শীল মান ॥
ফুট্‌লো পিরীতির ফুল, মধুভরে টলমল
উঠছে আনন্দের হিল্লোল,
রসে অঙ্গ পড়ে খসে, আহ্লাদে প্রাণ আটখান ॥

শ্রীবলরাম দাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। এ নূতন তরঙ্গটি কি তাহা বলিতেছি। প্রথমে এ কথা মনে রাখুন, যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া তিনি কি বস্তু তাহার পরিচয় দিতেন, আর ভক্তরূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহা শিখাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, এবং ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিলেন। হরিমন্দির মার্জ্জন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি পরিবর্দ্ধন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। ইহা দ্বারা তিনি

আপনি ভজিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন যে, ভক্তি চর্চ্চা কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তি চর্চ্চা করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।

যখন পার্ষদগণ ভক্তিচর্চ্চা করিয়া করিয়া ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন; হইয়া, শ্রীভগবানের স্বরূপ, আকৃতি, প্রকৃতি, সমুদায় তাঁহাদিগকে দেখাই-লেন। সুতরাং ভক্তিসাধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্তি সাধনা কার্য্য যাই সম্পন্ন হইল, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আইল, সেই তরঙ্গ দ্বারা "প্রেম" সাধন কার্য্য আরম্ভ হইল।

অতএব প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্তু। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু, শুক্লাম্বরকে প্রেম-দান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন। প্রেমের চর্চ্চা প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ের উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, তাহা ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, তাহা শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশ মাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরি-মন্দির মার্জ্জনা শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য। পূজা অর্চ্চনা প্রায়ই ভক্তির কার্য্য, ব্যক্তিবিশেষে উহা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্য্য হইতেও পারে। এ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা সমুদায়, হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথা প্রার্থনা, অর্চ্চনা, বন্দনা, নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি। তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান্ ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এই শ্রীভগ-বান্ ভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণ, আমায় কৃপা কর" বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে।
"মুঞি সেই" "মুঞি সেই" বলি বলি হাসে॥
সেইক্ষণে "কৃষ্ণরে বাপরে" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায় বান্ধে॥

* * * *

কখনো ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখনো রোদন করে, বলে মুঞি দাস॥

এইরূপে যখন তিনি কৃষ্ণদাস হইতেন, তখন নিমাইপণ্ডিতই থাকিতেন। তখন নিমাইপণ্ডিত, উদ্ধবের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন।

যখন নূতন তরঙ্গ আসিল ও প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব গেল, নিমাইপণ্ডিতত্ব গেল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন, না শ্রীরাধা। পূর্ব্বে নিমাই দুইরূপে প্রকাশ হইতেন, ভক্ত ও ভগবান্ বা কৃষ্ণের দাস নিমাই পণ্ডিত, বা শ্রীভগবান্ নিমাই পণ্ডিত। সে সাধনে শ্রীভগবান্ ছিলেন রাজা, কি প্রভু, কি দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাই-পণ্ডিত হইলেন, রাধা ও কৃষ্ণ,—নিমাই পণ্ডিতত্ব আর কিছুই রহিল না। এখন নিমাইপণ্ডিত রাধাভাবে প্রকাশ পাইয়া, কৃষ্ণকে করুণাময় কি প্রভু বলা ছাড়িয়া, বলিতে লাগিলেন কি, না, "প্রাণেশ্বর"। পূর্ব্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণ রূপে, এখন রাধা-কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ ও ভক্তি সাধনে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেমসাধন কিরূপ, ও এই প্রেম সাধনে, যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ নহেন, মাধুর্য্যময় বস্তু। ভক্তি সাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, বদান্যবর ও ক্ষমাশীল। প্রেম সাধনে যে সাধ্য বস্তু

তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি সাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে; প্রেম সাধন কর, গোলোকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণ। কখনো রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণ হইয়া রাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করেন, কখনো "রাধা প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন। কখনো সুধোদ্গারী মুরলি বাজাইয়া "রাধা" বলিয়া ডাকেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া "এসেছো" বলিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, দেখেন, পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন; ভাবিলেন তিনি বৃন্দাবনে, আর যে গাভীগণ চরিতেছে, সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের যে ফুলবন রহিয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান, সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেন, উহা কাজেই যমুনা বলিয়া বোধ হইল।

এই ভাবে যখন মগ্ন হইলেন, তখন ভাবিতেছেন যে, তিনি আর কেহ নহেন—কেবল রাধা। যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়চোখে গাভীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন। যেন দেখিতেছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কি না? তখন হৃদয়-মন্দির রাধা ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কাজেই একটু সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন? না, পাছে কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়েন, আর কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদায় যাইবে। আবার কৃষ্ণ আসিয়া ধরেন ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জবন পানে চাহিতেছেন, একবার জটিলা সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতেছেন।

এমন সময়ে দেখিলেন যেন কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে বৃক্ষ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। নয়নে নয়নে মিলিত

হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীস্বভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা কি সঙ্কেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইলেন; হইয়া, ও বালা-স্বভাব বলিয়া, অতিশয় লজ্জা পাইয়া মস্তক অবনত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। একবার গমন করেন ও নানা ছল করিয়া পশ্চাদ্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিণী শ্রীমতী রাধা হইয়া ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া বসিলেন।

এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে অঙ্গের পুলকাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব মুহুর্মুহুঃ উদয় হইতেছে, নয়নে ধারার বিরাম নাই, ধারার উপর ধারা পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সমুদায় মনের ভাব গোপন করিবার নানা উপায় করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগিতেছে না, কাজেই যদি কথা বলেন, সে এক বলিতে আর। বাহিরের সহিত প্রায় সম্পর্ক নাই, দিবানিশির প্রভেদ জ্ঞান নাই। লোকের সঙ্গ একেবারে ভাল লাগে না, মন অতিশয় চঞ্চল। একবার বাহির একবার ঘঁর করিতেছেন, যেন বাহিরে কি দেখিতে যাইতেছেন। ভক্তগণকে বারম্বার যেন কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিতেছেন। কখন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে এই যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহার ভক্তগণ "ভাব-নিধি" বলিয়া থাকেন। ভাব-নিধির ভাব বর্ণনা এখানে আমরা অল্পমাত্র করিব। যদি এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি, তবে উহার বিস্তার করিব। তবে তাঁহার পার্ষদগণ নিকটে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা

পাঠক কিছু বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরলে থাকিতে ভাল বাসিতেছেন, শ্রীনিতাইকে দেখিলে লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন। কারণ ভাবিতেছেন, নিতাই, কৃষ্ণের দাদা বলরাম। সঙ্গীর মধ্যে তখন কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারি, আর দুই একটি। শ্রীনরহরি বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া এ ব্যাপার কি তাহা মনে মনে বিচার করিতেছেন—

"কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার বরণ শ্রীগৌর দেহ।
অঙ্গের ভূষণ, সকল তেজিল, না জানি কাহার লেহ ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চান্দে। ধ্রু।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি উরে পাণি হানি কান্দে ॥
তিতিয়া গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীরঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, "উহু উহু মলেম মলেম" বলিতেছেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়ন জলে সমুদায় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে।

নরহরি ভাবিতেছেন, কাহার জন্য এবং কেন প্রভু কান্দিতেছেন? ঠিক যেন শ্রীমতী রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ। এ যে রাধার প্রেম, ইহা নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন ও উঠিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী) কে করিল? হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে পাগল করিলে?" আবার বলিতেছেন, "কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্য্য। বিধি!

এরূপ ঘটনা কেন করিলি ? বিধি! ধিক্ তোরে। আমি দুর্ব্বলা, কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব ? তিনি দুর্ল্লভ, আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি ?" এইরূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহরি সখীগণকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝিতে পারিতেছ ?"

কনক চম্পক গোরা চাঁদে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ?
ক্ষণে উঠি করে হরি হরি।
"কে করিল আমারে-বাউরি ?"
আজানু-লম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
কহে "ধিক্ বিধির বিধানে।
এমন যোটান করে কেনে ॥"
কোন্ ভাবে কহে গোরা রায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায় ॥

যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনি যে পরম ভাগ্যবান্ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবগণ তখনই পরম পুরুষার্থ লাভ করেন যখন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম জন্মে। ইহার ন্যায় আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার আর ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা নাই; কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অতি নিজ জন, এবং নিজ জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না। ভগবৎ-প্রেমের এই চরম আদর্শ—শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল; এবং শ্রীধরস্বামী তাহার বিস্তার করেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায় প্রভৃতি কবি উহা আরও পরিষ্কার করেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত "রাধাপ্রেম" অক্ষরে লেখা একটি কথামাত্র ছিল, রাধার প্রেম কিরূপ পদার্থ, তাহা কার্য্যে কেহ কখন দেখেন নাই, এবং শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম করিতে পারেন, তাহাও অনেকে মনে মনে বিশ্বাস করিতেন না! শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁহার পার্ষদগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি স্বয়ং রাধা হইয়া, সেই প্রেমের যে কুটিল ও সূক্ষ্ম গতি, তাহা সমুদায় পর পর দেখাইতেছেন।

রাধার এই প্রেম কিরূপ? রাধার ভগবানের উপর যে প্রেম, তাহা দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষাও অধিক, পুত্রের প্রতি জননীর যে প্রেম, তাহা অপেক্ষাও অধিক! শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া, সেই প্রেম যে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ কি, তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে দেহ ও সংসারের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন; বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক লোপ হইয়া গিয়াছে; এবং অন্য চিন্তার সহিত সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধ গিয়াছে। দিবানিশি কেবল কৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউরী হইয়াছেন।

একটি কথায় এ প্রেমের বেগ কিরূপ, তাহার আভাস দিতেছি। যিনি প্রিয়জন, তাঁহার নাম বড় মিষ্ট, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত মিষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট বড় মধুর, স্ত্রীর নামও স্বামীর নিকট বড় মধুর। রাধা ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে মিষ্টতা এত অধিক যে, নামটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে, প্রিয়জনের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছা যায়? অতএব শ্রীভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া, জীবকে দেখাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। আপনি রাধা কেন হইলেন,

তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থে রাধার বর্ণন ত বরাবর ছিল, কিন্তু পুস্তকে পড়িয়া, কি লোকের মুখে শুনিয়া লোকে রাধার প্রেম ভাল করিয়া হৃদয়ে ধরিতে পারেন না, ও কেহ পারে নাই। তাই একেবারে আপনি রাধা হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন, তাহা আর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

আরে মোর, গৌর কিশোর ধ্রু।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,
মনের ভরমে পঁহু ভোর॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, ক্ষণে পঁহু কি সুধায়;
"কোথায় আমার প্রাণনাথ?"
ক্ষণে শীতে মহাকম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ,
"কোথা পাই যাই কার সাথ॥"
ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ।
ক্ষণে আঁখি-যুগ মুদে, "হা নাথ" বলিয়া কাঁদে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌর হরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন ভাবিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন?

ভক্তগণ নিকটে বসিলে শ্রীগৌর উঠিয়া দূরে বসিতেছেন, সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না! প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ। ব্যথার ব্যথী ব্যতীত অর্থাৎ যাহার নিকট প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত

অন্য সঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আপনা আপনি কথা বলিতেছেন, কিন্তু কি বলিতেছেন, নরহরি ও গদাধর অতি নিকটে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন। যথা—

গৌর সুন্দর মোর। ধ্রু।
কি লাগি একলে, বসিয়া বিরলে
নয়নে বহিছে লোর।
হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর,
গদ গদ মৃদু কহে।
"সকলি অকাজ, করে মনসিজ,
এত কি পরাণে সহে।
"অবলা নারীর, করে জর, জর,
বুকের মাঝারে পশি।"
কহিছে ঐছন, পূরব বচন,
অবনত মুখ শশী।
প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা,
মরম কেহ না জানে।
পূরব চরিত, সদা বিভাষিত,
দাস নরহরি ভণে॥

শ্রীগৌর আপনি আপনি বলিতেছেন, "আমি অবলা, আমার কি এত সহে?"

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পঁহু করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণে বুঝায় তাঁহারে।

কহে "মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে ॥
করিনু দারুণ প্রেম আপনি আপনি।
দুকুলে কলঙ্ক হইল, না যায় পরাণি ॥"
এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস ॥

এইরূপ বিভোর হইয়া যে এক ভাবে আছেন, তাহা নহে। ক্রমেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। নবানুরাগে কিছুকাল থাকিয়া এখন আর একটি ভাব কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ আসিবেন, এই আনন্দে বাসকসজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্প পল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও তাহাই করিতে লাগিলেন। এইরূপে গৃহের মধ্যে অতি আনন্দে কুসুম শয্যা প্রস্তুত হইল। কখনও বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। গদাধর বরাবর প্রভুর বেশ বিন্যাস করিতেন। গদাধরকে সখী জ্ঞান হওয়ায় চুপে চুপে বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস করিয়া দাও।" গদাধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপনা আপনি বলিতেছেন, "সখি! কাজ নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি না কৃষ্ণের দাসী!" শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত।" গদাধর শুনিতেছেন, প্রভু আবার বলিতেছেন, "শুনিবে? এই দেখ, গলায় আমি কৃষ্ণচন্দ্রের হার পরিয়াছি। আমার হৃদয়ে কি দেখিতেছ? এ শ্যাম পরশমণি! সখি, বল দেখি আমার হাতের ভূষণ কি?

শুন্‌বে? আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবা। আমার নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ দর্শন।" এইরূপে গদ গদ হইয়া আপনার প্রতি-অঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। প্রভুর বাসকসজ্জা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

করুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥
কানন পল্লব বিছাইয়া।
রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া॥
বিরহে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসক সজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বলে কিছু চরণে ধরিয়া॥

এই পদটিকে বাসক সজ্জার "গৌরচন্দ্রিকা" বলে। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলার ভিন্ন ভিন্ন রস কীর্ত্তন করিবার আগে, প্রভু সেই সেই রস যেরূপে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন, এবং ঐ ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ করিয়া যে পদ প্রস্তুত করেন, তাহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। বাসক সজ্জা কীর্ত্তন করিতে হইলে উপরের পদটি কি ঐ ধরণের একটি পদ গাইতে হয়।

এইরূপে বাসকসজ্জা করিয়া প্রভু সারানিশি বসিয়া, গদাধর, নরহরি প্রভৃতি দুই একটি সঙ্গী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু শব্দ শুনিলেই "ঐ এলেন" বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। "পড়ে পাতের উপর পাত, ঐ এলেন প্রাণনাথ" এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন

মুদিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক! হে ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে "উৎকণ্ঠা"। "উৎকণ্ঠা" কি? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন পণ্ডিত শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইবেন যে, প্রিয়জনকে অপেক্ষা করিয়া, তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিলে, মনের যে সমুদায় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে শ্রীমতীর যে ভাব হইয়াছিল, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। কোন আচার্য্য হয়ত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে তাহা তোমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান, শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে তাঁহার পার্ষদগণকে বুঝাইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি স্বয়ং রাধা হইয়া বাসকসজ্জা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে করিতে, যখন বন্ধু আইলেন না, তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়া উহা হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অর্থাৎ নবানুরাগ ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ পর্য্যন্ত, সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ষদগণকে দেখাইলেন। দেখাইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমুদায় ব্রহ্মার দুর্লভ ভাবগুলি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাই বাসুঘোষ বলিতেছেন—

"গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানা'ত কে?"

ঐ পদে আবার বলিতেছেন, এরূপ জানাইতে "শকতি হইত কার?"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ যে চৌষট্টিরস আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে

দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি, অর্থাৎ উৎকণ্ঠাভাব লইয়া তাহার মর্ম্ম দেখাইতেছি। সমস্ত রসগুলি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে আমাদের সাধ্যও নাই এবং করিতে গেলেও সেই এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসক সজ্জা করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলেন। ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহা পার্ষদ-গণের হৃদয়ে বসিয়া গেল। তিনি কি বলিলেন তাহা তাঁহারা শুনিলেন; তিনি সে কথা যখন বলিলেন তখন তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি ভাব হইল, তাহা তাঁহারা দেখিলেন। তিনি কোন্ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি,! কই কৃষ্ণ ত এলেন না। তোমরা দেখ্‌ছো না, এ দিকে যে আমার প্রাণ যায়?" যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা তখন সেই ভাব পাইলেন। তাঁহা-রাও ব্রহ্মার সেই দুর্ল্লভরসে মগ্ন হইলেন। অর্থাৎ তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন, কথা ছিল, কিন্তু আসিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন আবার তাঁহাদের নিজগণকে এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু শুধু ইহাই নহে! যাহাতে এই রস চিরদিন থাকিতে পারে তাহারও উপায় করা হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়া তাঁহার কি ভাব হইল, এ সমুদায় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ প্রস্তুত করি-লেন। এই হইল "মহাজনের পদ।" এইরূপে আধুনিক কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে ভাব দিয়াছেন, তাঁহার নিগূঢ়তম অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর তাঁহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারায় ভাবের জীবন দেওয়া যায় না। ভাবকে

যদি জীবন্ত করিতে চাও, তবে তাহার দেহ সৃষ্টি কর, সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। তখন সেই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন সেই ভাবকে জীবে পরিণত করিতে পারিবে। ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয়, কিন্তু সামান্য কথায় ভাল হয় না। ভাবের যদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে কবিতা দ্বারা উহা গঠন করা প্রয়োজন। দেহ যখন গঠিত হইল তখন দেখিতে সুন্দর হইল বটে, কিন্তু জীবন্ত হইল না। সঙ্গীত দ্বারা সেই দেহটি যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কুসুমশয্যা করিয়া মহানন্দে নয়ন মুদিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। অনন্দে নয়ন দিয়া বারি পড়িতেছে। চুপ করিয়া আছেন, কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন দ্রব্যের কথা মনে পড়িতেছে। আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "সখি! শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল আছে ত?" যাঁহারা নিকটে আছেন, তাঁহারা বলিলেন, "আছে," আর না হয় তখনই ঝারিতে করিয়া জল আনিলেন। ক্রমে সময় যাইতেছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গ একটু অধৈর্য্যের ভাব দেখাইতেছেন, একটু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, "সখি! একটু এগিয়ে দেখ না, তাঁহার বিলম্ব কেন?" পুরুষোত্তম একটু দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্থির হও, কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ শুইলেন। বলিতেছেন "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই।" কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। বলিতেছেন, "সখি নিদ্রা ত আসে না।" ক্রমে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন। কিন্তু তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন? শেষে মৃদুস্বরে "উহু মরি" "উহু মরি" বলিতে লাগিলেন। তাহাতেও শান্ত হইলেন না। পরে আর

থাকিতে না পারিয়া সখীগণের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি! রাত্রি কি আর আছে? আমি বাসকসজ্জা করিয়া এ কি অকাজ করিলাম। ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আইলে আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব না।" ইহা বলিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, তখন সখীগণ ধরিলেন। পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! আমার প্রাণনাথ কোথা? আর ত আমি সহিতে পারি না। সখি, রাত্রি যে পোহাইয়া গেল?" সখীগণ বুঝাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ব্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। মনের বেদনা বলিতে বলিতে বলিতেছেন, "চুপ! কি শব্দ হইল যে! ঐ বুঝি এলেন! সখি দেখ্‌ত? আমি একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।" কিন্তু শব্দ কিছুই নয়। ইহাতে কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, প্রাণবল্লভকে বাছা বাছা মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমার নয়নানন্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিয়াছ? আমি মান করিব না। আমি কি প্রকৃত তোমার উপর রাগ করিতে পারি? হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, তোমার মুখচন্দ্রসুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আজ তোমার অধীনী পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কৃপাবারি বরিষণ করিলে না? তুমি না আমায় বড় ভাল বাসিতে? আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত?"

সঙ্গীগণও তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়া যাহাতে উহা চিরকাল সতেজ অবস্থায় থাকে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙ্গীগণের গলা ধরিয়া কি

বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা স্মরণ করিলেন, করিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, সেই কথাগুলি প্রভুর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, লিপিবদ্ধ করিলে তাহাতে সে শক্তি কিছুই রহিল না। দেখিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি কবিতা দ্বারা লিখিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে, সেই ভাব সজীব করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রভুর সেই কথাগুলি দিয়া নানা ছন্দে কবিতা বান্ধিলেন। একজন বান্ধিলেন দেখিয়া সেই কথাগুলি লইয়া আর একজনে, এইরূপে বহু জনে, পদ বান্ধিলেন। ক্রমে এক এক ভাবের শত শত পদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-স্ফুরিত কথা নয়, উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে ভাব হইয়াছিল, তাহাও ভক্তগণ কবিতায় লিখিলেন। এখন আমরা গুটিকয়েক এই উৎকণ্ঠার পদ, যাহা প্রায় সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন, নিম্নে লিখিলাম। পাঠক মনে মনে ভাবুন যে, এই পদগুলির কথা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা সমুদায়, শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা হইতে ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, "সখি! নিশি পোহাইয়া গেল, কই আমার প্রাণনাথ এলেন না। সখি! আর ত বিরহ অনলে আমি বাঁচি না। সখি! তোমরা আমায় এত ভাল বাস, এখন আমার উপায় কি, বলিয়া দিয়া উপকার কর। তোমরা ত জানো যে আমি প্রাণনাথ বিনা বাঁচি না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না।"

একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, "সখি! এই দেখ আমি অগুরু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। আমি ফুলের নিমিত্ত বনে বনে অন্বেষণ করিলাম, ফুল আনিয়া একটি একটি করিয়া তাহার কাঁটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে

ব্যথা লাগে। দেখ আমার নিষ্ঠুর বন্ধু আমাকে বনে আনিয়া, আর এলেন না।”

ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিম্নের পদ বান্ধিলেন—

“নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না॥
তোমরা আমার প্রিয় সখি, উপায় বুদ্ধি বল না!
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না।
বনে বনে ভ্রমি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, (কেন দিলাম ?)
কিনা, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে বলে।

সখি!

অগুরু, চন্দন, মালা, থরে থরে রেখেছি।
এই দেখ মালতীর মালা আমি গেঁথেছি॥
এমন নিষ্ঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না।
আনিয়া নিকুঞ্জ বনে এত দিলে যন্ত্রণা॥”

পাঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন—

“কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই ?
গগনের চন্দ্র অস্তে গেল ওই।
করিয়া বাসক সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা,
আমি পেলাম সই।
কই গো সই, নয়নের আনন্দ কই ?
কার লাগি বনে আগমন ?”
পড়ে পাতের উপর পাত, “ওই এল প্রাণনাথ,”
চমকিয়া উঠে ধনী!

"আমি গাঁথিলাম ফুলের মালা,
সব শুখাইয়া গেল,
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে ঐ॥"

উপরের দুটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন পাগলিনী হইয়াছেন—

(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। ধুয়া।
একে কুল কন্যে শ্যামেরি জন্যে,
এলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন বেশা, ইত্যাদি।

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশা আসিতেছে, সে সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধও আসিতেছে! রাধা বলিতেছেন,—

"ত্যজ সখি, কানুর আগমন আশ। ধ্রু।
রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ। ইত্যাদি॥"

মহাজনেরা উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন কিন্তু উহাতে তবুও প্রাণ দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন "কই? আমার প্রাণনাথ কই? সখি! ফুলের সজ্জা আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে।" তাহাতে তাঁহার পার্ষদগণের মনের মধ্যে যে অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের কবিতায় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণস্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে, তাঁহার মনের বেদনাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিবামাত্র হৃদয় শুধু দ্রব হয় না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে, তাহা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ হইল না।

কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান্ ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাষা কি দেন নাই? ইহা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই ভাবের ভাষা সঙ্গীত। ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাবগুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ

করিতে না পারিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পদে সুর বসান হইল। এই সুর বসান তোমার আমার কার্য্য নহে। কেবল তাঁহারা পারেন, যাঁহারা ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে শুনিলেন, "সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না। যে স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত হওয়ায়, যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য তাহা অনায়াসে করিলেন। অর্থাৎ সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া নীরব হইলেন। কথা কহিতেছেন না বটে কিন্তু মনের ভাব-লহরী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিতে ও কার্য্যে প্রকাশিত হইতেছে। কখন ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিতেছেন, আবার মধুর হাসিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন। আপনি আপনি কথা কহিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন করিয়া, রাধার নবানুরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "উহু, আমি কি দেখিলাম! উহু, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম।" কিন্তু তাঁহার মনের ভাব এই কয়েকটি কথায় অতি অল্পমাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত হইল কিসে, না তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে ও গলার স্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি দেখিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি কি দেখিলাম বলিতে পারি না। আমি দিশেহারা

হইয়া গিয়াছি।" অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখন সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রূপ বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে, যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে। যেন তাঁহার রূপ তাঁহার নয়নে ধরিতেছে না। যেন তাঁহার রূপ-সুধা নয়ন দ্বারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতেছেন। যেন সেই পুরুষ-রত্নকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতেছেন। যে কণ্ঠস্বরে এ রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। সে রাগিণী মায়ুর নামে অভিহিত হইল। ভাল কীর্ত্তনীয়ার কাছে মায়ুর রাগিণীতে রূপের গীত শুনিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ ভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহা কতক বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে কাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মল্লার, সুহা, বাগশ্রী, আসাবরী, প্রভৃতি কয়েকটি দ্বারা যদিও এই ব্রজের নিগূঢ় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠস্বরে যে সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়, তাহার শুধু আলাপেই রস প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্য্যন্ত প্রয়োজন করে না। এইরূপ প্রাচীন রাগের মধ্যেও কতকগুলি রাগরাগিণী শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখ-ক্ষরিত রসে মিশ্রিত হইয়া এদেশে আর এক রূপ আকার ধরিয়াছে।

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহার ভাব ও রাগিণী বিশুদ্ধ। আনন্দ উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রস ভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুযায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ হইল।

অনেক মহাজন এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ-শুদ্ধ-পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলোকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। হে জীব! ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া এই পুরুষোত্তম আচার্য্যকে প্রণাম কর।

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই সকল পদে, জীবের ভাগ্যের নিমিত্ত রক্ষিত হইল। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ হইল, তাহার পরে তাহাতে স্বর সংযোগ করিয়া সেইগুলি জীবন্ত করা হইল। এখন জীবমাত্রে এই সকল মহাজনী পদ আস্বাদন করিতে পারিল। তবে অকৃত্রিম বস্তুটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়া মন নির্ম্মল করা প্রয়োজন। মন নির্ম্মল না হইলে এ রস প্রকৃতরূপে আস্বাদন করা অসম্ভব। যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র-দর্শনের সুখভোগ করা যায় না।

এইরূপে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ গোলোকে যাইবার পথ, কি এক একখানি ভবসাগর পারের নৌকা স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ কি করুণাময় ও জীবের কি উপকারী বন্ধু!

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া কিরূপে গোলোকে যাওয়া যায়? তাহার উত্তর পূর্ণ-মাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা মনে রাখুন। যে জড়-জগতে আমরা বাস করি, তাহা লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি দিয়া গঠিত। গোলোকের লৌহ ও কয়লা আর কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় দ্রব্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গোলোকে যাইবার একটি পথ ভাব; সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া সেই পথে যাইতে হয়। হে জীব! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন আশীর্ব্বাদ ভগবানের অতি অল্প আছে।*

এখন "গৌরচন্দ্রিকার" উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন কীর্ত্তনে "উৎকণ্ঠার" পালা গীত হইবে। সেখানে রীতি এই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র এই উৎকণ্ঠার রস কিরূপে পার্ষদগণকে দেখাইয়া ছিলেন, প্রথমে তাহার একটি পদ গাইতে হইবে। এই পদটি গীত হইলে উৎকণ্ঠা রস বস্তুটি কি, শ্রোতাগণ তাহা প্রথমে বুঝিলেন। ইহাতে আবার গৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠা ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যেই এই ছবিটি হৃদয়পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার হৃদয়ে ততখানি রসের সৃষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণ করুন—

গৌরাঙ্গ চমকি, বলে "দেখ সখি,
শবদ হইল কেনে।"
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া
"আর ত সহেনা প্রাণে॥
আসিব বলিয়া, না এলো কালিয়া,
আশায় রজনী গেল।
কেন বা আইনু, পুড়িয়া মরিনু,
অবলা পরাণে ম'ল॥"

---

* যিনি বলেন যে, সঙ্গীত শিখিবার স্বর কি বোধ তাঁহার নাই, তিনি অন্যায় বলেন। সঙ্গীত পারে না, এরূপ দুর্ভাগ্য লোক অতি দুর্লভ। প্রায় জীবমাত্রেই সঙ্গীত শিখিতে পারেন, সঙ্কল্প করিলেই হয়।

পড়িল ঢলিয়া, ইহাই বলিয়া,
"পরাণের নাহিক আশা।"
কহিছে বলাই, রাধা ভাব লই,
পঁহুর এরূপ দশা॥

উপরের ছবিটি হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

আর গোটা দুই কথা বলিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, একবার কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। কৃষ্ণের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধারূপে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা শ্রীকৃষ্ণভাবে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। আবার রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এই পদ দুইটি শ্রবণ করুন—

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে, লোটায়ে ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে॥

ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে পড়ি যায়।
রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মুরছায়॥
পুলকে ভরল তনু গদ গদ বোল॥
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥

আর এই পদটি শ্রবণ করুন—

হরি হরি গোরা কেন কান্দে?
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ,
হেরই গোরা-মুখ চাঁদে॥
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল,
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
ঐছন শিথিল, গাঁথিল মতি ফল,
খসয়ে উপরি উপরি॥
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ,
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই রাই করি,
ধরণী পড়ল মুরছিয়া॥
তাহে প্রিয় গদাধর, বসিয়া করিল কোর,
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া॥
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মনে তোষে,
বাসুঘোষ মরম বুঝিয়া॥

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থায় সুরধুনীতীরে গমন করিয়াছেন এমন সময় দেখেন, পুলিন ফুল-বনে শোভিত। নগরে বসতি অতিশয় ঘন, সুতরাং পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। পুষ্পবন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অমনি বৃন্দাবন মনে হইল ও চারি-

দিকে যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। তখন সুরধুনী যমুনা বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে রাসরসে বিহ্বল হইয়া দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আসিয়া ভক্তগণকে সমুদায় যন্ত্র মিলাইতে বলিলেন। আপনি আপনি আনন্দে ডগমগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতেছেন, কাজেই সকলেই আনন্দে ডগমগ হইতেছেন। ভক্তগণ একে সেই আনন্দের অংশ পাইয়া সেই স্রোতে ভাসিতেছেন। তাহার পরে কতক দিবস প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে আসেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীবাস আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে অনুভব করুন। বাসুঘোষের পদে এই লীলার একটু আভাস আছে। যথা—

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুল বন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিশ্বাস।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ॥

ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত। রাস-রসের আস্বাদন হইতেছে; ইহাতে তিনি কোথায়? তিনি—সেই নাগর? নাগর ব্যতীত রাস কিরূপে হইবে? যিনি আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত তখন নাগর নহেন,—রাধা; সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে। তখন নাগর আর থাকিতে পারিলেন না। আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপ হইল, তাহা শ্রীল বাসুঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

সোঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইলা॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচান।
অঙ্গুলি চালাইয়া করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীর তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ধৈরজ কিরূপে ধরে?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাধাভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্ হইলেন, হইয়া শ্যামসুন্দর রূপ ধরিয়া, রাসের রজনীতে যেরূপ মুরলী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই মধুর মুরলী রব শুনিয়া ভক্তগণ বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। যেমন নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও রাস হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধারূপিণী হইলেন, ও নরহরি মধুমতী হইলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীনিবাস ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া॥
গৌর দেহ শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইল তখন॥
নরহরি মধুমতী হইল সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেই স্থানে।
গো গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে॥

অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥

সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান বৃন্দাবন হয়েছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখাসখী, এমন কি শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি গাভীগণ উপস্থিত। তখন শ্রীরাধকৃষ্ণ মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর সখীগণ মণ্ডলী করিয়া কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানে এই গীতটি দিব—

কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো। ধ্রু।*
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া রাইয়ের মাথায় বেণী।
চূড়া করে ঝলমল ঝলমল, বেণী ধরে ফণী ॥
গোবিন্দ দাস কহে করযোড় করি।
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোর কিশোরী ॥

উপরে ঐ গীতটি দিলাম, তাহার একটি কারণ যে নদীয়ার সুখের দিন অদ্য হইতে ফুরাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ হইতে রাস পর্য্যন্ত সমুদায় রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস কিরূপ, তাহা ভক্তগণকে দেখাইলেন। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও যাহা জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়, তাঁহার পার্ষদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকি রহিল—সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ।

ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের নূপুর পায়ে দিয়া,

* ব্রজাবহারের একটি প্রধান অঙ্গ নৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্যের একটি অস্ফুট শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ রহিল।

কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ত্ব, কি ভাগবত-তত্ত্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্য্য মাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন, যে তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজনা করিতে পারিলেই মন কেন নির্ম্মল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম কেন হইবে? একটি উপমা শ্রবণ করুন; যথা জীবন কিরূপ? না, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে, জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রূপে এই উপমার ফলভোগী।

তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ বলিয়া কি জীবে ব্রজের ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমহাপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীগণের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না, সুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদা হইতে পার না, তুমি তাঁহার গণ হও, হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসি-গণের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই; তুমি এমন স্থলে শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া, দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, তুমি যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসিগণ যে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ পাইবে। আর যে অংশ পাইবে, তোমার পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে, তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।

এখানে কোন সরল স্নিগ্ধ ভক্তি-লোলুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্ণ লীলা ব্যাপারটা কি? যদি

প্রভুর লীলাকথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিব, কিন্তু আমার জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় বলিতে পারি না! অথচ বিষয়টি বড় গুরুতর। সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থানে দিগ্‌দর্শনরূপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

একশ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক বর্ণনা। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন এ সমুদায় সত্য। আবার আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে এ লীলা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিচারের প্রয়োজন নাই। এই ঐতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তর এখানে এইমাত্র দিব যে, যাঁহারা গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে লীলা স্ফূর্ত্তি হয়। তাঁহারা সে লীলার বৃন্দাদেবী, ও তাঁহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন।

ব্রজের নিগূঢ়রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন। সে অবস্থা বিশেষ ভাল করিতে সাধন, ভজন ও সময় লাগে। আমার "কালাচাঁদ-গীতা" নামক গ্রন্থে, আমি ব্রজের নিগূঢ়রস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি এবং পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি সচিত্র করিয়াছি।

সে যাহা হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই প্রয়োজনীয় কথা বলিব। শ্রীভগবানকে জীবন্ত প্রীতি দ্বার. ভজনা করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি ভজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন করা অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন,

দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জীবন্ত ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার কি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব নিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছু নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, শ্রীভগবান্ পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার, তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু তুমি যেখানে তাহা পার না, সেখানে শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও, করাইয়া তুমি তাঁহাদের যুগল বিলাসের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানবলীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ, মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, ইহারা কিঞ্চিৎ মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎ-লীলা ইঁহাদের কিছুমাত্র নাই!

এখন শ্রীভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব-প্রেমের দ্বারা ভজন করিতে কি কি প্রয়োজন, বিবেচনা কর। প্রথম শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার একজন মাতা কি পিতা উভয়ই চাই। তাঁহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাঁহার একজন মাতা না হইলে তাঁহাকে কে বাছা বলিয়া ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বলিয়া ডাকিবে? কেবা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। শুধু তাহা নয়, তাঁহার শুধু একজন মা চাই তাহা নহে, নিজেরও একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুরন্ত শিশু হওয়া চাই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। তাঁহার একজন সখা

হইলেই হইল না, সখার সহিত তাঁহার খেলা চাই, আর তাঁহার নিজের ক্রীড়াশীল ও সরল হওয়া চাই, তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ফূর্ত্তি হইবে না। সেইরূপ শুধু তাঁহার একটি প্রণয়িনী চাই তাহা নহে, মধুর রস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার স্বয়ং নবীন সুন্দর পুরুষ হওয়া চাই, আর তাঁহার প্রণয়িনী লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজরস স্ফূর্ত্তি করিতে কি কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনায়াসে বুঝা যাইবে। উহাতে সুন্দর নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ বন চাই, সঙ্কেত বাঁশী চাই, জটিলা চাই। আর চাই কি? না, নবানুরাগ, বাসকসজ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস প্রভৃতি। তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পার, তবে একটি বুদ্ধির কার্য্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুরোধে যতদূর পার বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ভ কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেখিবে কিছুকাল পরে সে সমুদায় ভাব ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের নবীন-নটবর নাগর জয়যুক্ত হউন! যাঁহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে, তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি ব্রজ-বধূর মুখ-কমল-মধু লুণ্ঠন করেন তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন!

নবম অধ্যায়।

নিজ জন নিঠুর, আনে দয়া প্রচুর।
ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গভীর অটল।
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ॥
যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ প্রেম অঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন।
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ॥

কখন কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ আপন ইচ্ছায় শ্রীবাসের বাড়ী সঙ্কীর্ত্তনে যাইতেন। এইরূপ কি ভাবে একদিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্তগণ মহানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন সময় একজন দাসী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া, শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক, সেই পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীগণ তাহার সেবাশুশ্রূষা ও রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার যে একমাত্র পুত্র সাংঘাতিক রোগে প্রাণে মরিতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের মনে বড় একটা চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাঁহার, তাঁহার পুত্র যাঁহার, যিনি জীবমাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাস কাজেই রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণী-

গণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

ডাকিবামাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতগমনে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তখন কেবলমাত্র চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে। পুত্রের কাছে যাইয়া দেখেন যে, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীগণ কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকী নিত্যধামে যায়, সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। আমার এ পুত্রের যে ভাগ্য তাহা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের তাহার উপর প্রকৃতই স্নেহ থাকে, তেবে তোমরা আনন্দ উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল, নৃত্যকারী শ্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহ ত্যাগ করিল, এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে। তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে অন্ততঃ আমার এই কথাটি রাখ। কিছু কাল ক্রন্দন স্থগিত কর, এমন কি বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন, তাঁহারা যেন এই ঘটনার বিষয় কিছুতে জানিতে না পারেন; কারণ এই কথা প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর তাহা হইলে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে।" অতএব, (যথা চৈতন্য ভাগবতে)—

কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥

শ্রীবাস বলিতেছেন, "যদি ক্রন্দন কলরব শুনিয়া প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয়, তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, অর্থাৎ মৃতপুত্রের মাতা ও তাঁহার বাড়ীর অন্যান্য রমণীগণ কতক বুঝিয়া, কতক অনুরোধে, আর কতক ভয়ে, ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন, ও মৃত পুত্র লইয়া অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন। এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না।

শ্রীবাসের মনে ভয়, যে যদি ভক্তের মধ্যে কেহ এই ঘটনা জানিতে পান, তবেই এই কথা ক্রমে প্রকাশ পাইবে, ও অবশেষে প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইবে। অতএব এ কথা কাহাকেও জানিতে দিবেন না। এই সকল সিদ্ধির নিমিত্ত, সদ্য-মৃত পুত্রকে মৃত্তিকায় রাখিয়া প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে প্রফুল্লিত মুখে, কীর্ত্তন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কাজেই তখন ভক্তগণ কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ কথা অনেকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে, কাজেই থাকিল না। ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যিনি এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন কি যে, যে শ্রীবাস সদ্য পুত্রশোকরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি দুই বাহু তুলিয়া, মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই ভক্ত আবার শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, "প্রভু এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হৃদয় মাঝারে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তুমি, তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ, সেই তুমি তাঁহার একমাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি শ্রীবাসের চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না, বরং দেখিতেছি, যেন শ্রীবাসের চিত্তে আনন্দ ধরিতেছে না। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভক্ত!"

প্রকৃত পক্ষে যাঁহাদের মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ, তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, প্রভু এ কার্য্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্মুখে সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ জীব! তুমি কি আমি, ভগবান্ নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি, তুমি আমি তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাপক হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথা উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে। এ অবতারের সমুদায় কাণ্ডই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা শ্রীভগবান্ দেখাইলেন যে, তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা সুখ। পুত্রশোক অপেক্ষা আর দুঃখ নাই। শ্রীবাস মর্ম্মে এই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া ভক্তি বলে কি করিলেন, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন।

তবে তোমরা বলিতে পার যে, শ্রীভগবান্ শ্রীবাসকে কেন এত দুঃখ দিলেন। কিন্তু শ্রীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাঁহার কি করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, তোমারও ঐ অবস্থায় দুঃখ হইত না।

তাহার পর আর একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু চির-বিয়োগ নয়। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট নূতন জীবন ও চির-মিলন।

বলিয়াছি যে, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, একবার শ্রীবাসের, একবার প্রভুর মুখ

দেখিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও ক্ষান্ত হইল। যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্য হইল। বাহ্য পাইয়া তিনি ভক্তগণের পানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "কেন আমার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে?" তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার বাড়ীতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে? কীর্ত্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার বাড়ীতে, সুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব।" প্রভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে শীঘ্র বল পণ্ডিতের বাড়ী কি কোন বিপদ হইয়াছে?"

ভক্তগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দুঃখের কথা কেহ বলিতে চাহেন না। কিন্তু শেষে বলিতে হইল। ভক্তগণ তখন কহিলেন যে, "শ্রীবাসের পুত্র পরলোকগত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সে কি! কতক্ষণ?" ইহাতে পার্ষদগণ বলিলেন, "এই ঘটনা চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য! তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" কিন্তু তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ

হইতেছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। শ্রীবাস তখন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বলিলেন, "প্রভু! পুত্রশোক সহিতে পারি, কিন্তু তোমার নয়নজল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হও, আমার দুঃখ নাই, দুঃখের সম্ভাবনা নাই," তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে সকলে সেই মৃত-শিশুকে ধরিয়া বাহিরে আনিলেন, আনিয়া শোয়াইলেন। প্রভু তখনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন! প্রভু প্রশ্ন করিবা মাত্রই অমনি সেই মৃতদেহে প্রাণ আসিয়া সঞ্চারিত হইল। আর শিশু কথা কহিতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন, শ্রীবাসের অন্যান্য পরিবারবর্গ ও ভক্তগণ মৃত শিশুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছামত মৃতশিশু উত্তর করিতেছে, যথা, "আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভু! তুমি কৃপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে।" ইহা বলা হইলে তাহার আত্মা তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মৃত-পুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃত শিশুর জননী প্রভৃতি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে জীবিত আছে। শোক, জীবের সর্ব্ব প্রধান দুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বে রমণীগণ মৃত স্বামীর সহিত সহমরণ গমন করিতেন। শোকের কারণ আর কিছু নয়। যিনি শোকাকুল, তিনি ভাবেন যে, তাঁহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল, আর সে কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন, সে জীবিত আছে, তাহা হইলে শোকজনিত দুঃখের অনেক

পরিমাণে হ্রাস হয়। মৃত শিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্য্যন্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপুরিত হইলেন। শ্রীবাসেরা চারি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমর্পণ করিলেন। আর একবার বলি কেন, তাঁহারা পূর্ব্বে এইরূপে একবার কেন, বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিলেন, শ্রীবাস! যখন সংসারে আসিয়াছ, তখন তোমাকে ইহার নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে। তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্লেশ পায়, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজজন যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোকগত হইয়াছে, তেমনি আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র রহিলাম।”

তখন সকলেই শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণ তাহার পরে মৃতদেহ লইয়া সংকার করিতে গেলেন।

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে পারিলেন না। সে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধিয়া রহিল। সকলেই বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু ও কি কথা বলিলেন? প্রভু যে বলিলেন, এরূপ সঙ্গ কিরূপে ছাড়িবেন, তিনি আমাদিগকে কি ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাঁচিবে না? সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মর্ম্মভেদী যে, উহা লইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে পারিলেন না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন।

দশম অধ্যায়।

——:*:——

আজ কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। ধ্রু
"কে আইল" "কে আইল" বলয়ে সঘন ॥
চৌদিকে ভক্তগণ কান্দে অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ ॥
ও মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী গোরার আঁখি যুগে ঝরে ॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ ॥

মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিতেন, কি কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময় একেবারে ভাবে বিভোর থাকিতেন। একদিন ভক্তগণ শ্রীনিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইলে মুখে যেরূপ চিন্তার নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখ-চন্দ্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ বুঝিলেন যে, কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সে চিন্তাটি কি কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ সাহসও কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয় ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, বা উহার উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শ্বে

তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার চক্ষে জল নাই, যেন হুতাশে নয়নের জল শুখাইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুটস্বরে "হায় হায়" করিতেছেন। শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদনা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেছেন কিন্তু নিমাইয়ের মনের কি দুঃখ, তাহা কেহ জানেন না। সুতরাং কিরূপে সে দুঃখ অপনয়ন করিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলে বসিয়া নিমাইয়ের দুঃখ দেখিতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কখনও বা একটু উঠিয়া উকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। কখন কখন শব্দ হইলে নিকটের ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা দেখ ত, কে এলো ?" এই কথা শুনিয়া কেহ বা বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, "কই ? কেহ আসে নাই।" তখন আবার নিমাই একটু শান্ত হইলেন। আবার উকি মারিতে লাগিলেন, আবার কোন শব্দ হইলে বলিতে লাগিলেন, "আবার দেখিয়া আইস, কেহ আসিয়াছেন কি না।" কেন নিমাই এইরূপ করিতেছেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোপীনাথ সিংহ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পানে শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "অক্রূর! তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবে ?" এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি।

শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ লীলারস সমুদায় স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণ-লীলায় আর

এক পদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে এখন "অক্রূর সম্বাদ" পালা আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিন্ধিয়া গেল যে, শ্রীঅক্রূর আসিতেছেন, আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

এখন উপরের যে বাসুঘোষের পদ, উহা অনুভব করুন। অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন, অক্রূর আসিতেছেন, আগতপ্রায়, কিন্তু কখন আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর। কাজেই উদ্বেগে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, একটু উঠিয়া মুহুর্মুহুঃ উকি মারিতেছেন; কোন শব্দ শুনিলেই "কে এলো" বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একটু শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন, "এই এসেছে।"

এখন মথুরার লীলা আরম্ভ হইতেছে। এখন কাজেই অক্রূরকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অক্রূরকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, করিতে করিতে ক্রমে ভাব ফুটিতে লাগিল। ভাব ফুটিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসে বিভোর হইলেন যে, অক্রূর আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছেন। ক্রমে যেন অক্রূর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন, তখন তিনি অতি কাতর হইয়া অক্রূরকে সম্বোধন করিয়া অনুনয় বিনয় করিতেছেন। বলিতেছেন, "অক্রূর আমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" ইহা বলিয়া এরূপ কাতরস্বরে মিনতি করিতেছেন যে, যাঁহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া প্রভুর ভাব দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আবার বলিতেছেন, "অক্রূর! আমার কৃষ্ণ যতনের ধন, মথুরা স্বার্থপরতার স্থান, সেখানে যত্ন হইবে না। তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্ম্মাহত হইবেন।" নিমাই এইরূপ বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার কথা না শুনিয়া অক্রূর তবুও কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, "অক্রূরের দোষ কি,

আমার কপালের দোষ। বিধি আমার কপালে কৃষ্ণ-বিরহ লিখিয়াছে, অক্রূর কেবল সেই নির্ব্বন্ধ পালন করিতেছে মাত্র।” শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মুহূর্ত্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা নানা পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটি পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তুই রে বিধি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি।
আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি॥
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি।
রাখিস্ তারে যতন করি॥
(আমার যতনের ধন রে)

এইরূপে অক্রূরকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন, এমন সময় সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে এই যে, নিদয় অক্রূর তাঁহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন ব্যগ্র হইয়া বলিতেছেন, “অক্রূর! আমার প্রাণনাথকে কোথা নিয়া যাইতেছ? আমি বাঁচিব কিরূপে? আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, অক্রূর, তুমি আমার কৃষ্ণকে লইও না।” ইহাই বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে আবার বসিলেন। তখন নিমাই ভক্তগণকে বলিতেছেন, “তোমরা যে চুপ করিয়া রহিলে? তোমরা যে কেহ কথা কহ না? কৃষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না?” কিন্তু ভক্তগণ এ কথায় উত্তর দিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—

হরি হরি কি কহিব গৌর চরিত। ধ্রু।
“অক্রূর” “অক্রূর” বলি, পুনঃ পুনঃ ধাইছে,
ভাবিয়া পূরব পীরিত॥

কাঁহা মোর প্রাণ নাথ লই যাইছ,
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বচন, বোল নাহি ঐছন,
সব জন রহল নিচুপে॥
বোরি ভকতগণে, বোলত পুনঃ পুনঃ
তু সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

তখন "অক্রূর একটু দাঁড়াও, আমি একবার জনমের মত দেখিয়া লই", ইহাই বলিয়া উঠিয়া প্রভু অক্রূরের পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বড় পরিশ্রম করিতে হইল না। কারণ "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া দু এক পা যাইতে যাইতে একটু কাঁপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যে, প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় না পড়েন, কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্যগতিও বুঝিতে পারেন না। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্যজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে, তবু উভয় ভাবে অনেক প্রভেদ। ইহার তথ্য পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে "নিমাই"

"কৃষ্ণ" বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। এখন নিমাই শ্রীমতী রাধা, অথবা একজন গোপী। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যেরূপ গোপীগণ কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার॥

পুনঃ যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এই মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে উঠে খেদ প্রভুর হিয়ায়॥

এখন একটু চেতনা হইতেছে, আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কি প্রলাপ বলিলাম? আমি কি রাধা? আমি না নিমাই?" কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার অচেতন হইতেছেন। এই গোপীভাব উদয় হইলে, প্রভু আর শ্রীভগবানরূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। তবু মাঝে মাঝে শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কিরূপে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই যে গোপীভাবে কৃষ্ণ বিরহ, ইহা অদ্ভুত কাণ্ড। জ্যোৎস্না দেখিয়া, শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন? না, কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া গিয়াছেন, তিনি মথুরায় আছেন, কুব্জা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ধুলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে নিমাইয়ের উক্তি—

কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ হরে নিল।

জীবের শিক্ষা এই অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা পদে পদে বুঝা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব পরিবর্ত্তনে বুঝা যায় যে, জীবে সাধারণতঃ প্রথমে ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ ভজন করিয়া, ক্রমে ক্রমে মধুর ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে করিতে, তিনি শেষে পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে উঠাইয়া, যেরূপ পতি আপন নারীকে হৃদয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ করিয়া থাকেন।

আপনার বাড়ীতে নিমাই বসিয়া আছেন, এমন সময় সেখানে শ্রীকেশব ভারতী আইলেন। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিলেন—

বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া বসতি।
কাল হয়ে এলো মোর কেশব ভারতী ॥

নিমাই যে "কে এলো কে এলো" বলিয়া উঠিতেছেন, সে কি এই কেশবভারতীর নিমিত্ত? কেশবভারতী একজন ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অতি শুদ্ধচিত্ত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ভক্ত দেখিলেই নিমাইয়ের এরূপ হইত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া নিমাইকে দর্শন করিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি শুক না প্রহ্লাদ?" এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই আরো কান্দিয়া উঠিলেন। কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি, বলিতেছি।"

যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়।
সর্ব্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়॥

তাহাতে (চৈতন্যমঙ্গলে)—

এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর।
ন্যাসী নমস্কারি বলে বচন মধুর॥
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়॥
বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া।
কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে কবে দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাব॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রশংসাং স্বাং শ্রুত্বা দ্বিগুণ বিকলোঽসৌ পুনরপি,
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিতঃ।
ভবান্ দেবোবিষ্ণুর্বিদিতমিদমেবং খলু ময়ে
ত্যুপাকর্ণ্য শ্রীমান্নসনমিহ কর্ত্তুংস চকমে॥ ৫৪।

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় সুরধুনীতীরে একটি সুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাহ্য পাইলেন ও তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন। ভারতীকে নিমাই যত্ন করিলেন, করিয়া একটু বাহ্যও পাইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না।

একদিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়াছেন, ইহা ত নিমাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন। এই সাব্যস্ত করিয়া কৃষ্ণবিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রোধও হয়। নিমাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া মনে ক্রোধ করিলেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন। গোপীগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহন করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া অনুগতা সরলা গোপীগণকে মোহিত করিয়া, কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করায় ফল কি? সুখই বা কি? অতএব আর কৃষ্ণকে ভজন করিব না। বরং গোপীগণ ভাল, তাঁহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিমিত্ত সমুদায় ত্যাগ করিল। অতএব কৃষ্ণকে ভজনা না করিয়া গোপীগণকে ভজন করাই কর্ত্তব্য। নিমাই অহরহ মুখে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন, কিন্তু এই অবধি গোপীগণকে ভজন করিবেন, শ্রীকৃষ্ণকে আর ভজন করিবেন না, মনে স্থির করিয়া, মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া একমনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব একটু বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া সেই গোপীনাম জপ শুনিতেছেন। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনি আর নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন। অতএব প্রভুকে তিনি খুব চিনেন। নিজে তখন খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস যেরূপ বেদের, রঘুনন্দন যেরূপ স্মৃতির, রঘুনাথ যেরূপ ন্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য! শুনিয়াছেন, নিমাইপণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধুপথ ছাড়িয়া দিয়া,

"হরি ভজা" হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা শুধু কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার নিমাইপণ্ডিতকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন, নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি একমনে "গোপী" নাম জপিতেছেন।

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, আগমবাগীশের জিগীষা বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে দম্ভের চিহ্ন নাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। তখন এরূপ নিরীহ ও ক্ষমতাশূন্য লোকের সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহাও ভাবিলেন, তিনি আগমবাগীশ যখন আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আগমনে একেবারে বিফল হওয়া উচিত নয়। তিনি আসিলেন, আর চলিয়া গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ্য করিল না, ইহা হইতে পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোটা দুই উপদেশ দিয়া যাইবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার কার্য্যপ্রণালী শাস্ত্রসম্মত নয়।" কিন্তু নিমাই সে কথা শুনুন বা না শুনুন, শুনিয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত হইয়া "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ আবার বলিতেছেন, "তোমার এ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপীনাম জপিবার বিধি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপীনাম জপা ছাড়িয়া দাও, বরং কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে।"

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রভু মুখ তুলিলেন, তুলিয়া আগমবাগীশের কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ যাহা বলিলেন, নিমাই

তাহার ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ যে কে, তাহা চিনিলেন না। তবে তিনি যে একজন অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ নিজ জন নহেন, ইহা স্বভাবত তাঁহার মনে উদয় হইল। মনের ভাব এই হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানন্দ একজন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। প্রভু কৃষ্ণানন্দকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণনাম আর লইব না। কৃষ্ণ নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন।" তখন আগমবাগীশ জিভ কাটিয়া বলিতেছেন, "ও কথা বলিতে নাই, শুনিতে নাই, আর কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া গোপীনাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বলিতেছেন, "তুমি কৃষ্ণের দূত হইয়া আবার আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।" আগমবাগীশ ইহার ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "আমি আর কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। তুমি গেলে না? দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।" ইহাই বলিয়া নিকটে যে একখানা যষ্টি ছিল তাহা করে লইয়া, "বাহির হও" বলিয়া ক্রোধের সহিত আগমবাগীশের পানে ধাইলেন। আগমবাগীশ যদি ঐ ভাবের ভাবুক হইতেন, তবে প্রভু তাহাকে কৃষ্ণের দূত ভাবিয়া যেরূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে ভাবের ভাবুক নহেন, অতএব প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান প্রকাণ্ড দেহধারী যুবক যষ্টি হস্তে করিয়া কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মানুষ তিনি আর কি করিবেন? "বাপরে, "মার্‌লেরে" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড় মারিলেন যে, পশ্চাতে যে কেহ তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে না, ইহা দেখিবার অবকাশও পাইলেন

না। কেবল দৌড়িয়া দৌড়িয়া নিজের স্থানে, আপনার নিজ জনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কেহ আর আসিতেছে না, আর নিজ জনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইল। কিন্তু তবু কথা কহিতে পারিলেন না। ভয়ে ও পরিশ্রমে কাঁপিতে ও ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

তখন নিজ জনের নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতেছেন, অদ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। অদ্য পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। বড় ফাঁড়া কাটাইলাম! রাম! রাম! এমন স্থানেও মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার বিহিত করিতে হইবে। নিমাইপণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছেন?"

সকলে কৌতূহলী হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করায়, আগমবাগীশ বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত বড় ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে আর নিমাই "গোপী" "গোপী" নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম ইহাকে একটি সদুপদেশ দিয়া যাই। ইহাই ভাবিয়া বলিলাম যে, 'তুমি গোপীনাম না জপিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর।' এই আমার অপরাধ। ইহাতে কৃষ্ণকে ত অনেক কটু কাটব্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল কি,—সেই নিমাইপণ্ডিতকে দেখেছ ত, চারি হস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের বল,—তাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন আমি দেখিলাম যে, এক দৌড় মারিলে প্রাণরক্ষা হইলেও হইতে পারে। তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম। এখন তোমরা বিচার কর, নিমাইপণ্ডিত কি নদের রাজা?"

আগমবাগীশের গণ যাঁহারা, তাঁহাদের নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার ধর্ম্মের উপর বড় অশ্রদ্ধা। তাঁহারা এ কথা শুনিয়া প্রভুর দোষ কীর্ত্তনের একটি উপলক্ষ পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, "কল্য নিমাই-পণ্ডিতের সহিত একত্রে পড়াশুনা করিলাম, আজি তিনি কিরূপে গোসাঞি হয়েন ?" আর একজন বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্মণের তেজ রাখি। তিনি যে ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন, তাঁহার এ আস্পর্দ্ধা কেন হয় ?" একজনের পিতা একটু বড়লোক। তিনি বলিতেছেন, "তিনি জগন্নাথের বেটা, আমরাও কম লোকের সন্তান নহি।" আর একজন বলিলেন, "তিনি মারিতে যে আসেন, তিনি কি রাজা ?" এই কথা শুনিয়া আর একজন বলিতেছেন, "ইহার প্রকৃত কর্ত্তব্য আমি বলিতেছি। তিনি যেমন আমাদের মারিতে আইসেন আমরাও তাঁহাকে মারিব, দেখি তাঁহাকে কে রাখে ?"

তাঁহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এখন নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন "বাহির হও" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তগণও তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন। এদিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন। আগমবাগীশের ভয় ও দৌড় দেখিয়া শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্দণ্ডে তাঁহার নিপট্ট বাহ্য হইল। যদি কৃষ্ণানন্দ এই কৃষ্ণের দূতভাব স্বীকার করিয়া নিমাইয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন, তবে হয়ত তাঁহার মোটে বাহ্য হইত না।

নিমাই অনেক দিবস পর্য্যন্ত গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভোর ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার সে ভাব যায় নাই। সে ভাব দেখিয়া শচী

প্রভৃতিও ভক্তগণ কান্দিয়া কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াও প্রভু যে এই ভাবসাগরে ডুবিয়া আছেন, তাহা হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাঁহাকে চেতন করাইয়া দিলেন।

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন। প্রভু বসিয়া ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, 'আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম'? ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্রীনিমাই সমুদায় জানিতে পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন, এ সমুদায় তাঁহার স্মরণ হইল। তখন তাঁহার চাঁদমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া বিষণ্নমনে অবনত মুখে রহিলেন।

নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা রহিয়া গেল। তিনি যে কি ভাবিতেছেন, ও ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান রহিয়াছে, আর তিনি কোন ভাবের অভিভূত নহেন। এইরূপে নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণ একটু দূরে বসিলেন। এমন সময় এই একটি কথা বলিলেন, "কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলিখণ্ড ঔষধ ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না হইয়া আরও বাড়িয়া চলিল।" এই কথা বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। অর্থাৎ প্রভু যে হাস্য করিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, সে সুখের হাসি নয়, ক্লেশের হাসি।

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এ কথার অর্থ

কি সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছিলেন, "এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিবেন।" এখন বলিতেছেন, ঔষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল।" এই দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। নানা জনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু যিনি যাহাই স্থির করুন, সকলেই একটি বিষয় নিশ্চিত বুঝিলেন। সেটি এই যে, প্রভু কি নিঠুরালী করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। কিরূপে কি করিবেন, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছে না। পুত্রের আসন্নকাল উপস্থিত হইলেও পিতা মাতা মুখে বলিতে পারে না, পুত্র মরিবে, কি মরিতেছে। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, ভক্তগণ এ কথা মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। এই সময়ে নবদ্বীপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দন লেপিত, গলে মালতীর মালা, অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা করিতেছে। দুষ্টলোকে ইহা দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল।

আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি ও পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখবিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতিদিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন, তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা, চন্দন, ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আইসেন।

এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্টলোকের আর সহ্য হইল না। তাহারা বলিতে লাগিল, "শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল? নিমাইপণ্ডিতের বড় সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া বেড়ান? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।" ইহাই বলিয়া ষণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে, এই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর এই আগমবাগীশী কাণ্ড।

অন্তর্য্যামী ভগবান্ সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! নগরে পরামর্শ হইতেছে যে, আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন?" এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া, হাতে করোয়া লইয়া, সেই সমুদায় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখের নাশ ও ভিক্ষুকের অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে।"

পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী মানিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি সাক্ষী থাকিলে। চন্দ্র সূর্য্য, তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার নিজজন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন, কেহ বা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন। কোন কোন ভক্ত মনদুঃখে আমাকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমি সুখে থাকিলে

তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে ঘরের বাহির হইলাম, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।"

এখন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাঁহার নিজ জনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা যে বলিলাম, ইহা বাহুল্য বর্ণনা নহে। অনেকেই তাঁহার নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণ দিতে পারেন। তাহার পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার নবীনা ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে। নিমাই এ সমুদায় নিজ জনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? এমন সমুদায় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে, তাঁহার নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কি ইচ্ছা, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর যত সুখ আছে সমুদায় ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন, তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্য গীত করিতেছিলাম। কিন্তু জীবের তাহা সহ্য হইল না। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে ক্রোধ হইতেছে। আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, তোমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জীবগণের মনস্তুষ্টি করিব। আমি সন্ন্যাসী হইয়া, কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি

বলিতেছেন, "প্রভু! এমন নিঠুরালী করিও না। মায়ের দশা একবার মনে কর।"

প্রভু বলিতেছেন, "সেই জন্ত আমি সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীব আমার গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে। কাজেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কঠিন জীবগণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, না কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, জীবগণকে উদ্ধার করিব?"

শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন, "প্রভু, শ্রীভগবান্! তিনি তাঁহার ত্রিতাপিত জীবগণকে, স্বয়ং কান্থা-করঙ্গধারী হইয়া, উদ্ধার করিবেন। আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনিবেন কেন? আর আমিই বা নিবারণ করি কি বলে? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি না, প্রভু যেখানে গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাঁটিয়া, উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হইবে?" ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দিবে বা নিষেধ করিবে? তবে এই নিবেদন, আর পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা বলুন, আর যাইবার পূর্ব্বে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন ও

মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে বলিয়া কহিয়া স্থির না করিয়া যাইব না।"

একাদশ অধ্যায়।

——:*:——

যাই মাগো তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। ধ্রু।
সদা কৃষ্ণনাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাইর এই ভিক্ষে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী, ছুখিনী সে অনাথিনী,
যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে।
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলঙ্ক চিরকাল,
জ্বলন্ত অনল সম বলরামের বক্ষে ॥

প্রভু কিন্তু এ কথা নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সেভাবে বলিলেন না। তাঁহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য প্রকারে। কিরূপে বলিতেছি। পদকর্ত্তা বাসু-ঘোষের অগ্রজ পদকর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর দৌড়িয়া আসিয়া একটি সংবাদ বলিলেন। এই ঘটনা গোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি শুনিনু আচম্বিত।
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ।
ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছি বসি ॥
নিঝরে নয়ন ঝোরে, বুক বাহি ধারা পড়ে,
মলিন হয়েছে মুখশশী।

দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আন চান,
শুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেক সম্বিত হইল, তবে মুঞি নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন উত্তর॥
আমি ত বিবশ হইয়া, তাঁরে কিছু না কহিয়া,
ধাইয়া আইনু তব পাশ।
এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
গোবিন্দ ঘোষ কহয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইব মরিয়া॥

গদাধর মুকুন্দের নিকট এই সংবাদ বলিতে যাওয়ার কারণ আছে। প্রথম, গদাধরে ও মুকুন্দে এক আত্মা; আর দ্বিতীয়, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, এ সংবাদ মুকুন্দ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবগতিকে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রভু আর অধিক দিন ঘরে রহিবেন না। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ।
"শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে এই দেব বিশ্বম্ভর॥
যাবৎ আছয়ে দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পুরিয়া॥

ছাড়িয়া যাইবে প্রভু নিজ গৃহবাস।
জননী ছাড়িবে আর সব নিজ দাস॥"

এখন প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন বলিতেছি। প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহার ভক্তগণও নীরবে তাঁহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন। একদিন সকালে উঠিয়া প্রভু অতি কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই ভাব দেখিয়া, ও করুণ রোদন শুনিয়া, ধৈর্য্যহারা হইয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রভু তাঁহাদের রোদন দেখিয়া আপনা হইতে বলিতেছেন, "কল্য নিশাযোগে আমি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বড় কাতর হইয়াছি, আর আমি রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" তখন স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত, সকলে প্রভুর মুখপানে আগ্রহের সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে বসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিন্ধিয়া গেল। আমি এখন কোনও ক্রমে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ভক্ত বলিলেন, "ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি, আমরা বুঝিলাম না। কেহ কোন মন্ত্র বলিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কান্দ কেন? মনে করিলেই ত রোদন সম্বরণ করিতে পার?"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথা মনে করিতেছি, আর আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে।" সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, "তুমি তিনি।" কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—

"কেমনে ছাড়িব আমি প্রিয় প্রাণনাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥"

"যদি আমি আর শ্রীভগবান্ এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন না, তাহা হইলে আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য্য সাধন হইবে? প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবত কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া থাকিবেন, "তুমি তিনি" এ কথা অন্যায় কি হইল? ঠিক কথাই ত বলা হইয়াছে? যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে তোমার তত্ত্ব অবগত আছে বই আর কিছু নয়।"

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্যের তরঙ্গ না উঠিলে, মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত রহস্য করিলেন? এখন শ্রবণ করুন। মুরারিগুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ কর।" যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

ইতি শ্রুত্বা গুপ্ত সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ।
প্রভো ত্বং ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুরুত্যোঃ॥

অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, "প্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি 'তুমি তিনি' অর্থাৎ তুমি আর ভগবান্ যদি এক এইরূপই হয়, তবে তুমি সেই মন্ত্রকে 'তুমি তাঁহার' করিয়া লও। তাহা হইলেই হইল।"*

* প্রভুর স্বপ্নের প্রতিপাদ্য বাক্য 'তত্ত্বমসি'। বেদের এই মহাবাক্যের অর্থ সাধারণে 'সেই তুমি হও' এইরূপ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তাই মহাপ্রভু ভঙ্গী দ্বারা মুরারিগুপ্তের মুখে সেই মহাবাক্যের প্রকৃত

এই কথা শুনিয়া অতি দুঃখের মাঝেও, শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ঠিক হইয়াছে। তাহাই করিব। যেমন বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতীকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে হইতেছে? যাহাই বল, আমার সংসারে থাকা হইল না। আমি বুঝিলাম, আমাকে এতদিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল।"

এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাহিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে যেরূপ দেবতার গর্জ্জন শুনিলে, লোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় মারে, সেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া মুকুন্দের নিকট গমন করিয়া, সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। গদাধর বলিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। মুকুন্দ বলিলেন, তাঁহারও তাহাই। গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, তাঁহারও তাহাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছাড়িবেন। এখন ভক্তগণও এক প্রকার বুঝিলেন যে, প্রভু আর অধিক কাল গৃহে থাকিতেছেন না। প্রভুর ভক্তগণ তখন পৃথিবীর সমুদায় সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তাঁহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ দেখেন। নয়ন মেলিলে তাঁহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনারা আপনারা কথা বলেন, তখন কেবল প্রভুর কথাই বলেন।

অর্থ জীবগণকে বুঝাইলেন। "তস্ত ত্বম্ ইহা তৎপুরুষ সমাস করিলে তত্ত্বন শব্দ হয়। তস্ত অর্থাৎ তাঁহার ত্বং অর্থাৎ তুমি, অসি অর্থাৎ হও। মুরারিগুপ্তের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, ঠিক হইয়াছে, তাহাই করিব।"

একজন আসিতেছেন, একজন যাইতেছেন, পথে দেখা হইলে আগের জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কেমন আছেন, কি করিতেছেন?" আর কোন কথা আছে, আর কোন বস্তু আছে, ভক্তগণ তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারা শুনিলেন যে, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন, "আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।" সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভু যদি প্রকৃতই এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে সকলে প্রাণত্যাগ, কি ঐরূপ একটা কিছু করিবেন। তাঁহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে, প্রভু কি করিবেন তাহা তাঁহারা জানেন না। সকলেই ইহাই বলিয়া দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকলের আহার নিদ্রা সুখেচ্ছা একেবারে গেল।

শচী এ সমুদায় কথা কিছুই জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছেন। মধ্যযোগে নিমাইকে সংকীর্ত্তনে মগ্ন দেখিয়া শচী ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র এতদিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের ন্যায় নিঠুরালী করিয়া পলাইতে পারিবে না, কারণ নিমাই সংকীর্ত্তনে পাগল, আর বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সংকীর্ত্তন কোথাও পাইবে না। কোথায় নিতাইকে পাইবে, কোথায় অদ্বৈতকে পাইবে, কোথায় শ্রীবাসকে এবং কোথায় অন্যান্য সঙ্গীদিগকে পাইবে? সুতরাং নিমাই এ সমুদায় সঙ্গীর ও সঙ্কীর্ত্তনের লোভ ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্কীর্ত্তনে স্পৃহা কমিয়া গেল, নৃত্য গীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীগণের সহিত কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল,—নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্ব্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ থাকিতেন, এখন যেন অতি ব্যথিত, যেন হৃদয়ে শেল বিন্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। শচী আর মনোদুঃখে নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ নয়। নিমাই

কি আর ঘরে থাকিবে? আর কি সে নিমাইকে ঘরে আটকিয়া রাখিবেন? নিমাই তাঁহার বাধ্য নয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, নিমাই ত আর সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত নাই? নিমাই ত আর তাঁহার ভক্তগণের নয়? নিমাই তখন আপনা আপনি বসিয়া কান্দে, কাহার সহিত কথা কহে না।

এমন সময় শচী দেখিলেন যে, কেশবভারতী আসিয়াছেন, আর নিমাইয়ের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তখন "নিলে, নিলে! আমার নিমাইকে নিলে!" মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, দুঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভগিনী আইলে অতি নির্জ্জন স্থানে তাঁহাকে লইয়া শচী বসিলেন। তখন অতি বিষণ্ণ মনে বলিতেছেন, (যথা প্রেমদাসের চন্দ্রোদয় নাটকে)—

শচী বলে ভগ্নী শুন, তোমারে কহি যে পুনঃ,
আমার জীবন বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাসী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে,
তা দেখিয়া মোর লাগে ডর॥

শচীর ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে আদর করিলেন।" তাহাতে শচী বলিলেন, "সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন সন্ন্যাসী আইলে, নিমাই তাহার সহিত কি কথা বলিল, আর কত আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল, দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।" ভগিনী বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি হইল? বোধ হয় কেশবভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাঁহাকে আদর করিয়াছেন।"

শচী। ভগিনী! তুমি কি ভুলে গিয়াছ। সন্ন্যাসী নাম শুনিলে

আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ত আর ভুলিবার নহে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্ন্যাসী যায়, তবে আমি অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন আমার নিমাইকে না নিয়া যায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি, তবে আমার অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছে।

তখন দুই ভগিনী পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কথা নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। শচী বলিলেন, "ভগিনী! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে আছে কি না? স্নানের বেলা হইল, এখনো বাড়ী আইল না কেন?" ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিতেছেন, "ঐ যে নিমাই আসিতেছে," বলিতে বলিতে নিমাই আসিলেন। শচী দেখিলেন নিমাই সচেতন আছেন।

নিমাই জননীকে দেখিলেই করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতেন। যে কয়েকবার এরূপ দেখিতেন, সে কয়েকবারই এইরূপ করিতেন। জননীকে দেখিয়া অমনি ভক্তিতে গদ গদ হইয়া শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

মায়ে দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি
প্রণমিল চরণ যুগল।

শচী চিরজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমার নিকট বসিয়া তোমার মাসী, দেখিতেছ না? উহাকে প্রণাম কর।" এ কথা শুনিয়া,

মায়ের আজ্ঞায় তারে প্রণমিল বিশ্বম্ভরে,
তিঁহ তবে সঙ্কুচিত হইল।

যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করিলেন বলিয়া জড়সড় হইলেন।

শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে থাকিয়া সংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। কিন্তু নিমাই একেবারে সংসারের সুখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার এক ভাব, নিমাইয়ের এক ভাব, কাজেই পুত্রের নিকট সমুদায় মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। এখন শচী চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্ব্বকার সঙ্কুচিত ভাব, সঙ্কল্প দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব। আমাকে ভাঁড়াইবা না, উচিত উত্তর দিতে হইবে।"

নিমাই। মা, আজ্ঞা করুন।

শচী। তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর কর কেন? কেশব-ভারতীকে সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

নিমাই। মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি। তাহাতে দোষ কি?

শচী। নিমাই তুমি আমাকে ভাঁড়াইতেছ? আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমি কি বিশ্বরূপের মত আমার বুকে শেল মারিয়া আমাকে ফেলিয়া যাইবে। স্পষ্ট করিয়া উত্তর দাও।

নিমাই। মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি স্ববশে নাই। কিন্তু আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব। যদি কোথাও যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব, আর যদি কোথাও যাই, তবে আবার আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।

শচী এ সমুদায় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। নিমাই সত্যবাদী; চন্দ্র সূর্য্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে

না, তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাঁহার মনের ভাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন নাই, এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা, তাঁহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া, দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটি এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন তিনি এ কথাটি গোপন করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন, মনে মনে বুঝিলেন যে, নিমাই বিশ্বরূপের মত তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবেন না, তখন তাঁহার যে কাজ ভাল হয় নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ, আমি তোমার নিকটে একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছি। আমি এতদিন ভয়ে বলি নাই অদ্য বলিব। তুমি বাপ, অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবে?"

শ্রীনিমাই শিহরিয়া বলিতেছেন, "মা! এ কথা বলিতে নাই। জননীর আবার পুত্রের নিকট অপরাধ কি? তবে বিবরণ কি, বল, শুনিতেছি।"

শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা বিশ্বরূপের কথা।"

এই কথা বলিতেই নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, "সে কি দাদার কথা? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব, ইহা আমি কখন আশাও করি নাই! বল বল, আমি শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা যখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে ফেলিয়া যায়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হস্তে একখানি পুঁথি দিয়া বলিয়াছিল, "মা! নিমাই বড় হইলে, তুমি তাহাকে এই

পুঁথিখানি দিয়া বলিবে যে, তোমার দাদা তোমায় এই পুঁথিখানি পড়িতে বলিয়াছে।”

শচী বলিতেছেন, “এই কথা শুনিয়া আমি পুঁথি লইলাম না। আমি বলিলাম, ‘আমি কেন দিব? তুমি নিজে দিলেইত দিতে পারিবে?’ তাহাতে বিশ্বরূপ অতি কাতর হইয়া বলিল, ‘মা! আমার এ কথা তো রাখিতে হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। তাই এই পুঁথিখানি তোমার কাছে রাখিতে চাই। যদি আমি না পারি, নিমাইকে দিও।”

শচী বলিতেছেন, “তখন আমি জানি না যে, বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল মারিবে। আমি বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পুঁথিখানি লইলাম।” ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইলেন।

নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধীর হইয়া বলিতেছেন, “মা, চুপ করিলে কেন? বুঝিতেছ না যে, তোমার কাহিনী শুনিতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে?”

শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “বাপ! আমার বলিতে ভয় করে।”

তখন শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, “মা, তুমি আমাকে ভয় কর, এ তোমার বড় অন্যায়। আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়, তুমি শীঘ্র বল, সে পুঁথিখানি কোথায়?”

শচী তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, “বিশ্বরূপ তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। একদিন রন্ধন করিতে করিতে সে পুঁথির কথা মনে পড়িল। সেই পুঁথিখানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে, তবে হয় ত তাহার মনেও ঔদাস্য হইবে।

তাহাই ভাবিলাম যে, পুস্তকখানি নিমাইকে দিব না।" ইহা বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, তুমি পুঁথিখানি এখন দাও, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছি।"

শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পুঁথি তোমাকে দিব না ভাবিয়া, উহা উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল।

শচী উহা দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপ! তুমি রাগ করিবে জানি, তাই আগে আমি ক্ষমা চাহিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, মুখ উঠাইয়া জননীর দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন। বলিতেছেন, "আমার দাদার একমাত্র নিদর্শন পুঁথিখানি নষ্ট হওয়ায় স্বভাবত দুঃখ পাইয়াছিলাম। মা আমাকে ক্ষমা কর। তোমার দোষ কি? তুমি বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত। তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, আমিও স্বচ্ছন্দ হইলাম।"

শচীর মনে তদ্দণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি যে বলিলে, যদি যাই, তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া যাইব,—তুমি কি কোথাও যাইবে?" নিমাই, বলিলেন "হাঁ মা, আমার ইচ্ছা আছে যে, কোন পুণ্যভূমি দর্শনে যাইব।"

শচী। তুমি বল কি? তুমি তিলমাত্র অদর্শন হইলে আমি মরিয়া যাইব।

নিমাই। মা! তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমাদের সুখের নিমিত্ত যাইব।

শচী। বাপ, যাহা কর, আমাকে আর দুঃখ দিও না।

নিমাই। মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? (যথা, চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)—

তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা,
তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দশ দিক সুখময়, সদাই তোমার হয়,
তোমারে বা কি বলিব আমি?

শচী। বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখ দিবার কর্ত্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

নিমাই। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোমাকে না বলিয়া, তোমার অনুমতি না লইয়া, কোথাও যাইব না।

শচী। তা বটে।

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। তিনি পুত্র, শচী জননী, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী। তিনি শচী জননীর নিকট অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি সামান্য জীবের হইতে পারে?

দ্বাদশ অধ্যায়

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুজিব গোপিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আপন বন্ধুয়া, বান্ধিয়া আনিব,
আমি না ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জিউ,
নারী বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা॥

নিমাই দাস্য ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়াই, তিনি স্বয়ং ভগবান্ এই পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আস্বাদ করিয়া, তাঁহার ভক্তগণকে উহা আস্বাদ করাইতেছিলেন, কিন্তু জীবের দুর্ম্মতি দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত তাঁহার আর একটি কার্য্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয় ত তদ্দণ্ডে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু তখন তিনি রাধাভাবে বিভোর। রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে যে, কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই তিনি, তাহা হইলে শ্রীমতী তাহার একমাত্র সুখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিয়া যাইবেন। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে তাঁহার গুরুর নিকট শুনিতেন যে, সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য "তুমিই তিনি," অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই ভগবান্, তবে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এই জন্য পূর্ব্বেই স্বপ্নযোগে শ্রীপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া, প্রভু মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই দুঃখ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কতক কৃতকার্য্যও হইলেন।

প্রভু এখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন? যদি সন্ন্যাসী

হইয়া কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার পায় না। কিন্তু সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি-পথের বিরোধী, সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপরিউক্ত পদটি বিচার করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না। তবে করিবেন কি, না, গেরুয়াবসন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ কি যোগাভ্যাস না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিবেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাঁহার পার্ষদগণেরও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিরূপে জানিব? তিনি বসিয়া গল্প করিতেন না, কি ধর্ম্ম উপদেশও দিতেন না। তিনি কি করিবেন না করিবেন তাহা লইয়া পার্ষদগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না। তবে তাঁহার কার্য্যের, কি আবিষ্ট অবস্থার দুই একটি কথা দ্বারা, তাঁহার মনের ভাব কতক জানা যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, কি ধর্ম্ম প্রচার করা, যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য, তাহা বাহিরের লোকে তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্য, কি কথা দ্বারা, জানিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন, তাহা বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরিয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন এই মাত্র বলিতেন যে "তোমরা হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, শ্রীনিগাইয়ের প্রধান কার্য্য রসাস্বাদন করা। তিনি ভাবতরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। "আমি জীব উদ্ধার

করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব" ; এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন না, কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, কৃষ্ণ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিবেন।

তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য, তাহা লোকে প্রকারান্তরে, তাঁহার নানা কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিত। হরিনাম প্রচারের জন্য প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর কৃপায়, নূতন নূতন রস আস্বাদ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতেন যে, তাঁহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হৃদয় দ্রব করিতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের যে সমুদায় প্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম করা ভক্তগণের সাধ্যাতীত, (যেমন জগাই মাধাইকে উদ্ধার,) ঐ সকল প্রভু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিলে হরিনাম প্রচার হইবে না। তাই হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত, সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।" তাঁহার সন্ন্যাস কার্য্যটি কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ-রসে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহারা তরঙ্গের মধ্য দিয়া বড় নদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা এটা লক্ষ্য করিয়াছেন কি? নৌকায় এক একটি তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা টলমল করিতেছে। নৌকা যতই অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে। ক্রমেই বোধ হইতেছে যে, নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটি তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল। দেখিয়া প্রাণ শুখাইয়া গেল, মনে উদয় হইল বার বার এইবার বুঝি নৌকা ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটি প্রকাণ্ড রস-তরঙ্গ প্রভুকে

আঘাত করিতে আসিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে ডুবাইবে কি কূল ছাড়াইয়া অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এইবার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন।

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কুলের অর্থাৎ গৃহের বাহির করিল। নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ-বিরহরূপ অগ্নি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না, উহা অতি প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে নীরব রোদন করিতেছিলেন, এখন "প্রাণ যায়" বলিয়া পার্ষদগণের গলা ধরিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক মনের দুঃখ মনে রাখেন, কিন্তু দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেষে তাঁহাদের এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, আর তখন মর্ম্মী প্রিয়জনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাই বসিয়া। নিমাই ভক্তগণকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না।"

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥

(চৈতন্যমঙ্গল গীত)

ইহা বলিয়া "কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে।
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

তাহার পরে অঙ্গের জ্বালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে। পুত্রবিয়োগ সংবাদ

পাইলেও লোকে ঐরূপ গড়াগড়ি দিয়া থাকে। নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পার্ষদগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু শান্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিলেন, আর নিমাই তাঁহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন পদ্ম-পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে। গদাধরের অঙ্গে হেলান দিয়া নিমাই নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন। কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন। সকলে আরো নিকটে আইলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু—

কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর।
অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল॥
সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে॥—(চৈতন্যমঙ্গল)

দৃঢ় সঙ্কল্পে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার চির-বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে দেশে আমার প্রাণনাথকে তল্লাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এতদিন আমার হৃদয়ের বেগ সহ্য করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি না। তোমাদের যদি আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে মনোসুখে বিদায় দাও। তোমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি থাকিতে পারিলাম না।"

ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবলই রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না। কথা বলিতে বলিতে

ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। তাহা এই যে, এক দেহে এক সময় রাধা-কৃষ্ণ উভয়ে প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উভয়ে শ্রীনিমাইয়ের দেহে প্রকাশ পাইয়া উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উঘাড়িয়া বিরহ দুঃখ বলিতে লাগিলেন। আর উভয়ে শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। উভয়েই শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া অতি আর্ত্তনাদে শ্রীবৃন্দাবনের পরিকরগণকে ডাকিতে লাগি-লেন। একবার রাধা ভাবে নিমাই, কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ, ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করি-তেছেন, ইতি মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে রোদন করিতে করিতে "মা যশোদা, নন্দ পিতা" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "আমার মা যশোদা কোথায়? তোমরা কি দেখেছ, আমার পিতা নন্দ কোথা? তোমরা বলিতে পার, কোথা আমার দাদা বলরাম? আমার প্রাণের সখা ছিদাম কি বেঁচে আছে? আমার সুবল? আহা! আমার সুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা কহিত। আমার প্রাণেশ্বরী রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ! প্রাণেশ্বরী, তোমাকে ভুলিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা একেবারে স্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরূপে বাঁচি? তোমরা সকলে একেবারে মনে উদয় হইলে, আমি কার জন্য কান্দিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা পুলিন? কোথায় আমার প্রাণতুল্য মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথায় আমার ভাণ্ডীর বন? কোথায় বা আমার গোকুল? কোথায় আমার শ্যামলী ধবলী?*"

* নারব নারব হেথা রাহবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥

আবার তদ্দণ্ডে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

ভাবান্তরে বলে পঁহু কাঁহা গুণমণি।
না শুনি বিদরে হিয়া সে মুরলী ধ্বনি॥
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে।
হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে॥
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব।
নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব॥

এইরূপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমেই তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় যে উপবীত ছিল, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ ধূলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবীত তাঁহাকে কুলে আটকাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া, কুলের বাহিরে অনন্ত পথে যাইতে, অচেতন হইয়া, দীঘল হইয়া, পতিত হইলেন।

"ভক্তগণ, "কি হলো কি হলো" বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে

ক্তি মোর কালিন্দি যমুনা নিধুবন।
ক্তি মোর বেহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন॥
ক্তি গেল আর মোর ললিতা আর রাধা।
ক্তি গেল আর মোর শ্রীনন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়।
শ্যামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায়॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত করিতে লাগিলেন, বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। কর্ণে অতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের দাঁতে দাঁত ছাড়িয়া গেল, নিমাই নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। সকলে তখন যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, আর গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন।

নিমাই বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের স্নেহ আমার কাল হইল। তোমাদের স্নেহে আমি আমার মনোমত কার্য্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমরা আমাকে রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা স্নেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ লইয়া যাইবেন। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি একবার দৌড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শূন্যদেহ রাখিয়া কি করিবে? ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গিয়াছে। ভাই! আমার এ দেহে কি আর কিছু আছে, যে তোমরা রাখিবে? ইহা কৃষ্ণের বিরহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

ভক্তগণ দেখিলেন, বিষম বিপদ। "তুমি বৃন্দাবনে যাও" এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িবেন, এ কথা মনে করিলে তাঁহাদের চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। আবার প্রভুকে রাখেন বা কি বলিয়া? বুঝিলেন, তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না। যদি সামান্য রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখেন, তবু তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া পলাইবে। ভক্তগণ কি করিবেন বা কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

গদাধর যখন নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া কথা বলিতে সাহস পায়েন না, তখন তাঁহার সহিত কথা কাটাকাটি করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঘোর বিপদ-কাল উপস্থিত, প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার ভয় একেবারে দূর হইয়া গেল। তাই নির্ভীক হইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদাসীন। আমি তোমাকে ছাড়িয়া না থাকিতে পারি, তোমার পাছ পাছ যাইব, কিন্তু তোমার মত কি পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় না? এখন আমার মত কি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও, তবে প্রথম জননী-বধের ভাগী হইবে। আর জননীকে বধ করিয়া যে ধর্ম্মার্জ্জন, তাহা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।" গদাধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। কিন্তু তিনি যে এই দুইজনকেই মনে করিয়া বলিতেছেন, তাহা সকলেই বুঝিলেন।

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুখ ফিরাইলেন। মুখে দেখা গেল, যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছেন বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি তোমার বাক্যবাণে বিষ মাখাইয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্র বৎসলা বৃদ্ধা জননীর আমা বই আর কেহ নাই। তিনিই আমার সংসার-ত্যাগের প্রধান বিরোধী। তাঁহার ভাবনাই আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার জ্বালিয়া দিতেছ? গদাধর! নিঠুরালী করিও না। আমার জননীর শেষ দশায়, যে তাঁহাকে

আমার বিরহ-বেদনা পাইতে হইবে তাহা মনে করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদাধর! আর এরূপ বাক্য-বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে ভালবাস, তবে আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যাইয়া,—আমার বৃদ্ধা জননীকে পালন করিও তাঁহার নয়নজল মুছাইও। আর তাঁহার যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় তাহাই করিও। যাইবার বেলা তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা।"

আবার একটু থামিয়া বলিতেছেন, "মানুষের বিষম জ্বর হইয়া থাকে, শুনিয়াছ? আমার এই শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ বিষম জ্বর হইয়াছে। সেই বিষম জ্বরে আমার ইন্দ্রিয়গণ, সংসারের মায়া, সমুদায়ই ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ? তোমাদের সঙ্গ, যাহা ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, জননীর চরণসেবা যাহা আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা কি স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ব-বশে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে থাকিবার নিমিত্ত জোর করিয়া ইচ্ছা করিতেছি, আর যাই এরূপ ভাব মনে আসিতেছে, অমনি যেন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। যদি তোমরা আমার সোয়াস্তি কামনা কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।"

ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহারা ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, প্রভুর কথায় উত্তর করিতে পারিলেন না।

একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন সর্ব্বসমক্ষে সে সমুদায় কথা কিছুই বলিলেন না। এখনকার তাঁহার সমুদায় কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইব।"

শ্রীবাস একটু পরে কথা কহিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তাহাই হউক। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে এই অনুমতি কর, যেন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।" আবার বলিতেছেন, "আমি ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথাই ভাবিতেছি। প্রভু! তুমি যাবে যাও, কিন্তু যে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দাও।"

নিমাইয়ের তখন সকলকে শান্ত করিবার সময়। কাজেই আপনি শান্ত হইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগরে ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করে। ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেয়। আমিও বিদেশে সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি। উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমাদিগকে দিব।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! ওকথায় কেহ প্রবোধ মানিবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ ছাড়িলে যে প্রাণে বাঁচিবে, তাহাকে তুমি ফিরিয়া আসিয়া প্রেম-ধন দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি যখনই যাইবে, তখনই আমি মরিয়া যাইব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি?"

মুরারি ভাবিতেছেন যে, সংসারের কথায় প্রভু ভুলিবেন না। গদাধর সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা, অর্থাৎ যে কথায় প্রভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া, তাঁহার হৃদয় কোমল করিবার চেষ্টা করিব। ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমরা ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমাদিগকে ফেলিয়া যাও, তবে সংসার ব্যাঘ্রে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। প্রভু!

আপন হাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চনে পরিবর্দ্ধন করিলে, এখন আপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ? প্রভু! তোমার একটু মমতা হইতেছে না?"

হরিদাস কিছু বলিলেন না, দুই খানি চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, "আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, তোমাকে অর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।" এ পর্য্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া দিলেন—

মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর।
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

মুকুন্দ বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি দেশান্তরে যাবে, ইহা কি সহ্য করা যায়? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু প্রাণ জ্বলিয়া গেল। প্রভু! তুমি আমাদের প্রাণ! আমাদের প্রাণের প্রাণ! তুমি কোথা যাবে এ কথা মনে করিতেও পারি না।" ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। একটা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। আর ভক্তগণ অস্থির ও দিশাহারা হইয়া "প্রভু ক্ষমা দাও" বলিয়া, সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীভগবান্ ব্যতিব্যস্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ ইচ্ছামাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে পারেন না। শ্রীনিমাই তখন পরাস্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, একটু স্থির হইয়া রহিলেন, স্থির থাকিয়া কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন—

ভক্তের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥

গদ গদ স্বর, কথা না বাহির হয়।
সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের। তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমত, আমি এই পথে বৃন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার, তোমাদিগকে আমি একেবারে ফেলিয়া যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আমি যেখানে থাকি, তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তোমরা যখনই সঙ্কীর্ত্তন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।" শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ঠাকুর মন্দিরে আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আর এক কথা বলি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন—কি আমার জননী, কি বা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ,—তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তোমাদের নিকট এই কথা অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা শুনিবা মাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই যে, নিমাই শ্রীভগবান্, আর কিছু নহেন। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি যতদূর স্বীকার করিলেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময় এবং তোমার ইচ্ছা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না, আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি।"

নিমাই মধুর হাসিয়া জনে জনে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

এখন চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ—

"নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি না হয়।"

শ্রীনিমাই "অঙ্গের পরশ" দিলেন, কাজেই সকলে অনেকটা শান্ত হইলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া,
সবারে করিল কোলে।
প্রেমে প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া,
প্রবোধ উত্তর বলে॥
শুন সর্ব্বজন, আমার বচন,
সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই, তোমা সবা ঠাঁই,
আছিয়ে জানিও এহ॥

সন্ধ্যাকালে প্রভু হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারির গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে দেবগৃহে উঠিলেন। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইলেন। মধুর বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন "মুরারি! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য। তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়। আমার অভাবে, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করিও।"

মুরারি অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, সেইরূপে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া নিমাই সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া শান্ত করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে শ্রীরূপ কাতরে বলে,
"আমা হতে না হল ভজন।"
আমি দীন হীন ছার, শত কোটী স্পৃহা যার,
কি গুণে পাইব সে চরণ॥
শুনরে দুর্ব্বার মন বৃথা কর আকিঞ্চন,
যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই,
পাও না পাও ছাড় সে বিচার॥

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপনে থাকিল না। ভক্তগণের কাছে তাঁহাদের পত্নীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালী করিয়া তাঁহাদিগকে এ সংবাদ দিল তাহা নয়। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন অর্থাৎ সংসারত্যাগ করিবেন। নিমাইয়ের সংসার, কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, পুত্র কন্যা নাই। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি জননীকে ও আপনার পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল ঐ দুইজনের। নিমাই সন্ন্যাস করিলে ঐ দুই জনের যেরূপ সর্ব্বনাশ হইবে, এরূপ আর কাহারও নয়। নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার দুইজন যেরূপ প্রতিবন্ধক

এরূপ আর কেহ নাই। অতএব যদি কেহ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এই দুই জনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাঁহারা উপায় করুন।

নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। ষোল বৎসরের পরম সুন্দর, পিতৃ-মাতৃ-বৎসল, স্নিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ায় তাঁহার একটি রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়ু রোগের মত। নদীয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন যে, সে আগে, বিশ্বরূপকে লইয়া গিয়াছে, এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিতেন, অমনি ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া হত্যা দিয়া পড়িতেন। আর বলিতেন, "ঠাকুর! তুমি দেখ, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সেবা করিতেছি। তুমি স্বামী ও পুত্র লইলে, আমি তোমার ও আমার নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া, সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্বাদ কর যে, নিমাই আমার একশত বৎসর বাঁচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্না করুক।" শচী সঙ্কীর্ত্তন ভালবাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, পিঁড়ায় বসিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যান ও নিমাই ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকে, ইহার নানা মত উপায় করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন নরহরি, কি কখন শ্রীবাসকে, আপনার নিকট ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়া দাও।"

নিমাই যে জগতপূজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণকথায় মত্ত থাকেন, নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়েদের ডাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবনমোহিনী বেশে সাজাইয়া, তাম্বূলের বাটা হাতে দিয়া রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচীদেবীর তখন সম্পদের সীমা নাই। আর সংসারের একমাত্র ও সম্পূর্ণ কর্ত্রী তিনিই। নিমাইয়ের শয়ন ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, উত্তম পালঙ্ক, শয্যা, বালিস, মসারি প্রস্তুত করিয়া শয়ন-ঘর সুখের স্থান করিয়াছেন। তাঁহার বধূকে সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু তাই নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "বাছার এইবার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।"

সাংসারিক সুখে কিছুতেই নিমাইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে স্বপ্নে নিমাঁই বলিয়া কান্দিয়া উঠেন আর দিবানিশির মধ্যে এক মুহূর্ত্ত স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি না বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবত ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। যদিও তিনি জানিতেন নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও লঙ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় "না" বলিতে পারিবেন না।

শচী অর্দ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। যাঁহারা নিজজন, তিনি প্রথমে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ন্যাস করিবে একথা মুখে আনিতে পারেন না, ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা—"তুমি

শুনেছ নিমাই নাকি কি করিবে, সে নাকি আমারে অকূলে ভাসাইয়া পলাইবে?" তাঁহারা বলিলেন যে, তিনি ইহার উহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃ-বৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিবেন।

শচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নিকটে বসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীর বয়স তখন অন্ততঃ সাতষট্টি বৎসর। তার পর আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, তার পরে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-জনিত বিষম বিয়োগ সহিয়াছেন। তাহার পর, দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় তিনি কুব্জ হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে যে অবধি নিমাই কৃষ্ণবিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায়, আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন।

পুত্রের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কিছু কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, "নিমাই! কি শুনছি যে?"

পূর্ব্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি। বলিয়াছি যে, তাঁহার অসীম সাহস, তিনি স্বচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। কিন্তু এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাঁহার দীনহীন বেশ, এলোথেলো কেশ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, চিরদুঃখিনীর মুখ, দেখিয়া মস্তক হেঁট করিলেন। শ্রীভগবানের সাহস সেই মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল।

নিমাই এই অবস্থায় একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমিই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন্ মুখে করিব ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা! তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে নাই। তোমার দুগ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য্য করিলে। আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পড়াইলে শুনাইলে, তখন পিতার কার্য্য করিলে। এখন তুমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি শোকের উপর শোক পাইয়া জর-জর। আমি তোমার একমাত্র পুত্র। এখন আমার কর্ত্তব্য কার্য্য তোমাকে পালন করা, আপনার প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করা। না মা?"

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না।

শচী যদি কোন উত্তর না করিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও সন্তান জন্মে। মা! আমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়া থাকে। মা আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না।"

নিমাইয়ের আয়ত নয়ন দুটি জলে পূরিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহা অতি কষ্টে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, তবে মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। একদৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে হারাইবেন জানিয়া, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন।

নিমাই বলিতেছেন, "এ জন্মে আমাদ্বারা তোমার ঋণ শোধ হইল না। আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা

তুমি সদাশয়া, তোমার নিজগুণে আমার এই ঋণ শোধ করিয়া লইবে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন মা! আমাকে খালাস দাও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও।"

শচী এ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত কি জড়বৎ হইতে পারিতেন। কিন্তু ঘোর বিপদকাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার স্থির ও সজীব রহিলেন; নিমাইয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে অস্ফুটস্বরে, পুত্রের পানে চাহিয়া, একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শব্দটি,—

"বিষ্ণুপ্রিয়া?"

নিমাই আবার মস্তক হেঁট করিলেন।

আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, "মা! তাহার তত দুঃখ হইবে না। যদি আমি নিদয় হইয়া, কি অন্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ-সুখে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। কি আমি মোটে এ জগতে না থাকিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইত। আমি থাকিব তবে একটু দূরে। তাহাতে তাহার দুঃখ কেন হইবে? আমি সাধুপথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, তাহাতে সে কেন দুঃখ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সুখ পাইবে, জীবে তাহার দুঃখে উপকৃত হইবে, তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি তাহাকে, ও সে তোমাকে, আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই

জনে পরস্পরে ব্যথার ব্যথী, আমার কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে। তবে মা! আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা।*

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। আমার সে সাধ মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম আমার সে সাধ পূরিল না। সাধ ত পূরিল না তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দিই। নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল যে, তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার পদ, মর্য্যাদা, ধন হউক। আমার পুত্রবধূ হউক, তোমার সন্তান হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদীয়ায় বসতি করি। আর আমি তোমাকে এইরূপ রাখিয়া মরিয়া যাই, আর তুমি একশ বৎসর বাঁচিয়া থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্য্যাদা হয়েছে, কিন্তু সে সব আমার দুঃখের কারণ হইল। নিমাই! তুই পথে হাঁটিবি কিরূপে? তুই যখন হাঁটিস, তখন পা বহিয়া যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই! তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি।† বৈরাগী হইয়া দ্বারে দাঁড়াইবি, তোকে মুষ্টিভিক্ষা দিবে, অমনি আর

* বৃথাপুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। ধ্রু।
হলোনা হলোনা (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জ্বলন্ত আগুনি, গৃহে রইল সে হয়ে অনাথিনী,
মা যতন করে রেখো তারে। [মা জননী গো]

† এ হেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাঙ্গিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিবে তাহা এ দুঃখিনী মায়॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

এক বাড়ী যাইবি। নিমাই! তোকে রান্ধিয়া কে দেবে? আর যদি কেহ আমার উপর দয়া করিয়া তোকে রান্ধিয়া দেয়, তোকে বসিয়া, কে খাওয়াইবে? আমি তোর খাবার সময় তোর সম্মুখে বসিয়া কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে মাথার দিব্য দিয়া, দুটা খাওয়াই। তাহা আর তোরে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব আমি বলিতেছি, ইহা এখনই মনে হইল; এমন নয়। এ সব আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদায় ক্লেশ হইবে, তাহাও আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার এ সুখসম্পদ থাকিবে না। আমি কি এমন ভাগ্য করিয়াছি যে, তোমার ন্যায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে ও বউমাকে কৃষ্ণসেবা করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর। কিন্তু নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি করেন, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তোষ করিব?” শচী একটু চুপ করিলেন। আবার বলিতেছেন, “নিমাই! আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার দুঃখ আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিলমাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি না হয় যে কটা দিন বাঁচিব আরো দুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে, আমার নিরপরাধিনী বউমাকে, কি বলিয়া বুঝাইব?”

শ্রীভগবান্ ক্রমেই মস্তক অবনত করিতেছেন। যেমন অপরাধী বিচারকের ভয়ে অগ্রে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবান্ সেইরূপ শচীর অগ্রে করযোড়ে অপরাধীর ন্যায় দীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা যত শুনিতেছেন, তিনি ততই মাথা হেঁট করিতেছেন,

শচী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যে কি ধর্ম্ম পালন করিবে, আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া দেখিতে পাই, কেবল জনকয়েক ছাড়া,—আমি, বিষ্ণু-প্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা সকলেই মরিয়া যাইবে। তা হইলে তোমার কি ধর্ম্ম হইবে? তবে কি, যে তোমার মত নিজজন হইবে, তুমি তাহার প্রতি তত নিঠুরালী করিবে, এই কি তোমার বিচার!"*

তখন করযোড় করিয়া নিমাই বলিলেন, "মা! ক্ষমা দাও। তোমার কাতরধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহত হও, মনসুখে বিদায় না দিলে, আমি যাইব না।"

শচী। মনসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করিব, তা আমি কিরূপে পারি? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তবে আমি সব দুঃখ সহিব। নিমাই! তুমি যখন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি বাধা দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা মাকে বলিলে মা কষ্ট পায়। আমি তোমাকে সরলভাবে অনুমতি দিলাম। তবে মনসুখে অনুমতি দেওয়া আমার ক্ষমতা নাই। যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই আমার আর নাই।

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান্ জিতিলেন, না শচী জিতিলেন। আমরা বলি শ্রীভগবান্ জিতিলেন,—ইহার রহস্য বলিতেছি

* সর্ব্ব জীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

নিমাই তিনরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমত, তাঁহার প্রতি শচীর যে স্নেহ, তাহারই শক্তিতে; দ্বিতীয়ত, তাঁহাকে বুঝাইয়া; তৃতীয়ত, তাঁহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই শেষোক্ত দুই পথ ঘৃণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার জননীর গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাঁহাকে গর্ভে ধরিবার কিরূপ উপযুক্তা হইয়াছিলেন তাহা জগতে বুঝাইবার নিমিত্ত, প্রথম পথটি অবলম্বন করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন, "মা! আমি সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" অমনি শচী বলিলেন, "তবে তুমি যাও।"

শচী অনুমতি দিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহা যথাসাধ্য নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি তোমার মনে ধরে কি না। এত অল্প বয়স সন্ন্যাসের সময় নয়। কিছু কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়ীতে ভক্তগণ আছেন তাঁহাদের লইয়া এখন সঙ্কীর্ত্তন কর, তাহার পরে যাইও।"

নিমাই শুধু শচীর নিস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া পশ্চে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া), ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) অবলম্বন করিলেন।

নিমাই বলিলেন, "মা! আমি নদীয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া, তোমা-হেন জননীকে অকূলে ভাসাইয়া যাইব, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে পারি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান্ করেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁহাকে ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পাই।*

* সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব তরিবারে॥

"ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই। সংযোগ-বিয়োগ তিনিই করেন। তিনি গলায় ফাঁসী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও পরম সুখে যাইতাম। কেবল তোমার, আর অন্যান্য যাঁহারা আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন তাঁহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাঁহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। মা! আমি সত্য বলিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে সঁপিয়া দিলে তুমি তাঁহাকে পাইবে, তোমার নিমাইকেও পাইবে।* তাহা না কর, পরিশেষে তাঁহাকেও হারাইবে, তোমার নিমাইকেও হারাইবে। তাই মা, বলিতেছি, তুমি মনসুখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত সুখের বৃন্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি। এই কথা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদায় জানো। মা! কৃষ্ণ বিরহে আমার নয়ন শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে, দিবানিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমার সে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইব। কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় এই সঙ্কল্প করি যে, তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়া যাইব না। কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র—।" নিমাই নীরব হইলেন। শচী দেখেন নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে। অমনি ব্যস্ত হইয়া

* [ওমা] কেন্দনাকো আর নিমাই বলে
কৃষ্ণ বলে কান্দ।
কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাই চান্দ॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

কোলে করিলেন। "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কর্ণে অতি কাতর স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকে দৌড়িয়া আসিল, নিমাইয়ের চক্ষে জলের ছাটি মারিতে মারিতে তাঁহার নিশ্বাস পড়িল, একটু পরে তিনি নয়ন মেলিলেন।

শচী বুঝিলেন যে, পুত্রকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতে-ছেন, "নিমাই! তুমি কি চেতন আছ?" নিমাই বলিলেন—"আছি।"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি শুনেছি যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাতাকে মা, বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে তুমি আর আমাকে মা বলিবে না। তাহাই কি?" প্রভু দেখিলেন, জননী পাগল হইতেছেন, বুঝিবার অবস্থা তাঁহার নাই। ফল কথা, এ পর্য্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরূপ স্থির হইয়া কথা বলিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহাতে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান্ শচীর ঘাড়ে যে বোঝা চাপাইলেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। পাগলের মত দুই একটা অর্থশূন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের তখনও একটি কার্য্য বাকী আছে। শচী বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু "মনসুখে" নয়। তাঁহার মনসুখে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু শ্রীভগবান্ দেখিলেন, শচী আর দুঃখের বোঝা বহিতে পারেন না। যাহা চাপাইয়াছেন, তাহাই অধিক হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন।

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে, তাহাদের সকলের প্রাণ শ্রীভগবান্। সেই শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় সম্বন্ধ। তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং আগমন করিয়া, সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ রূপ অভয়

প্রদান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, "এ অতি শুভ কথা। আমি তিন-লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী যে, শ্রীভগবান্ আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান্, জীবের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শুভ-কর্ম্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?"

শচী ভাবিতেছেন তাঁহার ত এ কর্ম্মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া বলিতেছেন, "বাপ্ নিমাই! তুমি কে, আমি তাহা জানিয়াছি। আমি তোমার মা নই, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও বাপ। তুমি কৃপা করিয়া আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছ। যত দিন মনসুখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এখন মনসুখে, তোমার অতি প্রিয় যে জীব, তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিবে। এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপা করিয়া আমার সম্মান বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনসুখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর।"

শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব।

যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এই কথা বলা যখন সাঙ্গ হইল, তখন শচীর জ্ঞান অন্তর্হিত হইল। ভাবিতেছেন, "আমি কি বলিলাম? আমি না নিমাইকে বিদায় দিয়া পথের ভিখারী করিলাম?"*

* (শচীর) সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ বুদ্ধি হৈল।
আপন তনয় বলি মায়া দূর গেল॥ (পরপৃষ্ঠায়)

শচী জ্ঞান পাইয়া পুত্রকে অতি আনন্দে বিদায় দিলেন। যখন সে কার্য্য হইয়া গেল, তখন আবার জ্ঞান হারাইলেন। জ্ঞান হারাইয়া বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত হইলেন। অভিভূত হইয়া দুইরূপ দুঃখে জরজর হইতে লাগিলেন। প্রথম এই যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইল, আর দ্বিতীয়, তিনিই তাঁহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হইয়া শচী ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হয়ে নিমা'য়ে বিদায় দিলাম ॥ ধ্রু।

দুইটি সুখ একেবারে আসিলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না, দুইটি দুঃখ এক সময়ে আসিলেও সেইরূপ উভয়ের একটিও পূর্ণ পরিমাণে দুঃখ দিতে পারে না। তাই শচী প্রাণে মরিলেন না। শচী তখন কেবল "নিমাই নিমাই" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

* *

জগত দুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়
কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়।
এত অনুমানি শচী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন ॥
মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বশ।
এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস ॥
পুনর্ব্বার শচী মাতা মায়াচ্ছন্ন হৈল।
"হায় কি করিলাম" বলি ভূমিতে পড়িল ॥
(চৈতন্যমঙ্গল)

শচী যে কথা মুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন, তাহাতে যে আবার 'না' বলিবেন, সেরূপ মেয়ে তিনি নন। তিনি নিমাইয়ের মা ও তাঁহারই মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে এক-বারও এ কথা বলিলেন না যে, "নিমাই! আমি কি বলিতে কি বলিয়া-ছিলাম! নিমাই! আমি বিদায় দেই নাই; আর যদি দিয়া থাকি, সে আমার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়াছিল। আমি কথনই যেতে দিব না।" তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, "কি কৈলাম? আমার নিমাইকে পথের ভিখারী করিলাম? বাছার ত কোন দোষ নাই! বাছা ত আমার উপর নির্ভর করিয়াছিল। নিমাই আমার মাতৃ-বৎসল! আমাকে না জানাইয়া কোন কাজ করে না। নিমাই যোগ্য হইয়াছে তবু মা বই জানে না।" তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কু-লোকে তোমাকে কুপরামর্শ দিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল। তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছু তোমাকে যেতে দিব না। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ; তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম!"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া, আপনার অঙ্গে হেলান দিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "মা! সত্য কি পাগল হইলে? ওকি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় বসিয়া অনুমতি করিয়াছেন। মা! কেন কান্দিতেছ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ত্যাগ নয়, চির-মিলন। আমি যে নিমাই তাহাই আছি। আর তুমি আমার যে মা, তাহাই আছ।

আমি যেখানে যাই, তুমি যেখানে থাকো, আমি যাহা তাহাই থাকিব, তুমি যাহা তাহাই থাকিবা। আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা; এ সম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন আমার কথা দিবানিশি ভাবিবে, আমিও তেমনি তোমার কথা তিলমাত্র ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখাদেখি হইবে না। তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই দুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে না। মনে ভাবো, আমি যেন ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাইতেছি। অন্যের পুত্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি তোমাকে অক্ষয়, অব্যয়, পরম ধন আনিয়া দিব। মা! শান্ত হও, তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দেখি? তাহা হইলে আমি কিরূপে যাইব? তুমি বলিলে আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের উপর নিদয়। মা! শ্রীভগবান্, যে তাঁহার নিজ-জন, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে তাঁহার ভক্ত উহা সহিবে। সন্তানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কারণ সে জানে যে জননী উহা সহিবেন। যেখানে গাঢ় স্নেহ সেখানে পদে পদে এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা! আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত অন্যে সহিবে কেন?" ইহা বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিলেন, ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, তোমা হেন জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি? আমি যাইব না থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় হইবা মাত্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা! আমি থাকিতে পারিলাম না, সংসারের সুখ ভোগ আমার কপালে নাই। তাই বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত যে সুখ, আমি তাহার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি।"

তখন শচী আঁচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন-জল মুছাইতে লাগিলেন, আর বলিতেছেন, "বাপ! যদি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও না, আমার চাঁদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্ব্বদা তোমার সংবাদ দিও।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা সে কি? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল, যে আমি তোমাকে ফেলিয়া যাবো, আর আসিব না, আর তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? মা! আমি তা পারিব কেন? আমার সন্ন্যাসী হওয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের একটি উপলক্ষ্য মাত্র। সন্ন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিব না। যে সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয়, সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।"

শচী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ! তুমি যখন অন্য বাড়ী যাও, তখন আমি অস্থির হইয়া দ্বারে বসিয়া থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্ নিমাই! জননীবধের ভাগী হইস্ না। তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মা! তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। আমার বিরহে, তুমি কি আমার নিজ-জন, কেহ প্রাণে মরিবে না। তুমি, কি তোমার দুঃখিনী বধূ, কি ভক্তগণ, যিনি "অনুরাগে" শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন।* আর জননি, আরো বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে,

* "অনুরাগে" কথাটিতে চিহ্ন দিলাম। কারণ শুনিয়াছি যে এখনও যিনি অনুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

তখন তুমি আমার দর্শন পাইবে। মা! তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। আমার আবার ভয়, পাছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। উভয়ে উভয়কে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।"

শচী চিরদিন রন্ধনপটু। তাঁহার পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া দেওয়া। যাহা পুত্র ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনসুখে তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনসুখে তাহা বসিয়া পুত্রকে খাওয়ান। এই তাঁহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি ভালবাসো, তাহা আমি যেরূপ জানি, জগতে আর কেহ সেরূপ জানে না। তোমারও আমার রন্ধন ভিন্ন আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না। নিমাই! আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি, তোর পেটও ভরিবে না, আর শরীর কাহিল হইয়া যাইবে।"

শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা! তুমি এ কথা ভাবিও না যে, আমি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর, সেইরূপ প্রত্যহ করিও। আমার নিমিত্ত আমার প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া, আমি যেস্থানে বসিয়া ভোজন করি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব। আমি যে ভোজন করিলাম, ইহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে সুখ তোমার, এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরো বলি, মা! তুমি বলিলে

যে, তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘর-কন্না করি। তাই তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি কিছু কাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়ায় গৃহস্থালী করিব।”

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণে আলোচনা করিতে পারেন না, করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া করিতেছি। ভক্তগণের একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত, এখন এ কাহিনী ক্ষান্ত দিয়া গোটা দুই কথা লইয়া বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, “নিমাই! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া আমার মৃত্যুর পরে করিলে ভাল হয়।” এইরূপ কথা কিছুদিন পরে নিমাইকে কেশবভারতীও বলিয়াছিলেন, আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবান, অন্যের কার্য্যপ্রণালী বিচার করিতে অত্যন্ত পটু। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। কেহ এ কথাও বলেন যে, যদি তিনি গৃহত্যাগ করিবেন, তবে বিবাহ কেন করিলেন? এ সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিয়া বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিব। যথা—

যত বিজ্ঞ জনে প্রভুরে নিন্দয়ে।
বলে “কেন ছাড়িলেন বৃদ্ধ মায়ে॥”
কেহ কেহ বলে অতি বিজ্ঞ হয়ে।
“কেন শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বিয়ে?
বৃদ্ধা জননীরে নবীনা ঘরণী।
ছাড়ি ভাল কাজ করেন নাই তিনি॥
গৃহ ছাড়িবেন যদি মনে ছিল।
বিয়া নাহি করা তাঁর ছিল ভাল॥”

এই সব কথা বলে বিজ্ঞ লোকে।
কি উত্তর দিব? শুনি বসি দুঃখে॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
ভুবনে উঠিল ক্রন্দনের রোল॥
নদে মাঝে তাঁর শত্রুপক্ষ ছিল।
কাতরে তাহারা কান্দিতে লাগিল॥
"হেন মহাজন চিনি নাহি মোরা।
অনুতাপে দগ্ধ আগে হল তারা॥
নবীনা ঘরণী যদি বৃদ্ধা মাত।
সন্ন্যাসের কালে গোরার না থাকিত
তবে বল তাঁর সন্ন্যাসের কালে।
কেন কান্দিবেক ভুবনে সকলে?
করুণায় যদি জীব না কান্দিত।
তবে কি কেহ বৈষ্ণব হইত?
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল॥
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল।
সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল॥
কেহ বা শোকেতে পাগল হইয়া।
কত শত দিন বেড়া'ল ভ্রমিয়া॥
"কি হ'লো কি হ'লো শুধু এই রব।
"হায় হায় হায়" করে জীব সব॥
ইহাতে জীবের হিয়া দ্রব হ'লো।
তবে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইল॥

নবীন সন্ন্যাসী সোণার বরণ।
সদা ঝুরিতেছে কমল নয়ন॥
অতি দীর্ঘ কায় সুবলিত অঙ্গ।
কৌপীন পরেছেন আমার শ্রীগৌরাঙ্গ॥
দৃষ্টি মাত্র জীবের হিয়া দ্রব হয়।
"মনু মনু" বলি পড়ে রাঙ্গা পায়॥
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ ধরে তারে বুকে।
বলে, "প্রিয় শুন হরি বল মুখে॥"
এইরূপে গৌর জীবে উদ্ধারিল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় তাহাতে ত্যজিল॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ-জন তাঁর।
তাঁহাদের দুঃখে জীবের উদ্ধার॥
যেবা হয় অতি নিজ-জন তাঁর।
দুঃখ দেওয়া তারে স্বভাব তাঁহার॥
বলেন তাহারে, যে নিজ-জন তাঁর।
"আমার দৌরাত্ম্য সহিবে কে আর?"
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় স্পষ্টত বলিল॥
"তোমাদের দুঃখে জীবের মঙ্গল।
"দুঃখ নিবে কি না স্পষ্ট করি বল?
"বড়ই মলিন হ'লো সব জীব।
"তোমাদের আঁখি জলেতে শোধিব॥
"কারে দুঃখ দিব কে আর সহিবে।
"তোমাদের দুঃখে জীব উদ্ধারিবে॥

তুহে ইহা শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে।
অনুমতি দিল গদ গদ হয়ে॥
ক্ষুদ্র লোকে ভাবে বড় দুঃখ পেল।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্য বলি নিল॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ করিল সন্ন্যাস।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হ'লো সর্ব্বনাশ॥
আর যত তাঁর প্রিয় ভক্তগণ।
সকলের সঙ্গে সদাই মিলন।
কেবল কান্দিল শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
শূন্য নদীয়ার ঘরেতে শুইয়া॥
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নিজ-জন॥
নিজ-জন বলি দিল এত দুঃখ।
তুমি ভাব দুঃখ তাদের মহা সুখ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হত।
বলাই কি তাঁরে চিনিতে পারিত?

সন্ন্যাস-আশ্রম সৃষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জীবকে সংসারের অনিত্যতার উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত করা। মহাজনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে, তাহা তাঁহাদের ন্যায় মহাজন পা দিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর, স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই; সন্ন্যাসীর, উদর পূর্ত্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই; সন্ন্যাসীর, ব্যঞ্জন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহাদের শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বস্ত্র এবং লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করিবার অধিকার আছে মাত্র।

সন্ন্যাস আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রদ্ধা আহরণ করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাঁহাকে লোকে সহজেই ভক্তি করে ও তাঁহার উপদেশ মান্য করে। শ্রীভগবান্ এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন। তিনি তাঁহার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন যে, সামান্য জীবে তাহা পারে না। তিনি সাতষট্টি বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচী, ও চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন! আর সমস্ত গৌড় ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও আদৌ বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন?

শ্রীভগবান্ শচীকে জ্ঞান দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে আবার তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভু এ কাজ কি ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন আবার লইলেন কেন? জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাঁকি দিয়া অনুমতি লইলেন, শেষে তাঁহাকে আবার অকূলে ভাসাইলেন, একি ভাল করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ কথা বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার কথা উঠিবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা, তাঁহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদল বলেন যে. তিনিও যে, আমিও সে; অতএব তাঁহাকে ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথক্ বস্তু নহেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না,—লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাকে, সাধন করিয়া ধন আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না,—যাহা আছে হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা শ্রীভগবানকে

শাস্তা ও দাতা বলিয়া ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান্ দণ্ড করিবেন, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারি, তবে পুরস্কার পাইব। এই শ্রেণীর জীবের ভজন, সুতরাং দুইরূপ। একরূপ, "হে ভগবান্! পাপ মার্জ্জনা কর," আর একরূপ, "হে ভগবান্! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও।"

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, শ্রীভগবানের ভজন-প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমরা জানিতে পাই। আমরা জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকি? যাহার সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাই, সে আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি একজনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয়। আমি যদি কাহার সহিত স্ত্রীরূপ পাতাই, তবে আমি তাহার স্বামী হই। যদি প্রভু বলিয়া কাহার সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপ জীবগণ সমাজ আবদ্ধ পরিবার আবদ্ধ হইয়া বাস করে। সেইরূপে শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাও, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তুমি তাঁহাকে সখা বলিয়া ভজনা করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তিনি তোমাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ সমুদায় সম্বন্ধ পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে মুখে "নাথ" কি "বন্ধু" বলিলে লাভ নাই। তাঁহার উপরে সেইরূপ প্রকৃত ভাব হওয়া চাই, তবে তিনিও ঐরূপ ভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইয়া থাকেন। মন্ত্র তন্ত্রের বলে, কি উপমা-অলঙ্কার পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে

প্রবেশ করা যায় না। এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্ত্ব-কথার দ্বারা কি কতক-গুলি নিয়ম পালন করিয়া, করা যায় না।

এরূপ ভজনে যাগ, যোগ, যজ্ঞ, পূজা, কি কোন গুপ্ত প্রকরণ কিছু থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন থাকিল না; কারণ যাহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাঁহার নিকট চাহিতে হইবে কেন? স্ত্রী কি কখনো স্বামীর কাছে বলেন, "আমাকে পোষণ কর?" অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন ভক্তি, প্রেম-ভক্তি ও প্রেম। প্রেম-ভক্তি গেল ত সব গেল, প্রেম-ভক্তি থাকিল ত সব থাকিল।

শ্রীভগবান্ শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমে শচীর জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে, নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন। তখন এরূপ শুভকর্ম্মে বাধা দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়া, তিনি যে বস্তুকে পুত্র ভাবিতেন, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট ঘটনা হইল। অগ্রে তিনি শ্রীভগবানের একমাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন সামান্য জীব মাত্র হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার বিমল সুখের প্রস্রবণ যে অতি প্রিয় বস্তুটি ছিল, জ্ঞান পাইয়া তাহা হারাইয়া ছিলেন। শচী জ্ঞান পাইলেন বটে, কিন্তু পুত্রটি হারাইলেন। কাজেই শ্রীভগবান্ শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া, আবার তাঁহাকে মাতৃত্বরূপ যে দুর্ল্লভ পদ তাহাই দিলেন, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বস্তুটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কারণ ছিল না, আর জ্ঞান যাওয়ায় "হা নিমাই" বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেবা করিতে হইলে এইরূপ কান্দিতে হইবে। যেখানে

ভালবাসা সেখানেই বিরহ। বিরহ লইতে যদি আপত্তি থাকে তবে ভালবাসা পাইবে না। প্রেমোত্থিত সুখ চাও তবে বিরহরূপ দুঃখ লইতে হইবে। যাহার বিরহরূপ দুঃখ নাই, তাহার মিলন সুখ নাই। এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি ও পরিষ্কৃত করে। তাই নিমাই শচীকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন, তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন, তিনি (নিমাই) সর্ব্বদা নয়নের নিকট থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না।

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তিতে হৃদয়কে কোমল করে, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা, এ সমুদায় থাকিবে না। এ সমুদায় না থাকিলে, ইহা হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু একটি নীরস শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া এ সমুদায় হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানী হও, শ্রীভগবান্ কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন সুখও পাইবে না। প্রেমের চর্চ্চা কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগ করিতে পাইবে, ও বিয়োগ জনিত দুঃখ কাজেই ভোগ করিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ শচীর প্রতি করুণা করিয়া, তাঁহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপনি তাঁহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন, "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—— —:*:———

কিবা হইল দুর্ম্মতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী,
কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু, সুখ মাত্র নাহি দিনু,
প্রিয়ে! কৃপা করি ক্ষম মোরে॥
করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ,
জগ-মাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের মত দেশান্তরে
চলিছি, একাকী তোরে রাখি॥
বলরাম দাস গায় স্বামী পানে বালা চায়,
নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু,
মূরছিয়া পড়ে পতি কোলে॥

নিমাই জননীর নিকট, তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শচী মর্ম্মাহত হইয়া বাহজ্ঞান প্রায় হারাইয়া, অভ্যাস বশতঃ সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। শচীর এই দুঃখ-ভাব ঘুচাইয়া, নিমাই কিছুকাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া নববালা, সেই সরলা, পতি-প্রাণা, পতি-গৌরবিনী, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে

বাকি আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে কাণাঘুষা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী নাকি নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী—যাঁহার হৃদয় কেবল ভালবাসা দ্বারা গঠিত,—যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ভরসাই বা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খট্টায় শয়ন করিলেন, একটু নিদ্রাও গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া অল্প স্বল্প বেশ বিন্যাস করিয়া, হাতে পানের বাটা, আর একখানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা লইয়া পতির শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্রের দ্বারা সমুদায় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদন খানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহুত দ্রুতগমনে আসিয়াছেন, কেন, না স্বামীর কাছে শুনিবেন যে লোকে যে জনরব করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া দুটা অন্ন মুখে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পতির শয়ন গৃহে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগ্যক্রমে সে দিবস প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ সমুদায় কথা মনে মনে শতবার রচনা করিয়াছেন। আর পতির নিকট যাইয়া দেখেন তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি দাঁড়াইলেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার বল্লভের ভাগ্যে ত প্রায় নিদ্রা হয় না, একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগান কর্ত্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, ভালই হইয়াছে, এই সুযোগে পদতলে বসিয়া মুখখানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকাবি নিঃশব্দে খট্টার নিম্নে রাখিলেন, ও ঐরূপ

নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে,—যেন কত অপরাধ করিতেছেন,—স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিয়া, মহাসুখে অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন; পতির শ্রীপদে হস্ত স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। শীতকাল, তাঁহার করতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত, সুতরাং তাঁহার করতল স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে, ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন যে করতল উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন।

এইরূপে শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া কিয়ৎকাল স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপ অতি নিঃশব্দে ও ক্রমে ক্রমে দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পদদুটি হস্ত দ্বারা উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা ভয় যে পাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাঁহার প্রতি সে রাত্রি সুপ্রসন্ন। নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতির দুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন।

এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ণ হৃদয়ে পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে। দ্বিতীয়তঃ ভাবিলেন যে, তাঁহার বুকের মধ্যে কুচিন্তা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পোড়াইতেছিল, স্বামীর শীতল পদ স্পর্শে উহা নির্ব্বাণ হইবে। তৃতীয়তঃ বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয় পদে একবার শরণ লইবেন, তাহা এখন লইলেন। শ্রীপদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পতির প্রসন্ন বদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই। পদস্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো প্রফুল্লিত

হইল। হাস্য ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও দুঃখও সেইরূপ। অধিক হর্ষ হইলে রোদনের উৎপত্তি ও অধিক রোদনে হাস্যের উৎপত্তি, অধিক দুঃখে সুখের উৎপত্তি ও অধিক সুখে দুঃখের উৎপত্তি। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজগতে আর কেহ নাই, তাঁহার কি এ ভাগ্য থাকিবে? ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন দুটি জলে পূরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিলেন, কিন্তু নয়ন জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান না পাইয়া ভাসিয়া চলিল, তখন উহার একবিন্দু পতির শ্রীপাদপদ্মে পড়িল! *

এই উষ্ণ নয়নজল পায়ের উপর পড়িলে শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, ও তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ দুই খানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিবামাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল। তখন অতিশয় ক্লেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, আপন প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন?"

* দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চির,
হৃদয় বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে অতি প্যারা॥
"মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অমর॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

বিষ্ণুপ্রিয়া এই মধুর সম্ভাষণ শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পূর্ব্বে যে ধারা পড়িয়াছিল, তাহার বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল, হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই অতি কাতর হইলেন। কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, প্রিয়ার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন! ভাবিলেন, হৃদয়-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। কাজেই, বসিয়া নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন ও প্রিয়ার হৃদয়ের দুঃখ-তরঙ্গে মুখে যে নানা ভাব খেলিতেছে, তাই একদৃষ্টে সজল নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

পরে আবার বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমাকে দুঃখ দিতেছ, আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা আমাকে বল। এই আমার ক্রোড়ে বসিয়া, আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে পারে?"

নিমাই দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না, স্বামীর কোলে অল্প অল্প কাঁপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন না। নিমাইএর দ্বারা নানা প্রকার আশ্বাসিত ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখপানে চাহিলেন। নিমাই দেখিলেন, দৃষ্টি ক্ষোভে পূর্ণ। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন—

"তুমি নাকি মাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইবে?"

শ্রীমতী "আমাকে" বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন "মাকে"। শ্রীনিমাই যদিও বুঝিলেন, পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের জনরব শুনিয়াছেন, ও তাহাই শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তবুও

মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরও বুঝাইয়া বল, ফেলে যাব সে কি ?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা নয় যে সন্ন্যাস শব্দ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, "তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাহাই করিবে ?"

নিমাই হাসিতে লাগিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল? আপনা আপনি অহেতুক কেন দুঃখ পাইতেছ ?" ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির হস্তখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খাও ঠিক কথা বল।" ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, "কত দিবস পরে তোমার দর্শন পাইলাম, এখন তোমার চাঁদমুখ দেখিব, না কেবল কান্না কাটা করিব। যখন যেখানে যাই, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব। এখন ও সমুদায ভুলিয়া যাও।" ইহা বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানা বিধ হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এ সমস্ত গার্হস্থ্যরস পূর্ব্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। সমস্ত নিশা সঙ্কীর্ত্তনে যাইত। যখন ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখনই সঙ্কীর্ত্তনে গমন করিতেন না। তাহাতে শ্রীমতার বা কি? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিতা। কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি তাহা তিনি জানিতেন। সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছু কাল ঘরকন্না করেন। প্রভু তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলেন যে, তিনি মায়ের এই সাধ যথাসাধ্য পালন করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস ভাবকে তখন হৃদয়ে লুকাইয়াছেন। সুতরাং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পতি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বল্লভার সহিত যেরূপ হাস্য কৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই নূতন ভাব দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী গেল। নববালা সমস্ত নিশা ঢোকে ঢোকে আনন্দ পান করিলেন, হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরিতেছে না। তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। ভাবিতেছেন, আমি কি ছার যে আমার এ সুখ থাকিবে। ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পতি-পানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না, বরং যেন বাড়িয়া গেল। পতি মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যেন তাঁহার পতি, তাঁহার পানে চাহিয়া অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া, পতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কান্দ কেন?"

ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন যে, যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন বটে, কিন্তু সে সমুদায় বাহ্য, যেন প্রকৃতপক্ষে অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিয়া সন্দেহ গেল না, বরং বদ্ধমূল হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন?"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলেন। সহসা স্ত্রীর মুখের স্বর দেখিয়া প্রকাশ্যে কান্দিয়া ফেলেন, এরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ এই ত আমি হাসিতেছি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির দুইখানি হস্ত লইয়া আপনার বুকে ধরিলেন, আর বলিলেন, "তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল বোধ হইতেছে না। তুমি আমাকে যেন ফাঁকি দিতেছ, আমি তোমার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতেছি। যদিও আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখিলে মনের ভাব

বুঝিতে পারি। তবে কি সত্যি সত্যি তুমি, মা ও আমার গলায় ছুরি দেবে ?*

এখন নিমাইয়ের বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে শেল মারিবার সময় উপস্থিত হইল। কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইলেন, হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হিত-বাক্য শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে। তুমি তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণু-প্রিয়া, তুমি নামের স্বার্থকতা কর।"

শ্রীমতীর মুখ শুখাইয়া গেল। পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদায় শুনিতেও পাইলেন না, কিন্তু তবু স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাদের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন না, কারণ তাঁহার সম্মুখে কি বিপদ, তাহা তখন সম্যক্‌রূপে মনে ধারণা করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না। তুমি মাকে ত্যাগ করিলে, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে।" আরও কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহাই বার বার বলিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া যে অবধি এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন, সেই অবধি উপরের

* প্রভু কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
মিছা না বলিহ মোর তরে।
হেন অনুমান করি' যত কহ সে চাতুরী,
পলাইবে মোর অগোচরে॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

কথাগুলি ও আরো অনেক কথা, চেষ্টা করিয়া মনে মনে যোজনা করিয়াছিলেন, কারণ ঐ সকল কথা পতিকে বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবেন, কিন্তু সময় কালে তাহার অধিকাংশ ভুলিয়া গিয়াছেন। কেবল "আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ করিও না," এইরূপ দুই একটি কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার বালা-প্রেয়সীর, তাঁহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দুই ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার প্রিয়াকে তাঁহার অতি ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখ দিতেছেন, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ইহার পরে, তাঁহার বালিকা স্ত্রীর, তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, আবার দয়ার উদ্রেক হইতেছে। প্রিয়ার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া চাহিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় দুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি দুঃখ পাইতেছি, ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি? বিষ্ণুপ্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদায় করিতেছি, ইহাতে তোমার ও আমার দুজনেরই ভাল হইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই কথা শুনিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয় ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। যেন আপনা আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি এ সব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।" এ কথা বলিয়া পতির মুখ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "হাগো সত্যবাদী! আমার

পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিতেছেন "তোমার দোষ কি ? তুমি ত গুণনিধি। আমার কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সব কি ? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না তুমি তামাসা করিতেছ ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়ার দিকে চাহিয়া আছেন। বলিলেন, "প্রিয়ে ! এ স্বপ্নও নয় তামাসাও নয়, সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব। এখন তুমি আমাকে মনসুখে অনুমতি দাও।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহা থাকিলে মূর্চ্ছিত হইতেন। একবার ভাবিতেছেন ইহা স্বপ্ন। কিন্তু এ যে স্বপ্ন নহে, সত্য, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে ! আমি তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, এখন মনসুখে আমাকে অনুমতি দাও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। "তুমি বল কি ? তুমি যাবে কোথা ? তুমি কেন যাবে ? ইহা নাকি আবার হয় ! আমি মাকে এখনি ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে না হয় পায়ে ঠেলিলে, তাঁহাকে আর এই বৃদ্ধকালে ফেলে যাইতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট চলিলেন ইহার অনেক কারণ আছে, এক কারণ এই, স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে যাইতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বলিতেছেন, "প্রিয়ে ! একটু ধৈর্য্য ধর। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ; তোমাকে দুঃখ দিতেছি, তাহাতেও ক্লেশ। তুমি পতিপ্রাণা, সমুদায়

দুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া ইহার কিছু অংশ লও। মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, তিনি মনসুখে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।”

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি বল কি! মা অনুমতি দিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ। হাঁ, তিনি মনসুখে অনুমতি দিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়াছেন! তা দিলেও পারেন। তিনি আর কদিন বাঁচিবেন? বল দেখি আমি এ চিরজীবন কিরূপে কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে দিবে? মা অল্পকাল পরে চলিয়া যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া আবার বলিতেছেন, “আমি তোমাকে এক কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না, তোমার অধর্ম্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করিবে। তার জন্য তুমি বাড়ী কেন ছাড়িবে? না হয় আমি বাপের বাড়ী থাকিব।” তাহার পর পতির মুখপানে চাহিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন, “তাহাতে হবে না? আচ্ছা! আমি বিষ খেয়ে, কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মাকে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের দুঃখ লইও না।” *

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন, “প্রিয়ে! তুমি সব কথা বুঝিতেছ না! এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, ক্রন্দনও করিয়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল না। এখন আমিও আমার নিজ-

* কি কহিব মুই আর, আমি তোমার সংসার,
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে, মরিব মুই বিষ খেয়ে,
সুখে নিবেশহ তুমি ঘরে। (চৈতন্যমঙ্গল)

জন সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া, জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে, জীবে তাহা ও আমার অবস্থা দেখিবে ও শুনিবে। তখন জীবে আমার জননীর অবস্থা, তুমি,—আমার প্রাণপ্রিয়া—তোমার অবস্থা দেখিয়া আমাকে কৃপার্ত্ত হইবে, হইয়া হরিনাম লইবে। তাহাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি ও তোমার নিকট লইব। মাকে ও তোমাকে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না।"

এ কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

একটু থামিয়া বলিতেছেন, "তোমাকে আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া আজ মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে নাই। তোমার রূপে ও গুণে পশু পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে। আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাহাই শুনি, এমন কি আমি শুনি যেন ত্রিজগৎ কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি আমার স্বামী, আমার সামগ্রী। দেখ, আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া কথা কও না। এমন কি, তোমার মুখখানিও আমি ভাল করিয়া যে দেখিব, তাহার অবকাশ তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতে আমি দুঃখ করিতাম না। ভাবিতাম, আমারই স্বামী ত? আবার যখন তুমি কীর্ত্তন করিতে, আমি একা শুয়ে ভাবিতাম যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব।* দেখ সে সাধ আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার দুঃখ হইতে পারে,

---

* আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।

কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার দুঃখ কেন হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইও না। কে তোমাকে রান্ধিয়া দিবে? কে তোমার সেবা করিবে? আবার পথে হাঁটিবে কিরূপে? তোমার পা দুখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া যদি না বলিয়া যাও আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, এ অনুমতি আমি দিতে পারিব না।" *

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রিয়ে সংসারের সুখ, তোমাদের স্নেহ, সবই ত্যাগ করিতেছি। এ সমুদায় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার প্রাণ জরজর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন? তুমি আপনিই বলিলে, তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝো, তেমনি বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাঁচিব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "যদি বৃন্দাবনে গেলে সুখী হও, তবে যাও, আমাকেও সঙ্গে লও। দেখ, রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

বড় প্রীতি আশা ছিল, দেহ মন সমর্পিল
এ নব যৌবনে দিবে হাত॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

* কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ,
ভয় লাগে পরশিতে হাতে॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে আর আমার সন্ন্যাস হইল না, তাহা হইলে আর জীবের নিকট করুণা পাইব না। আমায় কাঙ্গাল তোমায় কাঙ্গালিনী হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমার, যেখানে থাকি, সেইখানেই তোমার। আমাকে যাইতে দেও, দিয়া হৃদয়ের মধ্য-স্থানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ-যন্ত্রণা দূর করিও। তোমার বিরহও আমি ঐ উপায়ে সহ্য করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথা বলি। নয়নের অন্তরে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি। তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাঁচিব? সুতরাং আমি তোমারই থাকিব কেবল স্থানান্তরে বাস করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার, আমি তোমার। আমি জীবের দুঃখে দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না, আমি তোমার পতি, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি আমার সহায়তা কর।

ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুইখানি হস্ত ধরিলেন। পতি দুইখানি হস্ত ধরিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া মুখখানি উঠাইলেন, পতির মুখপানে চাহিলেন, নয়নে নয়ন মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।*

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিলেন। ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। আর তাহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া বলিতে

* প্রিয় করে ধরি অনুমতি মাগিতে
মুরছে পড়িল তহু ঠাঁই।

লাগিলেন, "উঠ! তোমার ত জীবন আছে? তোমাকে ত বধ করি নাই? প্রিয়ে! দেখিও, নারীবধের ভাগী আমাকে করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন দুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত করিতেছি। কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।"

বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন, একটু সজীব হইলে, উঠিয়া বসিলেন কিন্তু তবু নয়নে তখন জল আইসে নাই। নয়নে একটু জল আসিলেই প্রাণ-রক্ষা হয়, কিন্তু তখন সর্ব্বেন্দ্রিয় শুখাইয়া গিয়াছে। কাজেই বিহ্বলের ন্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, "আমি কি করিব বলিয়া দাও। তুমি গেলে আমি কি হইলাম? আমিত সধবা থাকিব? তুমি আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত? আমি তোমার স্ত্রী, লোকে ইহা ত বলিবে? না, আমি এখন ত্রিজগতে একাকিনী হইব? আমাকে সবে ভাগ্যবতী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তুমি তাহাই করিয়া যাইও।"

"আর একটি কথা বলি," ইহাই বলিয়া পতির একখানি হাত ধরি-লেন; ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আমাকেই নিন্দা করিবে। বলিবে কি, যে, ইহার ঘরণী অতি নিঠুর, কালসাপিনী, তা না হইলে এ যৌবন কালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন? তুমি সত্য করিয়া বল, আমি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম?"*

* প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রলাপ বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই পদটী গ্রথিত করেন, যথা—

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। হইয়া, তাঁহাকে অগ্রে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দ্দশ বর্ষ বালিকার নিকট শ্রীভগবান্ পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। শচীর যেরূপ প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন; করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান দিলেন। দিয়া বলিতেছেন, "কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাগলের মত বকিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ একাই সকলের পতি। শ্রীকৃষ্ণ ভজন জীবের একমাত্র কাজ, তাহাই কর, তবে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে।"

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল,
কত না নিন্দিল মোরে।
সে ত অভাগিনী, হেন গুণমণি,
কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার,
পতি কি যৌবন কালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া,
গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী,
পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া,
লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়,
সত্য করে বল নাথ!

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর তত্ত্ব উপদেশগুলি অতি মিষ্ট লাগিতেছে, ক্রমেই হৃদয়ের জ্বালা অপনয়ন হইতেছে, আর শান্তি আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি হইল, তখন দেখেন যে, তাঁহার পতি আর নাই, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু!*

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর এই রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একটু সামলাইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না। ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও, তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি, তুমি আবার আমায় স্বামীর মত হও।" †

ঐশ্বর্য্য প্রেমের নিকট পরাজিত হইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির

তোমার লাগিয়া মরিছি পুড়িয়া
তাহে লোক পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি হইয়াছ যদি
একা মোর সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন তারিবে ভুবন
আর বলরাম দাস॥

* দূরে গেল শোক দুঃখ আনন্দে ভরিল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে।
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তবু॥
(চৈতন্যমঙ্গল)

অগ্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আবার পরাজিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই বাহু দ্বারা প্রিয়াকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? লোক দৃষ্টে ত্যাগ করিব মাত্র কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইবে, তখনই আমি আসিয়া তোমাকে জুড়াইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই। বিরহ হইলেই, মিলন-সুখ কাহাকে বলে, তাহা তুমি প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে পারিবে।"

তখন গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল আসিল, শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝরিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার নয়ন-জল মুছাইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে জ্ঞান তাঁহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবু জ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর সমুদায় লীলা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসী পদ দিয়াছিলে, যেন আমার উহা থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি দুঃখ লইব, এ ভাগ্যের কথা। তুমি মনসুখে শুভকার্য্য কর, কেবল এই করিও, যেন আমার চিত্ত তোমার চরণ হইতে ক্ষণকালও বিচলিত না হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তাহাই হউক! আমার তোমাকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমার কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

(শচীদেবীর উক্তি ।)

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলকা কাচ ।
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ ।
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
সকল ভকত লয়ে ।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আর না দেখিব চেয়ে ॥
আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই ।
নিমাই বলিয়া ফুকারি সদাই
নিমাই কোথাও নাই ॥

(বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি)

নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ ॥

কেবা হেন জন আনিবে তখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়।

শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনাশক্তিও বেশ আছে, সংস্কৃত ভাষায় উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ফল কথা, তখন কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একটু না একটু সংস্কৃত শিখিতেন ও বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও ছিলেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্তা হয়েন। গোবিন্দ গৃহশূন্য হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। ইহার উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গোবিন্দের কখন কখন ইচ্ছা হইত উদাসীন হইবেন, কিন্তু মনে সাধ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, চিরদিনের মায়া ত্যাগ করিতে শক্ত হয়েন না। পুত্রের কাছে নালিস করেন, পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্তু সে মুখে। ফল কথা, গোবিন্দের পুত্র যদিও ভাল মানুষ, কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পিতাকে এক প্রকার বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন।

এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহির হইলেই ত উদাসীন হয় না। পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন্ দিকে যাইবেন। ফকির হইবেন, কি দরবেশ হইবেন, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবেন। শেষে মনে হইল যে, নদীয়ায় নাকি একটা কাণ্ড হইতেছে। ভাবিলেন সেখানে যাই। যদি সত্য শ্রীভগবান্ আসিয়া থাকেন, তবে ভাল, না হয় তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার নদীয়াই বা কি, মক্কাই বা কি? বাড়ীতে আর স্থান পাইবেন না। ইহাই ভাবিয়া

নদীয়ায় আসিলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ গা, তোমরা বল্‌তে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন, তাঁহার বাড়ী কোথা?" তাহাতে একজন বলিলেন, "ঐ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন।"

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করিতেছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্যস্থানে অতি পরমসুন্দর একজন যুবা-পুরুষ স্নান করিতেছেন, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক তেজস্কর সাধুলোক প্রতি কার্য্যে তাঁহাকে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে, সেই যুবাপুরুষটিকে দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন, এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই! রূপ যেন আঁখিতে ধরিতেছে না। কাজেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য্য আছে, গোবিন্দ ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আইল, ও বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন গোবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "এ বস্তুটি শ্রীভগবান্। কেননা এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে না। তাহার পরে, আমি কে, আর উনি কে? উনিবা কোথা, আমি বা কোথা? এই মাত্র আমি উহাঁকে দেখিলাম; কিরূপ মানুষ জানি না, কোন গুণ আছে কি না জানি না, আমি মরি কি বাঁচি তাহাতে উহাঁর কোন লাভালাভ নাই, আমি যে উহাঁকে এ স্থান হইতে দেখিতেছি তাহাও উনি জানেন না, কিন্তু তবু উনি প্রাণ মন সমুদায় হরণ করিয়া লইলেন। এখন আমি উহাঁর অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শতবার দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান্, সর্ব্ব জীবের প্রাণ।"

যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাঁহার মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ চর্চ্চা করিতে ঠিক এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। লেখক কঠিন-হৃদয় বলিয়া উহা ছাড়া তাঁহার হৃদয়ে আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, যে যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্ না হইয়া, শুধু একজন পরম ভক্ত বলিয়া তাঁহার পার্ষদগণের মন হরণ করিতেন, তবে কখন তিনি উহা আপনি গ্রহণ করিতেন না, না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাইতেন। তাহাও নয়, যদি বল মহাজন মাত্রই জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইলেও পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের পার্ষদ কি শিষ্যগণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ আপনারা লয়েন, আর শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত অধিকাংশ রাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের শ্রীঅদ্বৈত অবধি সকলেরই, মন গৌররূপে একেবারে পূরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে পরম ভক্ত হইয়াও, তাঁহাদের যেটুকু ভগবানে ভক্তি ছিল, সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের মত পরম বস্তু দুর্লভ। কত কোটি লোক তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র বই নয়, তিনি তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, আপনি অল্প কিছু লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহম্মদ কত কোটী লোকের উপাস্য, কিন্তু তবু তিনি শ্রীভগবানের "দোস্ত" অর্থাৎ সখা বই নয়। তাঁহার ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংশ মহম্মদ স্বয়ং লইয়া, অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের সমুদায় ভক্তি, সমুদায় চিত্ত, হরণ করিয়াছিলেন। ইহা জীবে কোন কালে পারেন নাই, পারিবেনও না। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্ না হইলে, তিনি কখনই পার্ষদগণের সমুদায় ভক্তি আপনি লইতে পারিতেন না, আর তাঁহার ভক্তগণও

তাঁহাকে সমুদায় প্রাণ দিতেন না—দিতে পারিতেনও না। আরো ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম ভক্ত হইতেন, তবে তাঁহার পার্ষদগণের যে ভগবদ্ভক্তি উহা আপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? সে যাহা হউক, গোপীগণ যমুনায় জল আনিতে গিয়া যে তাঁহাদের মন প্রাণ সমুদায় হারাইয়া আসিয়াছিলেন, সে ঠিক কবির কল্পনা নয়। এ সমুদায় যে কবির বর্ণনা নয় তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীনরহরির (শ্রীখণ্ডের) এই দশা হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া, একেবারে আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া, আপনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটি পদ এখানে দিতেছি, যথা—

মরম কহিব, সজনী কায়, মরম কহিব কায়। ধ্রু।
উঠিতে বসিতে, দিক নেহারিতে,
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটি নয়নে, কত বা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয়॥
জপিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ,
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি হ'লো মোর এ সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গৌর হেরি যে সদা।

নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী খুঁজিতে লাগিলেন, যথা—

কে আছে এমন, মনের বেদন,
কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি,
তেঁই সে তুহারে কই॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে,
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপ নিরখিয়া,
কলসী ভাঙ্গিয়া আনু॥
সঙ্গে ননদিনী, কাল ভুজঙ্গিনী,
কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি,
বয়ান শুখায়ে গেল॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর,
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, রূপের পাথারে,
সাঁতারে না পাই থা॥
অঙ্গ ঝলমল, শ্রীঅঙ্গ সকল,
শরদ চাঁদের আলো।
সুরধুনী তীরে, দাঁড়াইয়ে আছে,
দুকূল করিয়া আলো॥

বুক পরিসর, তাহার উপর
চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে না পানু,
ননদী হইল কাল॥
দীঘল দীঘল নয়ন যুগল,
বিন্ধিল কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে,
মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী,
যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল-শীল তার, সকলি মজিল,
গোরাচাঁদের অনুরাগে॥

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ দাঁড়াইয়া; যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে চলিলেন, কাজেই তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীর দ্বারে প্রভুকে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ ভিতরে গমন করিলেন। গোবিন্দকে স্নান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া আসিলেন, অন্ন পাইলেন। এইরূপে গোবিন্দ তাঁহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর বাড়ীতে এখন দুইটি ভৃত্য হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ। প্রভুর বাড়ীর কর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত। এই দামোদর পণ্ডিত মুরারি-গুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদিলীলা তিনি যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহেন, অতএব তাঁহার সেই সমুদায় কাহিনী গ্রন্থ নিবদ্ধ করা উচিত। তাই মুরারি গুপ্ত একটি একটি করিয়া লীলা বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত তাহা অতি সহজ সংস্কৃত শ্লোকে প্রকাশ করেন। তাহা-কেই মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে।

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদায় দেখাশুনা করেন। পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, মানেনও না। নিজে ও তাঁহার অন্য চারি ভ্রাতা উদাসীন, প্রভুর বাড়ীতে থাকেন, আর, সমুদায় সংসারের তত্ত্বাবধান করেন। তখন নিমাইয়ের সংসার বড় মানুষের মত। প্রভু শচীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে তিনি কিছু-কাল সংসারী হইবেন।*

দেড় মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। প্রভু ব্রজলীলা-রস আস্বাদনে তখন নিরস্ত থাকিলেন। বিভোর অবস্থা আর রাহল না।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পূজা আহ্নিক, পরে ভোজন করিয়া

* এই মনে সবা-সনে করায় পিরিতি।
* * * *
আছিল অধিক করি পিরিতি বাড়ায়া।
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া॥
যে কথায় অন্তরে সে থাকে সুস্থ হয়ে।
পরিজন পরিতোষ যা হয় উচিত॥
(চৈতন্য মঙ্গল)

শয়ন করেন। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া পদতলে উপস্থিত হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া প্রভু আসিয়া বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়ীতে লোকে সমারোহ। যত লোকে প্রাতে গঙ্গাস্নানে গমন করেন, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় একবার প্রভুকে প্রণাম করিতে আইসেন। কেহ ভব রোগের, কেহ দেহ রোগের নিমিত্ত, আর ভক্তগণ দর্শন করিতে, আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য পান, তাহা অবশ্য প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এইরূপে প্রভুর ভাণ্ডার অনবরত পরিপূর্ণ হইতেছে।

আবার যেমন পূর্ণ হইতেছে, তেমনি ব্যয় হইতেছে। ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, ইহাদের প্রভুর বাড়ী যাইতে মানা নাই। প্রভু যেন দ্বারকা-লীলা আরম্ভ করিলেন। শচীদেবীর রন্ধন করিতেও আলস্য নাই। শচীদেবী যে একা সমুদায় রন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়া করেন, ভক্তগণের বাড়ীর পরিবারেরা আসিয়া সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না। যেহেতু প্রভুর বাড়ী প্রত্যহ মহোৎসব। ভাণ্ডার যেন অক্ষয়!

অতিথি, কাঙ্গাল ও সাধু ব্যতীত আর এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের প্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা ভক্তগণ। প্রভুর প্রসাদ পাইবেন, সকলের ইচ্ছা। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন, ইহাও সকলের ইচ্ছা। সুতরাং প্রভু ভোজন করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান পাইতেন বটে, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন করিতেছেন, ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাঁহাদের সুখ। কেনই বা সুখ না হইবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার না সুখ হয়? প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে

হইত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকিলে তাঁহারা বলিতেন, "আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি। প্রভু এই কথা শুনিয়া কখন নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এই-রূপে প্রভু বসিলে অবশ্য তাঁহার সহিত দশ বিশ জনকে বসিতে হইত। ভোজনকালে প্রভু হাস্য রহস্য করিতেছেন, মার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন নিমাই দুগ্ধপোষ্য বালক, "নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা খাইস," এই তাঁহার আলাপ। প্রভু কখন মার উপর কপট রাগ করিতেন, করিয়া অন্নাহার করিবেন না ; আর শচীর তখন সাধ্য সাধনারূপ যে অপরূপ দৃশ্য, তাহা দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন ? প্রভুর ভোজন হইলে সেই উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণে কাড়াকাড়ি করিতেন।

অপরাহ্নে প্রভু হয় ত একটু পাশাখেলা করিলেন, না হয় কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় গদাধর কেশসজ্জা করিয়া দিলেন। নিমাই অতি অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, দিয়া ভক্তগণের সহিত নগর ভ্রমণে নির্গত হইলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন কি কৃষ্ণ-কথায় রত হইলেন। তাহার পরে আহার করিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই যে প্রভু সংসারীর ন্যায় দ্বারকা-লীলা করিতেছেন, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়াও, লোকের মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভুর বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তন অহরহঃ হইতেছে, প্রভুর বাড়ীর চারি পার্শ্বে, নদীয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি পাড়ায়, সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। তবু প্রভু আল্‌গোচ থাকেন বহুক্ষণ শচীর নিকট থাকেন, নিশি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন এইরূপে প্রায় দেড়মাস শ্রীনিমাই গৃহস্থালী করিলেন। প্রভুর যত

নিজজন সকলেই প্রভু যে সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন।*

এক দিবস অগ্রহায়ণ মাসে, সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত,—পিঁড়ায় বসিয়া, কৃষ্ণ-কথা রসে আছেন, এমন সময়ে একটি যুবক ব্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আলো আছে, সুতরাং সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে যুবকটি পরম সুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমার, আর যেন ভাবে বিভোর। প্রভু তাঁহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন! তখন দুই বাহু পসারিয়া, "লোকনাথ এসেছো?" বলিয়া আঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া তাঁহাকে লইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন!

এই লোকনাথ যশোহরের তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইঁহার কাহিনী আমার কৃত শ্রীনরোত্তম-চরিত গ্রন্থে বিবৃত আছে। সুতরাং এখানে আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে-অবতারের কথা শুনিয়াই, প্রভুকে না দেখিয়াই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চির পরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিলেন; পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, ও পরে বৃন্দাবনে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "তুমি যাও, সেই তীর্থস্থানে বাস কর আমিও সত্বর সন্ন্যাসী হইয়া সেখানে আসিতেছি।"

প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী যাঁহার যেরূপ অধিকার

---

* নিরবধি পরমানন্দ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
পরমানন্দ বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিল সবে প্রভুর গমন॥

সে সেই ভাবে, যথা,—শচী পুত্রভাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া পতিভাবে, পুরুষোত্তম সখাভাবে, গদাধর প্রাণনাথভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুভাবে, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিলেন। ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার ভুলিয়া, তাঁহারা যে, "সুখের পাথারে" সন্তরণ দিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ আনন্দ, উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে, তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। মিলন-সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব ধন। উপভোগে এরূপ সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়। যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে, প্রীতি ও মিলনসুখ পরিবর্দ্ধিত হয়, এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রীভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। এই-রূপে সুখের জোয়ার আসিয়া যখন নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার নিজ-জনের, তাঁহাকে আস্বাদ করিবার শক্তি হ্রাস হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল।

প্রভু কল্য গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রাত্যহিক মহোৎসব ও কীর্ত্তনে মগ্ন আছেন। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর কাহার মনে নাই। প্রভু প্রত্যূষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আনন্দময়, চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। অপরাহ্ণে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর দর্শনে বাহির হইলেন। প্রভু জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াইবেন না। তাই মনে মনে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলির নিকট বিদায় লইতেছেন। নগর ঘুরিয়া তাঁহার অতি প্রিয়স্থান সুরধুনী তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছেন, ভক্তগণ

পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ-কথা কহিয়াছেন,—আর কহিবেন না। স্থির গঙ্গা-নীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীতকাল জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে স্রোত চলিয়াছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কত কোন্দল ও কেলী করিয়াছেন,—আর তাহা করিবেন না। সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আপনার পিঁড়ায় বসিলেন,—আর সেখানে বসিবেন না।

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবাসিগণের নিকট বিদায় লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর গাভীগণ উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন মনে মনে নবদ্বীপবাসিগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা সকলে অতিশয় চঞ্চল হইলেন। নবদ্বীপ-বাসীরা কেহ ভক্তিকথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয়-কার্য্যে বিব্রত ছিলেন। এখন হঠাৎ তাঁহাদের হৃদয় মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীমুখ স্ফুরিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি বান্ধিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তাহার পরে শত শত লোক সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন উঁহারা এক এক করিয়া চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আপনার ফুলের মালা লইয়া একজনের গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং ভক্তকে, আপনার গলে মালা পরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে, প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" এই রঙ্গ প্রতি জনার সহিত হইতে লাগিল।

এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র শ্রীধর প্রভুকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে শ্রীধরের কোন্দল নাই, তাঁহাকে কিছু অদেয় নাই, লাউটি সম্মুখে রাখিয়া শ্রীধর প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সহাস্যে শ্রীধরকে আহ্বান করিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, শ্রীধরের দ্রব্য এই লাউটি ভোজন করিতে হইবে। এবং জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লাউ দিয়া পায়স রন্ধন করা হউক।" এইরূপে সারি সারি ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী পরিপূর্ণ করিতেছেন. ও মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি হইতেছে।

ক্রমে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন সমুদায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া মহা হর্ষে প্রভু ভোজনে বসিলেন,—আর নবদ্বীপের বাড়ীতে ভোজন করিবেন না!

শচীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ভোজন করিলেন। সে কথা এরূপ, যেন তিনি ও শচী ব্যতীত জগতে আর কেহ আছেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। শচীর ইচ্ছা প্রভু সমুদায় আহার করেন, তাই নিমাই সমুদায় আহার করিলেন। প্রভু আপনার শয়ন ঘরে গমন করিলেন, শচী আপনার শয়ন ঘরে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। শচী পুত্রের মুখ প্রাতে আর দেখিবেন না।

উত্তম শয্যায় বসিয়া নিমাই প্রিয়াকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সে দিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাড়াতাড়ি পতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিমাই 'এসো এসো' বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। পতিকে বড় প্রফুল্ল দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে একটি সাধ ছিল, তাহা প্রবল

হইল; বলিলেন, "তুমি যদি অনুমতি কর, আমি আজ তোমাকে সাজাই।" নিমাই বলিলেন, "আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল তুমিও তার পর আমাকে সাজাইতে দিবে?" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, কেবল ভাবিলেন যে, পুরুষ মানুষ আবার সাজান-গোজানোর কি বুঝেন? বিষ্ণুপ্রিয়া পতিকে সাজাইতে বসিলেন। পতিকে সাজাইবেন, সঙ্কল্প পূর্ব্বে করিয়া সাজাইবার সজ্জা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রীমুখে বিন্দুর উপর বিন্দু দিয়া অলকা-তিলকা দ্বারা সাজাইলেন। তাহার পরে, যেখানে যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া, গলায় মালতীর মালা দিলেন। তাহার পরে নিজ হস্তে একটি খিলি উঠাইয়া পতির মুখে দিলেন।

সজ্জা হইলে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া মহাসুখে পতির মুখ দেখিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীনিমাই বলিলেন, "এসো এখন আমার পালা," ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতেছেন যে, পুরুষ-মানুষেও সাজাইতে জানে। * বেশবিন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ একেবারে ত্রৈলোক্য-মোহিনী হইল। †

* তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥
সুন্দর ললাটে দেয় সিন্দূরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দূরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশিকোলে সূর্য্য তারা দেখিবারে ধায়॥—চৈতন্যমঙ্গল।

† ত্রৈলোক্য মোহিনী বেশ নিরখি বদন।—চৈতন্যমঙ্গল।

এখানে আমি বলরাম দাসের বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব।

চাঁদবদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী। ধুয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িত প্রতিমা।
কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা॥
কাঞ্চন বরণী ধনী নবদ্বীপ-ময়ী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ কই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজী কেবল যৌবন উদয়।
লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্ম গন্ধ বহে মরি সুরস অধর।
দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকোর।
যার রূপ সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর॥
গৌর প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া।
গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ পদছায়া॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়।
বলরাম দাসে ধনি রেখো রাঙ্গা পায়॥

উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এরূপ রূপ আর দেখিবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন। আবার, তাঁহার সুখের শেষ রজনীতেই বা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে

সাজাইবেন, এরূপ ইচ্ছা কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এ একটি অঙ্গ। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার সুখ আর হইতে পারে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে সুখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন। এইরূপ লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা পড়িলেন, কি ধরা দিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানা রস-বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একেবারে কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত এরূপ রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ আর কখনও করেন নাই।

এখন কোন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যাওয়ার নিশিতে প্রভু কেন এরূপ করিলেন। তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ আরো তীক্ষ্ণতর করিলেন বই ত নয়; কিন্তু এরূপ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার প্রতি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকুক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, না, সেই বিরহরূপ-দীপে যাইবার বেলা, একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা দুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন।

যখন প্রীতি ডোরে আবদ্ধ দুটি জীব ছাড়াছাড়ি হয়, তখন স্বভাবতঃ কি কথা হয় শ্রবণ করুন—

প্রিয়। তুমি আমাকে ভুলিবে না ত?

প্রিয়া। তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব।

প্রিয়। আমি তোমার রূপ হৃদয়ে পুরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।

প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ জীব, বিচ্ছেদের শেষদিন এইরূপে কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে, "তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও।" যদি বলেন, সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে।

প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে প্রীতি বিরহে নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রীতি নয়। বিরহে প্রকৃত প্রীতি ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়। বিরহে, প্রিয়জনের রূপ, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্য্য এক একটি অগ্নিশিখারূপ হইয়া হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে। সেই শিখাগুলি প্রিয় বস্তুর দুতস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রথম প্রথম এ গুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে।

কিম্বা প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ ও প্রীতির কার্য্যকে প্রীতি অঙ্কুরের এক একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমুদায় দ্বারা প্রীতি-অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে।

প্রিয়জনের প্রত্যেকে তাঁহার প্রিয়া লীলাখেলা ভাবিয়া থাকেন, প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেলা তাঁহার প্রিয়ার এক একটি সুখের প্রস্রবণ। সুতরাং যে প্রিয়জনের অধিক লীলা, তাঁহার প্রিয়ার অধিক দুঃখের ও পরিণামে সুখের প্রস্রবণ

প্রিয়জন তাঁহার লীলাখেলা দ্বারা তাঁহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ-রোপণ করেন। তাঁহার বিয়োগে, নয়নজলে সেই সমুদায় লীলাখেলারূপ বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে কুসুমিত হয়, বা সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে।

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, "সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে দাঁড়াইলাম। প্রকাশ হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, সকলে

দাঁড়াইয়া। কাজেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন ও সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত আমার নয়নে নয়ন মিলন হইল। তখন আমি নয়ন ভঙ্গিতে বলিলাম—

(ছড়ার সুরে)

বন্ধু, আমার কে আছে ?

রেখে যাও কার কাছে ?

তখন আমার প্রসন্ন বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে—

(গীত)

যেতে যেতে, রথ হতে, কি কথা বলিতেছিল।

মুখের কথা মুখে রইল।

আমার মুখপানে চেয়ে,

নয়ন জলে ভেসে গেল।

(কে জানে মা, তার কথা তিনি জানেন।)

(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না।)

(তা নৈলে কেন, যাবার বেলা কেন্দে গেল।)

সখি! বন্ধুর সেই কান্দা বদন, আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ যাইবার বেলা তাঁহার এই কান্দা বদনটী শ্রীরাধার হৃদয়ে, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় দুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু আবার অপার সুখও দিয়াছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী। এই জন্য জীবের ভজন সাধন সুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত, শ্রীভগবান্ নর-লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নর-লীলা কি মধুর! তিনি যত মনুষ্যের মত লীলা করেন, ততই উহা মধুর হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে,

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণবেরা কি ধন্য!

যাঁহারা শোকাকুল, লোকে তাঁহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, "তোমরা তোমাদের হারান প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হও!" কিন্তু বিস্মৃত হওয়া শোকের ঔষধ নয়, স্মরণ করাই ঔষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের হারান প্রিয়বস্তুকে ভুলিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার কথা নিবানিশি চিন্তা করুন। তাঁহার গুণ স্মরণ করুন ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, ঐ শোকে হৃদয় নির্ম্মল করিবে ও পরিণামে ঐ শোক হইতে বিমল আনন্দ স্ফুরিত হইবে।

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" অতএব তাঁহার পক্ষে বিষ্ণু-প্রিয়ার নিকট বিদায় লইবার বেলা, যতদূর সম্ভব, তাঁহার প্রতি প্রিয়ার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যাওয়া অসংলগ্ন কার্য্য নহে। যেহেতু তাঁহাতে প্রীতির ন্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই।

প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলেন। রজনী আন্দাজ ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে ঘুমাই-তেছেন। শ্রীনিমাই আস্তে আস্তে উঠিলেন। তখন ঐরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার শিওরের বালিস বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে রাখিলেন। তাহার পরে আপনার চরণের উপর বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাম চরণ ছিল, সেই বাম চরণ পার্শ্বের বালিসের উপরে রাখিলেন। *

* নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবাম চরণে।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে। (গুপীঠে)

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কোল হইতে সরিয়া আসিলেন। ঐরূপ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিলেন। তাঁহার রাত্রিবাসের অঙ্গের বসন ভূষণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। আঙ্গিনায় আগমন করিয়া, মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, বাহিরের দ্বার উন্মোচন করিলেন। বাহিরে আসিয়া ভবনকে, শ্রীনবদ্বীপধামকে ও জননীকে, সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন। তখন দ্রুতগতিতে গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া, সেই শীতকালের শেষ রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ইহার অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে প্রিয়ার গাঢ় আলিঙ্গনে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন আর শরীরে সুখ দুঃখ বোধ জ্ঞান নাই। ক্ষণপরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আর্দ্রবস্ত্রে দ্রুতগমনে, কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন।*

বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া
বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া।

(চৈতন্যমঙ্গল)

* শয়ন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির ত্যজিয়া
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিল নীরে॥

যে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবদ্বীপের লোকে তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল, "নিরদয়ের ঘাট।" *

বিষ্ণুপ্রিয়া অতি সুখে ঘোর নিদ্রায় ছিলেন, সেই সুখ অন্তর্হিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে পার্শ্বে পতি নাই। ইহাতে তিনি একটু সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া,—যেহেতু ঘর অন্ধকার,—পালঙ্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিয়া, "তুমি কোথা গেলে" বলিয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তখন উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট খোলা। পতি ঘরে নাই বুঝিয়া, তখন উঠিয়া পিঁড়ায় আসিলেন। সেখানেও কোন শব্দ কি পতির উদ্দেশ পাইলেন না।

অমনি তাঁহার মনে ঘোর উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতে-

গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥

* এ ঘাটের নাম আইজ হইতে।
নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে।—(শ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ)

ছেন. "এত প্রত্যূষে তিনি কোথায় গেলেন? এমন সময় একাকী ত তাঁহার কোথাও যাইবার কথা নয়! তিনি না আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?" আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্য্য একেবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।* একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ দিবেন, আবার ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তখন আর থাকিতে না পারিয়া জননীর ঘরে চলিলেন, পিঁড়ায় উঠিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে ডাকিতেছেন, "মা উঠ! মা উঠ!"

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যস্থানে "নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন," এই চিন্তাটি সজীব হইয়া

* এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া উঠিল কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত॥
"মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে নিয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥"
কাঞ্চন নগর গেল বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে;
এদাস লোচন দগধয়ে মন
না পাইল শচী দেখিবারে॥

বসিয়াছিল। আনন্দে মগ্ন আছেন, কিন্তু কোন একটা শব্দ শুনিলে এই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, "ঐ বুঝি নিমাই গেল।" অমনি বুক দুরদুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, "কি ও?" বিষ্ণুপ্রিয়া যেই "মা উঠ!" "মা উঠ!" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড় ফড় করিয়া উঠিলেন, বলিতেছেন, "কে ও, যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া? সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, হাঁ মা, আমি। মা, তিনি ঘরে ছিলেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শচী প্রথমে "সে কি!" বলিয়া দিয়াশলাই দিয়া শীঘ্র শীঘ্র একটি প্রদীপ জ্বালিলেন। তাহার পর দুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটী শ্রবণ করুন—

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
"শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥"
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাই দু নয়নে,
শুনিয়া উঠিল শচী মাতা।
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু।
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥

তা শুনি নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশজন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গ হরি,
পাছে জানি মস্তক মূড়ায়॥

শচী রাজপথে, প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ছায়ার মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন না। গলার শব্দ অধিক দূরে যাইতেছে না ভাবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "মা আমিও ডাকি, মা তুমিও ডাক।" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি কি বলে ডাকিব ?" বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রকাশ্যে আর কোন শব্দ করিলেন না।

কিন্তু রাত্রি অবসান হইতেছে, দু একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শচীর কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দেখেন, তাঁহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে। শচী বাহির বাটীতে বসিয়া, (যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থ যাত্রার ও গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন)। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক লোক ও তাঁহার ভৃত্য ঈশান আসিতেছে দেখিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির দুয়ারে রহিলেন।

যে সকল ব্যক্তি আসিতেছেন, ইঁহারা সমুদায় প্রভুর ভক্ত। ইঁহাদের নিয়ম ছিল যে, প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী প্রত্যাগমন করা। সেই নিয়মানুসারে তাঁহারা প্রত্যূষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহারা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক সকালে ও দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাঁড়ী গঙ্গার নিকট। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে শচী "নিমাই, নিমাই" বলিয়া যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাঁহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আসিলেন, শ্রীবাস আসিলেন, আর বাসুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা বাসুঘোষ স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

সকল মহন্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ধ্রু।
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন তন্ত্র,
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।

শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥

ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলান দিয়া বসিয়া। শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির দুয়ারে দেখিয়া সকলে আরো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস, "ব্যাপার কি বল" * বলিয়া, শচীকে সুধাইলে, তিনি নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই কখন নিমাই কি করে। বউ মা আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। বাহিরের কপাট খোলা দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউমাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন তোমরা নিমাইকে যেখানে পাও, সেখান হইতে আমাকে আনিয়া দাও।" তাহার পরে ঈশানের প্রতি চাহিয়া কপালে আঘাত করিয়া সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গেছে। সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, মুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বাসুদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নীচের চিত্রটি তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া অঙ্কিত যথা—

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচীদেবী বলে,
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল,
সোণার পুতলি গোরাচাঁদে ॥

* প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
আই কেন রহিয়াছেন বাহির দুয়ার ॥ চৈতন্যভাগবত।

অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা,
খাট পাট সোণার ভুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি,
মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আঁধার হৈল,
ছটফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যথায় গৌরাঙ্গ পাব,
কান্দিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে নিমাই দেবে, মূল্য করি কিনে লবে,
হও মুঞি তার দাসের দাসী।
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে,
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল। কিছুকাল কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন, মা, ব্যস্ত কি! আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দিব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

বজ্রাঘাতের ন্যায় নিমাইয়ের গৃহত্যাগ সংবাদ শুনিবামাত্র সকলে জড়বৎ হইয়াছেন, সকলে দিশেহারা হইয়াছেন, কে কি করিবেন কি বলিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেবল নিতাই সজীব আছেন, তিনি জননীকে দুই একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, মহান্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আইলেন, আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "তোমরা কি বুঝো?" শ্রীবাস বলিলেন, "মনকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ? আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই এ জন্মের

মত ঘর ছাড়িয়াছেন।” সকলে আবার নীরব হইলেন। সর্ব্বনাশ হইলে লোকের মনের ভাব যেরূপ হয় সকলের মনের ভাব তাহাই হইয়াছে! সকলের ইচ্ছা হইতেছে, যে, এখনি মরিলে বাঁচেন। এক জন বলিলেন, “প্রভু-শূন্য নদীয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি বাহির হইলাম, আমি সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে যেখানে পাই সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে থাকিব। ইহাতে সকলেই “আমারও ঐ কথা” বলিয়া উঠিলেন। আবার পরামর্শ করিতেছেন। কেহ বলিলেন, “প্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সম্ভবতঃ সেখানে গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ চল বৃন্দাবনে, কেহ চল নীলাচলে, কেহ চল বারাণসীতে, কেহ বা পাণ্ডুপুরে। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা হইবে!”

নিতাই বলিলেন, “এই উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন। অগ্রে সেখানে তল্লাস করা কর্ত্তব্য। সেখানে যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তখন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া বাহির করিব। আমি কাটোয়ায় চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিত্ত জনকয়েক বিজ্ঞ, ধীর, ভক্ত দাও! কারণ তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলে হইবে না, তাঁহাকে কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।”

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, “আমি যাবো।” শ্রীবাস বলিলেন, “সকলে গেলে চলিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইয়া রাখিতে

হইবে। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ আমাদের একটু ফাঁক পাইলেই তাঁহারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। তাহা শুধু নয়, তাঁহাদের কাছে না থাকিলে তাঁহারা হুতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। তাহার পরে যদি কোন দিক হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন। তোমরা জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত গমন কর। *

তখন এই পাঁচজন মনোনীত হইলেন, অর্থাৎ নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর। ইঁহারা যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র। কাজেই নানা কারণে তাঁহাকে যাইতে হইল।

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দিয়া, এবং মালিনী প্রভৃতি গর্ব্বিতা রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার একটু দূরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছে, না, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার নয়নে বারি নাই, কি পলক নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও যে চিনিতে পারিতেছেন, তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, কাঁচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মস্তকের সেই

* চন্দ্রশেখর আচার্য্যপণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল)

ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে, মুখে অলকার যে চিত্র, তাহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। এখন ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন! তাঁহার সমবয়স্কা রমণীগণ, তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। চারি দণ্ড পূর্ব্বে ত্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী। একটু পূর্ব্বে সমুদায় ছিল, এখন কিছুই নাই—আশা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নিতাই ও সকল মহান্তগণ আড়ালে থাকিয়া পরামর্শ করিয়া আবার আসিলেন। আসিয়া, শচীকে (ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে) শুনাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, "ত্রিলোক জননি! তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বস্তু কি, তোমরা তাহা ভাবিয়া আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি যাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তিনি যে একেবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছেন, আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তাঁহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে ধরিব। ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। এই কথা বলিয়া পাঁচ জন কাটোয়ার দিকে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

তোমরা কেউ দেখেছ যেতে। ধ্রু।
সোণার বরণ গৌরহরি অনেক সন্ন্যাসী সাথে॥
তার ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলু ঢুলু যায়।
যেন পাগলের প্রায়।
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে   দণ্ড করোয়া হাতে॥
(প্রাচীন পদ)

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শ্রবণ করুন। তিনি সেই শীতে, আর্দ্র বস্ত্রে কাটোয়া অভিমুখে বিদ্যুৎ গতিতে চলিলেন। এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, তিনি কে কোথা যাইতেছেন, ইহা লোকে শুধাইবার অবকাশ পাইতেছে না। এইরূপে প্রভু কাটোয়ার সুরধুনী তীরে, বটবৃক্ষতলে, কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। *

* কণ্টক নগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর।
যেখানে বসিয়া আছে সেই ন্যাসীবর॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথা কারে
কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে॥
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোঁসাঞি।
কৃপা করে নাম মোর রেখেছে নিমাই॥

ভারতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন বিদ্যুতে মণ্ডিত একটি সুবর্ণ বর্ণের পুরুষ বিদ্যুৎ গতিতে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। সন্ন্যাসী গোঁসাই তখন দিশেহারা হইয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া, "নারায়ণ" "নারায়ণ" স্মরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি বাপু আমাকে প্রণাম কর?" তখন নিমাই করযোড়ে বলিলেন, "আমি আপনার কৃপা-প্রার্থী, আমাকে নিমাই বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে আপনার চরণ দর্শন করিয়াছি। তখন আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমাকে সন্ন্যাস দিবেন, তাই আমি আসিয়াছি। এখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি দয়াময়, আমাকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিয়া, আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।" ভারতীর তখন সমুদায় কথা স্মরণ হইল ও তিনি সমুদায় কথা বুঝিলেন। বলিতেছেন, "বাপু! তুমি উপবেশন কর, বিশ্রাম কর, তাহার পর তোমার সহিত এ সমুদায় কথা হইবে।" ইহা বলিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। বাসুঘোষ শ্রীনিমাইয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কাটোয়াতে মিলন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।
তার তলে বসি আছে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতী॥

বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস।
তোমার নিকটে এলাম দেহ ত সন্ন্যাস॥
লোচন বলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত বড় দায়॥

কাঁখে কুম্ভ করি তারা দাঁড়াইয়া রয়।
চলিতে না পারে সেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর যে না দেশে ছিল।
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল ?
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ বলে মা বাপেরে এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধরেছিল গর্ভে।
দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন্ নারী পাইয়াছিল পতি।
ত্রৈলোক্যে তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরি যাও আপন আবাসে।
সন্ন্যাসী না হও না মুড়াও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতাপিতা।
সাধ আছে কৃষ্ণ পদে বেচিব নিজ মাথা॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি।
দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তি বর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥

নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। দুঃখে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু যত রূপ ভাবই আসুক, এই নবীন পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা মনের মধ্যে স্থির সংকল্প করিলেন।

তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহাই ভাবিবার নিমিত্ত, নিমাইকে স্থির করিয়া বসাইয়া, মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে-লাগিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চজন কাটোয়ার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। মনে মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, ভাবিতেছেন, "প্রভু! তুমি দয়াময়, তুমি ভক্ত বৎসল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! প্রভু, আমাদের দর্শন দাও! প্রভু, নিদয় হইও না! যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই, তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে।" সকলে যতই ভারতীর স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই বুক দুর দুর করিতেছে, ততই কাতর হইতেছেন, আর চলিতে পারিতেছেন না, কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বট বৃক্ষ দেখিলেন, একটু পরে দেখিলেন যে নিমাই, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

তখন সকলে একেবারে "ঐ যে প্রভু" বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে দৌড়িয়া প্রভুর দিকে চলিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। ভক্ত পঞ্চজনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। প্রভু সহাস্য বদনে বলিলেন, "এসো, এসো, তোমরা আসিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে!" ভক্তগণ আসিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ।"

আবার বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইব।" এই বৃন্দাবন নাম করিবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া গেল, তখন আবার ভারতীর পানে চাহিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, "গোসাঞি! তোমার পাদপদ্মে আমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর, যেন আমি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।" এই কথা বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

ভারতী গোসাঞি নিমাইয়ের প্রতি-অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, বিধির কি সুন্দর সৃষ্টি! আবার ভাবিতেছেন, "কি অদ্ভুত প্রেম। এ বস্তুটি না আমি সে দিবস শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্ন্যাস দিব না। নবনীত কি রৌদ্রে রাখিতে আছে? রাখিলে গলিয়া যায়। এই কমনীয় বস্তুটি নবনীত অপেক্ষাও কোমল ও মধুর। ইহাকে দর্শন মাত্র ইহার প্রতি আমার কোটি পুত্রের স্নেহ হইয়াছে।" সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চন্দ্র মুখখানি দেখিতেছেন, আনন্দে নয়নে জল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে শ্রষ্টে নিবারণ করিতেছেন। সেই মুহূর্ত্তে স্মরণ হইল যে, ইঁহার জননী আছেন, আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি অন্য স্থানে গমন কর, আমা হতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।"

ভারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট। সেই পথে লোক যাইতেছে, আর তাহারা বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। দেখিতেছে যে, জন কয়েক উদাসীন,—কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া তাঁহার নিকটস্থ ভক্তগণের আর সকলেই উদাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ

সন্ন্যাসের বেশ—আর তাঁহাদের মধ্যস্থানে একটি অপরূপ বস্তু বসিয়া। শ্রীনিমাইকে দর্শন করিবামাত্র মনে একটি ভাবের উদয় হইত। সেটি এই যে "এ বস্তুটি কি? এটি কি আমাদের মনুষ্য জাতীয়?" তাহার পরে বোধ হইত, যেন মনুষ্য জাতীয় নহে, মনুষ্য অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেববংশীয় হইবেন। অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহারা কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এরূপ কাঁচা সোণার বর্ণ, এরূপ নির্দ্দোষ সুললিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু চিক্কণ কেশ, এরূপ কোমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষঃ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ কোটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল, এরূপ দীর্ঘ কায়া, কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মনুষ্যের মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও মনোহর হয়, ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যের এরূপ তেজ হইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিবামাত্র মনের প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কখন বিশ্বাস করিতেন না। নিমাই-য়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে মলামাত্র নাই, এবং ইঁহার সমুদায় গুণই আছে। কিন্তু তাহার পরে ক্রমে মনে অন্যান্য নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কি ভাব, তাহা তাঁহারা পরস্পরে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথা একজন আর একজনকে বলিতেছেন, "এই ব্রাহ্মণ কুমারটিকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে? কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?"

এইরূপে ঘাটের পথে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা ঘাটে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আর ঘাটে গমন না করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিলেন। স্নান করিয়া কি জল লইয়া যাঁহারা গৃহে যাইতেছিলেন তাঁহারা অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা হইতে লাগিল।

যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করপুটে বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।" ভারতী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সে কথা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে রাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহার পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি তোমার আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, করিয়া দয়াময়ের কার্য্য কর।"

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তোমার জননী বর্ত্তমান, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া মন্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি! আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত এই জনম, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার ভজন করিয়া জনম সফল করিব। আমার আর বিলম্ব সহিতেছেনা, আমি সংসারডোরে আবদ্ধ আছি। আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিউন। আপনি আমার জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেক্ষ রহিয়াছে।"

কাটোয়াস্থ যত লোক দাঁড়াইয়া, তাঁহারা সমুদায় কথা শুনিতেছেন। যাঁহারা পাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা আগের লোকের নিকট উপরি উক্ত কথাবার্ত্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। যাঁহারা কুলবধূ, তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। তাঁহারা সকলে শুনিলেন যে, ঐ ভুবনমোহন যুবকটি, তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র। আবার তাঁহার নবযৌবনা পত্নী আছেন। এ সমুদায় ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরো শুনিলেন যে, নদীয়ার যে অবতার হইয়াছেন, তিনিই এই যুবক। যত লোক দাঁড়াইয়া তাঁহারা তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত নিয়োজিত হইতেছে। সকলের তখন চির দিনের সমস্ত বাসনা গিয়া, উহার স্থানে নূতন একটি বাসনা উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ন সন্ন্যাসী না হন। ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়া, সকলে তাঁহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যখন কথাবার্ত্তা হইতেছে, সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। সকলেই নীরব। যখন কাঁহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি অমনি চুপে চুপে তাঁহার পার্শ্বে যিনি দাঁড়াইয়া, কি কথা হইল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন যে, যুবকটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন কি পুরুষ কি নারী সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার মাতা ও পত্নী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা ধন্য! তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন না যে, সন্ন্যাস-আশ্রম পদার্থটি কি? এ আশ্রমে কত দুঃখ, নিশ্চিত তাঁহারা কিছুই জানেন না। নিমাই!

তোমাকে আমি হৃদয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের, ও এ জগতের অতি যতনের ধন। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোক হইতেও কোমল। তুমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ এরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্নী বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি বহুদিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি আপনিও প্রাণে মরিবে। এ কাজ করিলে জগতে নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে আমি দণ্ড পাইব। আমি সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদায় আমি শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস দিব এ কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন ভাব দেখি, তোমার জননী ও পত্নীর কি দুঃখ হইবে? নিমাই! ঐ চেয়ে দেখ! এই সমুদায় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া ইহারা হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে।" তখন নিমাই সাশ্রুনয়নে তাহাদের পানে চাহিলেন, অমনি যাঁহারা পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে, এমন কাজ কখন করিও না।" একজন বলিলেন, "বাপু! এই সুন্দর দেহে, এই যৌবন-কালে কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়া যাইবে।" স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন কি, কুলবধূগণ,—অবগুণ্ঠন দ্বারা যাঁহাদের মুখাবৃত, তাঁহারাও মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার বাবা ও মা, কারণ তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ সেইরূপ দেখিতেছি। যদি আমার অঙ্গে রূপ থাকে, যদি আমার যৌবন উদয় হইয়া থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিন, যেখানে আমার প্রাণেশ্বর, আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ, শ্রীকৃষ্ণ আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য হারাইলেন। তখন "আমি বৃন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব," এই ভাবে আনন্দে অচেতন হইয়া, দুই বাহু তুলিয়া কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সমুদায় ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্রীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান, এই ভয়ে নিতাই, দুই হাত প্রসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিলেন। কাটোয়াতে এখন নবদ্বীপ উদয় হইল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিতেছেন, "বাপ, খুব নাচ। এখানে আর বাধা দিবার কেহই নাই। তোমার মা আর তোমাকে নাচিতে বাধা-দিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে, নয়ন দিয়া জল ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেমন পিচ্‌কারী দিয়া জল চলে, এইরূপ নয়ন হইতে জল ছুটিয়া সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে কিছু নহে; সকল লোকের হৃদয় একেবারে বিলোড়িত হইল, সকলে সেই রসে মজিয়া গেলেন। তখন কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতীর তখন আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। ভাবিতেছেন, "এটি মনুষ্য নয়, দেবতাও নয়, এটি স্বয়ং —তিনি। কারণ আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছে। ইঁহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব? আবার মন্ত্রই বা দিই কি বলিয়া? মন্ত্র দিলে আমাকে প্রণাম করিবেন, আর স্বয়ং ভগবান্ আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত আমার সাধন ভজনের খুব ফল হইল!" ভারতী তখন আপনার চিত্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন

যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ন্যায় অধীন হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া বসাইলেন।

ভারতী বলিতেছেন "নিমাই! আমি বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই সর্ব্বজীবের প্রাণ।" কিন্তু এই কথা বলা মাত্র নিমাই ভারতীর দুইখানি চরণ ধরিয়া পড়িলেন, পড়িয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে না দিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি! এমনি দুঃখে আমি মৃত, আমার জনম বিফলে গিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে। আবার তাহার উপর আপনি আমাকে অনুচিত কথা বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। গোসাঞি! আমাকে খালাস করিয়া দিউন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি বৃন্দাবনে যাই।" *

ভারতী বলিতেছেন, "তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান্, আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে রোধ করিব, আমার কি ক্ষমতা? তবে অন্যের যে গতি আমারও সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে যে, তুমি তোমার জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় হইয়া আসিয়াছ। সেখানে তোমার তাঁহাদের নিকট আবার বিদায় হইতে বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তাঁহাদের নিকট সমস্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়া কহিয়া, আবার বিদায় লইয়া আইস। যাঁহাকে তুমি জননী বলিয়া জান ও যাঁহাকে তুমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্ ছার, আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদি তুমি তাঁহাদের নিকট সমুদায় বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আমার নিকটে আসিতে পার "তবে তুমি যখনই বল তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব।"

ভারতী ভাবিতেছেন, "নিমাই সকলের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন না; যদিও পারেন তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অগ্রে আমি কাটোয়া ত্যাগ করিয়া এমনি স্থানে চলিয়া যাইব যে, আর আমাকে খুঁজিয়া পাইবেন না। *

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, "ভাল" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "যে আজ্ঞে, আমি তাঁহাদের অনুমতি আনিতে চলিলাম।" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। পাঠকগণ! একটু মনে চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে এ অবস্থায় এরূপ কার্য্য সামান্য জীবে করিতে পারে না। ভক্তগণ এই অননুভবনীয় কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে প্রভু অনুমতি আনিবার নিমিত্ত প্রকৃতই নবদ্বীপ মুখে ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ডাকিয়া বলিলেন "প্রভু! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইলেন।

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ 'যে আজ্ঞা বলিয়া নবদ্বীপ মুখে যাইতে উদ্যত

* এত অনুমানি সন্ন্যাসী করিল উত্তর।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঁই॥
সাক্ষাতে সবার ঠাঁই বিদায় হইয়া।
আইসহ মোর ঠাঁই সবা বুঝাইয়া॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়।
আসন ছাড়িয়া আমি যাবো অন্য ঠাঁই॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

হইলে, ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি স্বয়ং ভগবান্, ইহাকে ত্রিজগতে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই ইনি জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইতে পারিয়াছিলেন, আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শত বারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবানকে দুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাঁহারা অনুমতি দিবার কালে অবশ্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দুঃখ কেন আমি পুনরায় দিব? তাহার পর, শ্রীভগবানের কাছে আমি কোথা পলাইব?" ইহাই সমুদায় ভাবিয়া ভারতী প্রভুকে ডাকিলেন, "নিমাই! তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর।" এই কথা শুনিয়া প্রভু আবার ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই আমি তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, ত্রিলোকে কেহ পারিবে না। কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব। সুতরাং আমার তাহাতে পতন হইবে। অতএব তোমার গুরু হইলাম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব-সাগরের কাণ্ডারি হও; দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। বাপ্! তোমার গুরুর যদি অধোগতি হয়, তবে ত্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক করিবে।"

ভারতীর তখন এরূপ ভাব যেন প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন না।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কাজেই কিছু বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। যখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিতে

অসম্মত হইলেন, আর সেই সংকল্পে দাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু বৃদ্ধি পাইল। এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলে, সেই কথা ভক্তগণের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিন্ধিয়া গেল, তাই দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত লোক সকলে শুনিলেন যে ভারতী সন্ন্যাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকলে পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে সঙ্কল্প করিলেন যে এরূপ গর্হিত কার্য্য কখন করিতে দিবেন না। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্ত্রীয়, অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। যাঁহাদের হৃদয় কোমল, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকে ভাবিতেছেন, পায়ে ধরিয়া এই কার্য্য বন্ধ করিবেন,—ভারতীর পায়ে ধরিবেন ও নিমাইয়েরও পায়ে ধরিবেন। যাঁহারা গোঁয়ার, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাহ্মণকুমারের কর্ণে মন্ত্র দিতে যান, তবে না দিতে দিলেই হইবে। মন্ত্র দিবার অগ্রেই এ স্থান হইতে, গলদেশে হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

এদিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতি প্রফুল্ল হইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোমার কৃপায় সুস্থ হইলাম।" ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইব।" নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাঁহাকে পাইব?"

নিতাই উত্তর করিতে পারিলেন না, অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। তাঁহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বধূমাতা। তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহাকে নিমাইয়ের জননী ও তাঁহার বধূ-মাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে। ভাবিতেছেন, "আমি এ সংবাদ লইয়া যাইব না। মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহা হইলে আমার সব দুঃখ যাইবে। যে পারে, সে এ সংবাদ শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে বলুক গিয়া।"

মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন। ভিন্ন লোক যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কাটোয়ার লোক সারি সারি আসিতে লাগিলেন। যিনি আসিতেছেন, তিনি আসিবামাত্র দলে মিশিয়া যাইতেছেন, আর ভক্তিরসে বিবশীকৃত হইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার পরে খোল করতাল আসিতে লাগিল, দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরিনাম ও কীর্ত্তন ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিতে লাগিল। তখন ভিন্ন গ্রামস্থ লোক সব সেই শব্দ শুনিয়া আসিতে লাগিল। আবার কেহ বা গ্রামে আপনার নিজ-জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা এরূপ অভিনব ও মধুর রস পান করিতেছেন যে সঙ্গীর অভাবে দুঃখ পাইতেছেন। নিজ প্রিয়জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছা

করিতেছেন, এমন কি নিজ-জনকে অংশ না দিয়া আপনি ভাল করিয়া রসাস্বাদ করিতে পারিতেছেন না। তিনি নিজ জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন, নিজ-জনকে ডাকিলেন, "ওরে শীঘ্র আয়, শীঘ্র দেখে যা।"

ভাব দেখিয়া শুধু নিজ-জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্য লোকও দৌড়িল। এইরূপ দশ দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। প্রভু যে কি শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর জনপূর্ণ হইল, ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে পাগল হইয়া উঠিল।

সারা নিশি এই কাণ্ড হইল। প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া উপস্থিত।* তাঁহাদিগকে দেখিয়া, প্রভুর নিজজন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা আসিয়া "হা প্রভু" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি দুই জনকে উঠাইলেন, উঠাইয়া অতি আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, "আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের প্রাণ আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে। একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সারা নিশি নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ও আগন্তুক অসংখ্য লোক আনন্দে নৃত্য করিয়া যাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা নাচেন কেন? ইহা ত নাচিবার কথা নয়? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাঁহারা নাচিতেছেন! তাঁহাদের হৃদয় কি এত কঠিন?

ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে

* নবদ্বীপ হতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি॥
(চৈতন্যমঙ্গল।)

নাচিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে আঙ্গিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। "ভক্তিতে মন নিবিষ্ট হইয়াছে," ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, মনোভৃঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃঙ্গ সেই পাদ-পদ্মমধু পান করে, তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে যে দুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা করিতে পারেন না, এবং তাঁহার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া সেই ত্রিজগতের কর্ত্তা দিবানিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-মধু আস্বাদ পূর্ব্বে জানিতেন না। এই প্রথমে আস্বাদ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারানিশি নৃত্য করিলেন, এখন প্রভাত হইলে তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, সুখের নিশি পোহাইয়াছে, দুঃখের দিন আসিয়াছে।

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে ঢেউ অদ্যাপি রহিয়াছে। আমার সেই সোণার চাঁদের চাঁচর কেশ-গুলি অদ্যাপি কাটোয়ায় আছেন। ভক্তগণ তাহা গঙ্গা-তীরে প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটি স্তম্ভ করাইয়া দিয়াছেন।

পাছে তাঁহার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, দয়াময়-প্রভু দ্বারকাতে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই নিমিত্ত তিনি সন্তান উৎপাদন করিলেন না। প্রভু আমার এ জগতে আসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নের মধ্যে সেই কেশগুলি আছেন।

অদ্য এই নৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি কাঙ্গালের বেশ ধরিবেন, ধরিয়া বৃক্ষ-তলবাসী হইবেন, এই কথা একই কালে সকলের মনে উদয় হইয়া উঠিল। "সে কি? তা হবে না। তা করিতে দেওয়া হইবে না,"—ইহাও

সকলে ভাবিতেছেন। ইহাও ভাবিতেছেন, "এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া না দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই সন্ন্যাসী যদি এরূপ যুক্তি করে, এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা কি করিতে পারে?" জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" প্রভু অমনি তাঁহাদের পানে সাশ্রুনয়নে এরূপ কাতর ভাবে চাহিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা কান্দিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা প্রকৃতই ক্ষমা দিলেন; তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "না, আমরা পারিলাম না। তোমরা আর কেহ যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাঁহার যে দুঃখ উদয় হয়, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিলাম না।" আবার একদল সাহস বান্ধিয়া যাইতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে যাইতেছি, সুতরাং আমার দুঃখের সম্ভাবনা কি? বাবা! তোমরা পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে যাইতেছি?"

প্রভু এই কথাগুলি এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠস্বরে বলিতেছেন যে, যাঁহারা তাঁহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন, "তা বটেই ত? ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধুপথই অবলম্বন করিতেছেন। আমাদের ইঁহাকে নিষেধ না করিয়া, বরং ইঁহার এই পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।"

এইরূপে দলে দলে সাহস করিয়া, হাসিতে হাসিতে হস্তে মায়া-রজ্জু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু তাঁহাদিগকে নানা উপায়ে কান্দাইয়া নিরস্ত করিতেছেন।

তাঁহারাও নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "কই, আমরাও পারিলাম না, তোমরা আর যদি কেহ পার, তবে যাও।"

গর্ব্বিতা স্ত্রীলোকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "তোমরা সরিয়া যাও, আমরা দুটা কথা বলে দেখি।" তাঁহারা বলিতেছেন, "ও গো বাছা! তোমার না মা আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি যে, তোমার জননী ও ঘরণী আছেন। তুমি যদি এ কাজ কর, তবে আমরাই দুঃখে সকলে মরিয়া যাইব। তখন, বাপু, তোমার মায়ের ও ঘরণীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?"

প্রভু তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! তোমরাই আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয়া কর। আমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত জলন্ত আগুনে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া করযোড়ে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।"

প্রভু যখন করুণ স্বরে করুণনয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, রমণীগণ তখন বুঝিলেন যে, নিমাইকে নিবৃত্ত করা তাঁহাদের কার্য্য নয়।

হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে যে, "উপস্থিত অসংখ্য লোকে কি একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, এ কথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি?" কিন্তু একটু শান্ত হউন। পূর্ব্বকালে যখন দুর্ব্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিত না? তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, গুরু, পুরোহিত, সকলে তাঁহাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সন্তান থাকিলে তাহাকে সেই সতীর কোলে বসাইয়া

দিতেন, আর সে মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিত"। উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিতেন, নানা প্রকার ভয় দেখাইতেন। কিন্তু একটি বালক অপেক্ষাও যে দুর্ব্বলা, সেই রমণী উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করিতেন ও তাঁহারাই আবার তাঁহার আজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাকে চিতায় বসাইয়া অগ্নি প্রদান করিতেন। কেন? কারণ সতীকে নিবারণ করিতে পারিতেন না। সতীকে রোধ করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুগত হইতেন। মনুষ্যের বাহুবল আর কতটুকু? নিমাইয়ের বল তাহা অপেক্ষা অধিক।

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন হইতেছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রীলোক মরিতেছে, তাহা দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যদি সতী হইতে যায়, তবে সেই ভিন্ন লোকে কাঁদিয়া আকুল হয়,—কেন? যাঁহারা সতীদাহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। সকলের সংসারে ঔদাস্য উদয় হয় ও ভগবানের চরণেরদিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী, কেহ বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাগলও হইয়া যায়। এমন কি, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্ব পবিত্র হইয়া যায়।

ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ, উহা দর্শনে লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। শ্রীভগবান্ যে আছেন, আর শ্রীভগবদ্ভজন যে জীবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, ইহা অপেক্ষা ইহার আর বড় প্রমাণ হইতে পারে না। ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ তাহা দর্শন করিলে জীবের মন বিগলিত ও পবিত্র হয়। ঐরূপ যদি কেহ সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া

কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। যদি কাহার সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিয়া মন বিগলিত না হয়, তবে সে সন্ন্যাসী ভণ্ড, কি তাহার সন্ন্যাসে কোন ত্যাগ-স্বীকার নাই। যথা, যদি এমন কোন কাঙ্গাল, সন্ন্যাসী হয়, যাহার জগতে ত্যাগ করিবার ধন জন কি কোন সম্পত্তি নাই, তবে তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিবেন, ইহা যদি তাঁহার মনে ছিল, তবে তাঁহার জননী গত হইলে সন্ন্যাস করিলে, কি আদপে বিবাহ না করিলে ভাল হইত! কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে এত কারুণ্যরসের উদয় হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস এখন স্মরণ করুন। তাঁহার শোকাকুলা জননীর বয়ঃক্রম সপ্তষষ্ঠি, আর তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান। তাঁহার ঘরণীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর! নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি। তাঁহার রূপের তুলনা নাই। আবার প্রেমে কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধারা পড়িতেছে। এই বস্ত্র ছিন্ন কাঁথা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার লোকে বিগলিত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের অপরাধ কি? শুধু তাহা নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে লোকের চিরদিনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্ম্মল ও তাহাতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শ্যামের মুখের মুরলীর ন্যায় উন্মাদকারী। তাঁহার নৃত্য দর্শনে সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন। সেই সুবর্ণের পুত্তলী তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। অতএব কাটোয়ার লোকের অপরাধ কি?

শুধু তাহাও নয়। যদি এই সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীনিমাই কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া, একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তবু লোকের দুঃখের একটু লাঘব হইত। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া যেন নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্ব্বিতা রমণীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাইয়া বলিতেছেন, "বাপু হে! তুমি দুঃখে কাতর না হইয়া আনন্দে নাচিতেছ কেন? উহা তো আর দেখা যায় না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইতেছে।"

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যিনি তখনই উপস্থিত হইয়াছেন তিনি লোকের ভিড়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিয়া অগ্রের লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্যাপারটা কি?" সে কথায় কে উত্তর দিবে, উত্তর দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাঁহার বার বার আকিঞ্চনে হয় ত কেহ উত্তর দিল, "ব্যাপার কি, অগ্রবর্ত্তী হইয়া দর্শন কর। শুন নাই কি, যে, উনি সন্ন্যাসী হইতেছেন?" আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি! উনি কে?" ইহাতে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর এইরূপ দিলেন, "উনি কে, শুন নাই? উনি নিমাই, আজ বৃদ্ধা জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া সন্ন্যাসী হইতেছেন।"

আগন্তুক ব্যক্তি ভাবিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত ত ইঁহার আপনার কেহ নহেন, তবে তাঁহার জন্য এ ব্যক্তি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছে? শুধু ইহাও নহে সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে।" সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি?" এখন যিনি উপস্থিত তাহার এ কথার উত্তর দিবার কিছু নাই। উত্তর দিতে না পারিয়া একটু ভাবিয়া বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলিতেছ, তাঁহার মায়ের আর নাই।

তাঁহার মায়ের কি উপায় হইবে?" আগন্তুক তবু বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল, তাঁহার মায়ের আর কেহ নাই, তিনি কান্দুন। তুমি কান্দ কেন?" ইহাতে যিনি উপস্থিত তাঁহার আর কোন উত্তর রহিল না। তখন বিরক্ত হইয়া আগন্তুককে বলিতেছেন, "এখানে দাঁড়াইয়া ফুটানী না করিয়া একটু অগ্রে যাইয়া দেখ, তুমিও আমার মত কান্দিবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

——:*:——

"অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা।"

প্রাচীন বারাসিয়া।

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া আবার উহা শতগুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন যেন তাঁহার আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া, "আমি এলাম, আমি এলাম" বলিয়া (যেন তাঁহাকে কেহ ডাকিতেছেন ও তিনি তাহার উত্তর দিতেছেন) সেইদিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ভক্তগণ ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনা লাভ করিয়া ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আর কত বিলম্ব ?"

কাটোয়ায় ক্রন্দনের রোল উঠিল ! কেহ আপনি আপনি বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ বা আর ঐ স্থানে থাকিতে না পারিয়া দূরে বসিয়া কান্দিতেছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ নীরবে রোদন করিতেছেন। কেহ এত অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না, বুক চাপড়াইতেছেন বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ "কি হলো" "কি হলো" বলিয়া অন্যের নিকট সান্ত্বনা পাইবার নিমিত্ত সাহায্য চাহিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মাননীয় লোকের চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যাইয়া মানা কর। কখন সন্ন্যাসী হইতে দিও না। তুমি অবশ্য পারিবে।" কোন কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী

অবস্থায় লোকের ভিড় ঠেলিয়া, এলোথেলো কেশে, নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।" অন্য রমণী জনা-জনার উপাসনা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন, "ওরে তোরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিস? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়া বান্ধিয়া বাড়ী লইয়া যাউন।"

কেহ বা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। কেহ একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন! কেহ বা প্রলাপ বকিতেছেন। এমন কি, কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও "নিমাই কোলে আয়" বলিয়া তাঁহাকে কোলে করিতে যাইতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, আর সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন। কেহ বা অধিরূঢ়-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে, নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যে আবার বহুতর খোল করতাল আসিয়া উপস্থিত এবং অনেক সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছে। তাঁহারা এখানে ওখানে মহা কলরব করিয়া "হরি হরয়ে নমো" গাইতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, হইলে না জানি কি হইবে!

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন, "বাপ! এ কার্য্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদায় কর। আমি তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম"।

এ আজ্ঞায় চন্দ্রশেখরের মনে কি উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস, তাঁহার খ্যাপা ছেলে অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের

আপনার কেহ নহেন, তাহা হইলে খ্যাপাইত না। চন্দ্রশেখরের নিজ জন, তিনি অবশ্য নিমাইয়ের খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া বাছিয়া চন্দ্রশেখরকে তাঁহার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার সন্ন্যাসের সহায়তা কর!" চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "প্রভুর যেরূপ গতিক, যদি আমি না থাকিয়া শচীদেবী, এখানে থাকিতেন, হয় ত তাহা হইলে তাঁহাকেই আজ্ঞা করিতেন যে, 'মা! তুমি সন্ন্যাসের সমুদায় উদ্যোগ কর।' এ আজ্ঞাটী আমাকে না করিয়া অন্যকে করিলে ভাল হইত। আমি শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়া কি বলিব? ইহাই ত বলিতে হইবে যে, আমি আপন হাতে তাঁহাদের দুর্ল্লভ ধনকে, বাড়ী না আনিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি? প্রভু! তুমি চিরদিন বড় নির্দ্দয়। আমি এই কার্য্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য কর। যাহা হউক আমি আর নদীয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব।"

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। কেবল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আর বড় কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাসোপযোগী সমুদায় দ্রব্য, যাহা প্রয়োজন, লোকে শুনিবামাত্র, আপনা আপনি আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্দন প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। আয়োজনের স্থান পূরিয়া গেল। চন্দ্রশেখর স্নান করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণপূজা করিতে বসিলেন!

এমন সময় নাপিত আইল। নাপিত কেন আইলেন, তাহা শ্রীভগবান্

জানেন। তাঁহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ার নাপিতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিনি পদস্থ, তাই বলিয়া তাঁহাকে ডাকা হইল আর তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ সন্ন্যাসের প্রধান সহায় নাপিত। সে মুহূর্ত্তে তিনিও একজন প্রধান নায়ক। নাপিতের যেন কোন দুঃখ নাই, স্বচ্ছন্দ মনে আসিতেছেন আর সেইরূপে নিশ্চিন্তভাবে প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আজ্ঞা, ঠাকুর ?"

প্রভু কি কহিলেন তাহা প্রাচীন পদে এইরূপে বর্ণিত আছে—

খালাস করহে নাপিত বৃন্দাবনে যাই।
তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়॥

নাপিত বলিলেন, "ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পার ডাক, আমা হতে তোমার ও কাজ হবে না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন "হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশগুলি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধন দশায় বড় দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।"

নাপিত বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে। আর আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকেও ডেকে নিয়ে এসো, আমা হইতে হবে না।"

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে ও তুমি সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইবে! অন্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে।"

নাপিত বলিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহা আছে তাহাও

যাউক! আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া তাহাতে পোকা হউক। আবার তুমি বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছ? আমার সঙ্গে আমার বংশ ঘোর নরকে যাউক। ঠাকুর, আমা হতে তোমার ওকাজ হবে না।"*

শ্রীভগবান্, জননী, ঘরণী, ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে বাধ্য করিয়া শেষে ক্ষুদ্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার কেশ মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ দুঃখ দিতেছ?"

নাপিতও ঐরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি

* মোর ভাগ্যনাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ ঘোর নরকে যাক শুনহ গৌরাঙ্গ॥
(চৈতন্যমঙ্গল)

এই গ্রন্থের অনেক স্থান চৈতন্যমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত আছে, তাহা ছাপার পুস্তকে নাই। নাপিতের সহিত প্রভুর যে কথাবার্ত্তা তাহা ছাপার চৈতন্যমঙ্গলে সমুদায় নাই। কাঁকড়া হোসেনপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী এখনকার একজন প্রধান চৈতন্যমঙ্গল গীত গায়ক। তাঁহাদের ঘরে প্রথমে লোচনের পদ সুরে গাঁথা হয়। তাঁহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এই চৈতন্যমঙ্গল গীত গাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ঘরে লোচনের নিজ হস্ত লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে, সেই পুস্তকের প্রতিরূপ এক খণ্ড তাঁহাদের ছিল, সেখানি তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, ও উহা আমার নিকট আছে এবং উহা হইতেই উপরের কয়েক ছত্র লওয়া হইল।

যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে বল? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরি-করিও না!"*

প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস! মুণ্ডন না করিলে হয় না। মুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম।"

নাপিত বলিলেন, "তবে আর তোমার সন্ন্যাস করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিতে যে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি চিরদিন বড় কঠিন, তবু আমি পারিতেছি না, অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি। অনেকের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ আমার বাবার কালে আমি দেখি নাই। এই সুন্দর কেশে কি আমি ক্ষুর দিতে পারি? তাহা পারিব না। লাভ হতে ক্ষৌর করিতে গিয়া হাত কাঁপিবে, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব, ফেলিয়া আমার লাভ ত অনেক, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

তখন প্রভু অতি করুণস্বরে মিনতি করিয়া নাপিতকে বলিতেছেন, "হরিদাস! বিলম্বে আমার হৃদয় বিদরিয়া গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দাও। হরিদাস! আমি তোমাকে মিনতি করি।"

নাপিত এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ দেখিতেছেন, একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "বুঝেছি! তাই বল, আমি ভাবিতেছলাম তোমার নিমিত্ত আমার এমন করিয়া প্রাণ কান্দিতেছিল কেন? তুমি সেই সকলের নাথ, সকলের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমি মূর্খ বলিয়া তুমি আমাকে ফাঁকি

* যে কর সে কর তুমি না কর মুণ্ডন। (চৈতন্যমঙ্গল)

দিতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি, তুমি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ? ঠাকুর! আর একজনকে ডাক।"

প্রভু দেখিলেন বড় বিপদ, তখন কতক মিনতি, কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। তুমি আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়া যে দুঃখ দিতেছ, তাহা একবার মনে কর। আমার উপকার কর, আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।"

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। প্রভুর সহিত যখন তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়, তখন সকলে একেবারে চুপ করিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুঝ ভক্তে ও চক্রী ভগবানে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথমে জয় দেখিয়া সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান্ না পারিয়া, প্রভুত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞা করিলেন। তখন নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি আমি তোমার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। আবার তুমি ভগবান্, তোমার আজ্ঞা যদি না পালন করি, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ। ঠাকুর তুমি আর একটি বিবেচনা কর। আমার যে কাজ তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় দিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? ইহাতে আমার ও তাহার সর্ব্বনাশ করিব। ঠাকুর আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য্য করিব?"

প্রভু তখন বলিলেন, "হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া

মধুমোদকের ব্যবসা অবলম্বন কর। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাস করিয়া দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।"*

তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত যে প্রভুর মুণ্ডনে আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়া অন্যায়, যেহেতু যে বস্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়াছেন, তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের ধর্ম্মই এই, যিনি নাস্তিক, কিছুই মানেন না, তিনিও বিপদকালে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কি নীচ লোকের দ্বারা দৈব ক্রিয়া করিয়া থাকেন! যখন নাপিত মুণ্ডন করিতে স্বীকার করিল, তখন সকলে বুঝিলেন সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইলেন। নিমাই গেলেন, আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়! কেবল সেই এক কার্য্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলেও রাখা যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

* প্রভু কহে নিজগুণে দেহ ত সন্ন্যাস।
"হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ॥"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে।
"সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাহ ঘরে।
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে ত সন্ন্যাস দিলে হয় ত উচিত॥"
এ বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী।
"তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥

বিজ্ঞলোক বলিতে লাগিলেন, "ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করিও না। পঞ্চাশের পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া কেবল নারী-বধের ভাগী হইবে। কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার আবার সন্তান সন্ততি হয় নাই।"

ভারতী বলিলেন,—"শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে রাগের

পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ।
"তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কথন॥"
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞি।
সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥"
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দ উল্লাস।
নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ॥
নাপিত বলেন, "প্রভু করি নিবেদন।
এরূপ মনুষ্য নহে এ তিন ভুবন॥
তবে শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়।
যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়॥
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি।
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়।
"না করিও নিজ বৃত্তি ঠাকুর কহয়॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে।
অন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে॥"
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়।
বাসুঘোষ যোড় হাতে ভারতীরে কয়॥

নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সন্ন্যাস দিতে নাই। কিন্তু এ বস্তুটি মনুষ্য নয়, তাহা আপনারা সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইঁহার জননী ও ঘরণীর সম্মতি লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন।" বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গোসাঞি, তুমি দেখিতেছ না যে, অসংখ্য লোক দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের এই দুঃখ অপনীত হয়।"

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপর অত্যাচার হইতেছে, যেহেতু তিনি নিরপরাধ, তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রূপ ভাবে বিজ্ঞজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার ত দয়া মায়া না থাকিবার কথা। এই যে বস্তুটি, ইনি বালক, এখন ইহার হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইঁহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল আছ। আমাকে উপাসনা না করিয়া কেন ইঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্ত কর না?"

বিজ্ঞজন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এ তোমার অন্যায় কথা। ইঁহার কি এখন জ্ঞান আছে? ইনি প্রেমে উন্মত্ত, হয় ত আমাদের কথা ইঁহার কর্ণে প্রবেশও করিবে না। তোমার ত সহজ জ্ঞান আছে, তুমি কেন এরূপ গর্হিত কাজ কর?"

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা একটু সরিয়া যাউন। সন্ন্যাসী বড় কঠিন এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আমরা দিতেছি।" ইহাই বলিয়া যুবকগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী যে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবধ্য ইহা ভুলিয়া, যষ্টি হস্তে করিয়া ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল। এমন কি

মারিতে উদ্যত হইল। কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল যে, "সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।" কেহ বলিল, "তোকে বধ করিলে পাপ নাই। তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু।" কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কি? তর্জ্জন গর্জ্জনের কাজ নহে। দেখিতেছ না নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার ওপারে লইয়া ফেলিয়া দিয়া এস।"

ভারতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যদি বধ করিতে পার, তবে বন্ধুর কার্য্য করিবে। এই যে বস্তুটি দেখিতেছ, ইনি স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। ইহাকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। ত্রিজগতে কেহ পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই যে ওঁর পিতৃস্থানীয় ওঁর মেশো সম্পর্কীয় আচার্য্য রত্ন বসিয়া আছেন, উনি কি পারিতেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলোকের অধিকারীকে কৌপীন পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। এ কলঙ্ক আমার কিছুতেই যাইবে না। ত্রিজগতের ভক্তমাত্রেই আমাকে শাপ দিবে। অতএব, তোমরা দয়া করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া আমার যন্ত্রণা দূর কর।" ইহা বলিয়া ভারতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরদিনের উপার্জ্জিত জ্ঞান এক বিন্দুও তখন রহিল না। তখন প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার মনে কি এই ছিল?" তখন লোকে বুঝিলেন ভারতী নিরপরাধ।

এদিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া কাতর স্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়! আমাকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে

যাই।” নাপিত তখন বাহ্য জ্ঞান পাইলেন, পাইয়া প্রভুর অগ্রে বসিলেন। নাপিত কাঁপিতেছেন, প্রভু তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন যে, তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্ম্মান্বিত না হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, “জীব! তোকে ধিক্। তুই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীভগবানকে কৌপীন পরাইলি?” কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলি। শ্রীভগবান্ যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রেই, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি নিজ জন, কি ভিন্ন জন, সকলেই সন্তপ্ত-হৃদয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই “কি হ'লো, কি হ'লো” বলিয়া দুপ দাপ করিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন, কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন, আর বহুদিন সংজ্ঞালাভ না করিয়া “নিমাই নিমাই” বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে পরের কথা। প্রভুর নিজ জনের তখন অচেতন হইলে চলিবে না, জানিয়া, তাঁহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া বসিয়া থাকিলেন; কিন্তু তাঁহারা বস্ত্রে মুখ ঝাঁপিলেন।* আমি এখানে লেখনী রাখিলাম। মহাজনগণ এই স্থানটী যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু আমি উদ্ধৃত করিয়া দিব।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নতি করিতে করিতে যাইতেছে; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাসরঘরে

* মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেয় ঝাঁপ।—(চৈতন্যমঙ্গল)

যাইতে পায়ে উছট লাগিয়াছিল; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, "নিমাই পণ্ডিত! তোমার সংসার-সুখ নাশ হউক"! শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই পদ আছে, যথা;—"সন্ন্যাস কৃৎ শমো শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ," এতদিন পরে এ সমুদায় সফল হইতে চলিল।

নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবামাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তিনি ক্ষৌর করিবেন কি প্রেমে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন বহুল পরিমাণে জল দ্বারা আবৃত হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন।

এদিকে যাঁহারা পশ্চাতে, তাঁহারা শুনিলেন প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়াছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি সেইভাবে তাঁহার মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইদণ্ডে অনেকে মনে স্থির করিলেন যে তাঁহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহ বা এরূপ সঙ্কল্পও করিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন করিবেন। কেহ বা মনে মনে বুঝিলেন যে, তিনি পাগল হইতেছেন। সহজ জ্ঞান কাহারও রহিল না। দূর হইতে সকলে অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মুণ্ডন কতদূর হইল?" "মুণ্ডন কি সমাপ্ত হইল?" "মুণ্ডন কি হইতেছে?"

কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত তখন ক্ষুর রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন! একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য-করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছেন। প্রভু স্বয়ং মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গির নৃত্য দেখিতেছেন। প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়, তুমি আমাকে খালাস

কর।” এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্রতোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ক্ষৌর করিতে বসিলেন।

কিন্তু নাপিতের হাত কাঁপিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে আপনি ধূলায় পড়িয়া গেলেন, পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন তাঁহার গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু একা নাপিতের অপরাধ নয়, প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর রাখিয়া এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! আমাকে একটু ক্ষমা দাও, আমি অল্প একটু নৃত্য করিয়া লই।” বৃদ্ধা মাতা ও নবীনা ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবেন বলিয়া, ক্ষৌর হইতে বসিয়া, “আমি একটু নৃত্য করিয়া লই” এ কথা বলে এরূপ অধিকার, ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর কাহারও নাই।

আবার কখন বা প্রভু নাপিতের কর ধরিয়া দুইজনে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের যিনি অতি কৃপাপাত্র তাঁহার কর ধরিয়া প্রভু নৃত্য করিতেন। এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবের হইত। নাপিতের উপর প্রভু বড় সদয়। নাপিত তাঁহাকে খালাস করিতেছে। এইরূপে ক্ষৌর কার্য্য আর শেষ হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

হেন সে কারুণ্য প্রভু গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীবে উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্ব জন॥
প্রেম রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥

বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেই প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে॥
বোল্ বোল্ করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে॥*

কেশ মুণ্ডন হইল। কেশ মুণ্ডন হইয়াছে এ সংবাদ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। নাপিতের কার্য্য শেষ হইল, প্রভু স্নান করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে লোকে সে কথা শুনিলেন, তাঁহারাও দৌড়িলেন। সকলে গগনভেদি হরিধ্বনির সহিত, গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। কেশবভারতীর স্থানে, কেশবভারতী ব্যতীত আর কেহ রহিলেন না।

* তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি,
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চ-রব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কি না হইল কাঞ্চন নগরে। ধ্রু
যতেক নগরবাসী, দিবসে দেখয়ে নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ,
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।

নাপিতও তাহাই করিলেন। তিনি তাঁহার অস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সে গুলির আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌর-কার্য্য করিবেন না। সেগুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রগুলি টানদিয়া দূর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রভুর কেশের সমাধি ও নাপিতের সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি "মধু মদকের" সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী ও তাপীর হৃদয় পবিত্র ও শীতল হয়।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র বস্ত্রে সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন খণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন, ইহার এক খানি কৌপীন, আর দুই খানি বহির্ব্বাস। ভারতীকে বস্ত্র হস্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া বস্ত্র মাগিলেন। ভারতী

"কি হৈল, কি হৈল" বলে, হাতে নাহি ক্ষুর চলে,
"প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥"
মহা উচ্চরোল করি, কান্দে কুলবতী নারী,
সবাই প্রভুর মুখ চায়ে।
ধৈরয ধরিতে নারে, নয়ন যুগল ঝুরে,
ধারা বহে নয়ন বাহিয়ে॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান, অন্তরে দগধে প্রাণ,
কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দর প্রাণ, শোকানলে আন চান,
এ দুঃখ ত সহনে না যায়॥

অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিন খানি বস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিলেন।

নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ-বসন মস্তকে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভুবন গলিয়া গেল। শুধু ইহা নহে। আমার গৌর, রসিক-শেখর সেই বস্ত্র মস্তকে করিয়া করযোড়ে সেই লোক-সমুদ্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "হে আমার সুহৃদগণ! বাবা, মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন ভবসাগর পার হইব। তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই। *

* মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুখানি কালি, ভারতী দিলেন আনি,
আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌর-হরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে॥
এত বলি গৌররায়, ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়,
দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্ত জনার পাছে, লোটায়ে লোটায়ে কান্দে,
বাসুদেব হা কাঁদকান্দনে॥

এ কথায় কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন তাই সকলে একস্বরে করিয়া উঠিলেন। ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বাম দিকে বসিলেন। সতী-দাহের সময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রদান করা হয়, তখন লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্ব্বকার আর্ত্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ তখন সেই অসংখ্য লোক চুপ করিলেন। প্রভুও শান্ত হইয়াছেন, দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, আমাকে স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি উহা শ্রবণ করুন। দেখুন আমাকে সেই মন্ত্র, কি পৃথক্ মন্ত্র দিবেন।" ইহাই বলিয়া চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে, তিনি স্বপ্নে পূর্ব্বে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন এবং যাহা পাইয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

সন্ন্যাসের মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ সন্ন্যাসের মহামন্ত্র, তুমি যে ইহা পাইবে, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি? আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।"

ভারতীর নিকট বস্ত্র লইবার অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহাকে মন্ত্র দিয়া শিষ্য ও তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ প্রকারান্তরে আপনার মর্য্যাদা রাখিলেন। ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।

কেশব ভারতী প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন। কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাঁহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে।

কিন্তু তখনও সমুদায় কার্য্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের

তখন পুনর্জন্ম হইল, সুতরাং প্রথম আশ্রমের সমুদায় লুপ্ত হইয়া গেল, নামও গেল। এখন তাঁহার নূতন নাম রাখিতে হইবে। কেশব ভারতী ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন। ভারতীর শিষ্য ভারতী হয়, কিন্তু সন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। আর নিমাই যে তাঁহার, কি কাহার শিষ্য, ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিমাইয়ের নাম পাইলেন। কেহ বলেন নাম দৈববাণী দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল, কেহ বলেন সরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নামটি বলিয়া দিয়াছিলেন। তখন কেশব ভারতী নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগন্নাথ-শচী-নন্দন নিমাই এখন হইলেন ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, যত রমণী সকলেই তাঁহার মাতা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, কৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী—অনন্ত পথে। তিনি পূর্ব্বে শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জন্ম হইল, তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহ-মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের একখানি

যষ্টি যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমণ্ডলু অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেলের মালার জল-পাত্র; একখানি কৌপীন; আর দুই খানি বহির্ব্বাস; এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত একখানি ছিঁড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার অধিকার গেল, উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দ্দনের অধিকারও রহিল না।

কৃষ্ণ-চৈতন্য এখন একলা, তাঁহার ত্রিজগতে আর এখন কেহ নাই। কিরূপ একলা তাহা একটি ঘটনায় বুঝা যাইবে। প্রভুকে হারাইলেন ভাবিয়া গদাধর বিনীত হইয়া চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রুক্ষভাবে গদাধরকে বলিলেন, "আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার সঙ্গী কে?" গদাধর এই বাক্যে ভয়ে আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যে মাত্র প্রভুর নামকরণ করা হইল, অমনি সেই নামটি মুখে মুখে সকলে শুনিতে পাইলেন। তখন লোকে কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই মুহূর্ত্তের ভাব দেখিয়া তখনি সে কলরব থামিয়া গেল।

প্রভুর নাম যে মাত্র রাখা হইল, অমনি তিনি, "আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও," বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা পাইলেন না। এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া, "কৃষ্ণ-চৈতন্য দাঁড়াও, ফিরিয়া আইস তোমার দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া যাও," বলিয়া ঐ দুইটি বস্তু হস্তে করিয়া প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন।* সেই ধ্বনি প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া

* ইহার মধ্যে একটি (দণ্ড) আমার নিতাই ইহার কিছু দিন পরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দাঁড়াইলেন, তাহার পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু দিলেন।

তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি নিদয় ও পাষাণবৎ এবং জীবের প্রতি সদয় হইয়া, সেই লোক-সাগরের মাঝে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই অনন্ত লোক, সেই সঙ্গে, "গোঁসাঞি! পরিত্রাণ কর," বলিয়া প্রণাম করিলেন!

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই "গোঁসাঞি" হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের আদরে বিবশীকৃত হইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহাদের দর্শন সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে ধারণ করিয়া, জীবের অগ্রে হরিনাম ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরম সুন্দর, সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট নবীন-পুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপা প্রার্থী হইয়া, ছল ছল নয়নে দাঁড়াইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, "হে ভগবান্! তুমিই সাধু! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময়! তুমিই মহাজন! তুমিই ধন্য! পতিব্রতা যে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া প্রাণ দেয়, সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই পাইয়াছে। রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়া যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর করেন, সেও তাঁহারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন!"

তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, দীনভাবে, দীনবেশে, কাতর স্বরে, করযোড়ে, মনুষ্যরূপ কীটের নিকট, কৃপা-ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, "জীবগণ! আমার সমুদায় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধ, আপাততঃ কিছু দেখিয়া তোমরা আমাকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষা কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে আমি

তোমাদের, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই সব; এই যে দুঃখ দেখ, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; এই যে জগতে প্রলোভনের নানা বস্তু রহিয়াছে, ইহাও মঙ্গলের নিমিত্ত; আমার প্রাণ তোমাদের নিমিত্ত ব্যাকুল, তোমরা আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে?" *

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, "মা! বাবা! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই। মা! বাবা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! বাবা! যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কৃপাময়।"

হে আমার কৃপাময় পাঠক মহাশয়! তুমি প্রভুকে কি ভিক্ষা দিবে না? ঐ বেশে তোমার দ্বারে প্রভুকে কি চিরদিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে?

তখন উপস্থিত সকলেই এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, সংসারে আর থাকিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গালবেশ ধরিয়া লোক সমাজে দাঁড়াইলেন, তখন কি তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। বিবেচনা কর, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বালিকা বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্যসৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মস্তকে ভুবনমোহন কেশ

* আমি, প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে।
আমি জানি সে ত ভালবাসে না আমারে॥
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খুঁজিল,
পরাণ শুখায়ে গেল, মরে আছি রে॥

কিন্তু উহা এলাইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ায় কেশ ধূলাবৃত হইয়াছে। বালিকার পরিধান অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মণি মুক্তার ভূষণ। পতি-বিয়োগ হওয়ায় ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে, "এ দীনা কাঙ্গালিনীকে চরণে স্থান দাও।" আবার কি করিতেছে, না, সেই পট্টবস্ত্র ত্যাগ করিতেছে, করিয়া মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিতেছে, পরিয়া ঠাকুরের সম্মুখে সেই বহুমূল্য বস্ত্র রাখিতেছে ; অঙ্গের মণি-মুক্তা উন্মোচন করিতেছে, আর ঠাকুরের অগ্রে রাখিতেছে, আর প্রফুল্ল বদনে বলিতেছে, "ঠাকুর! এ সমুদায় দ্রব্যে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি গ্রহণ কর, আর উহার বিনিময়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি কর।"

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মগুপ কি লম্পট হয়, তবে সেও তদ্দণ্ডে সঙ্কল্প করে যে, সে আর তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত কুকর্ম্ম করিবে না। যদি কন্যার পিতা, মাতা কি অন্যান্য নিজজনে এই চিত্র দর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সংসারে ঔদাস্য হয়, ও শ্রীভগবানে মন আকৃষ্ট হয়। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না। তখন পিতা আপনার পুত্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্ন আপনার রোগ, কুলবধূ আপনার লজ্জা, বণিক আপনার ধন ভুলিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অমন করে যাইস না, যাইস না,
ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী। ধ্রু।
তুই, নয়ন মুদে চলে যাবি।
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি॥ (রাই উন্মাদিনী)

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্ব্বে ঐরূপ একবার দৌড় মারিয়াছিলেন, কিন্তু দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবারও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনের ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না!

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর, প্রভুর নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, এবং নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর এই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল! হে ভক্ত! এ পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন?

উভ হাতে শঙ্কর* বলে।
রথ রাথ যমুনার কূলে॥

এই লক্ষ লোকে "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে "উভ হাতে" ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "প্রভু

* পদ কর্ত্তার নাম।

দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো। আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও ?"

সকলের মনে বোধ হইল যে, তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের তখন চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা নিমাইয়ের, নিমাই তাঁহাদের। কাজেই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিমাইয়ের গমন তাঁহাদের নিকট যেন নির্ম্মমতার কার্য্য বোধ হইতেছে। নিমাইকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন, তখন সকলে বলিতেছেন, "তুমি চলিলে ভাল, আমাদের নিয়া চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়া যাও ?"

যখন সেই লোক সমুদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীগণ রথের অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি যাইবে, তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কাজেই রথ হইতে নামিয়া, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন যে, তাঁহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বন্ধ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই, সহস্র লোকে তাঁহার গমন-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, যাইবার পথ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়. তোমাদের কৃপা করুন। তোমরা গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। আমিও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিলাম, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি হাস্যাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী প্রভৃতি আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞির যে আজ্ঞা।"

তখন প্রভু চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগ্নীপতি, শচীর বাড়ীর নিকটবাসী, প্রভুর একমাত্র নিজ-জন। ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না, আর কাহাকে তাঁহার বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাঁহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে ঘরের বাহির করেছে, এই তাঁহার মনের সন্দেহ। সুতরাং নিমাইকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইতে কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। যদি তাঁহার পতি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তাঁহাকে পাঠাইতেন! তিনি নাই, কাজেই তাঁহার ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা ত করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু নিমাইকে আপন হাতে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর আপনাকে শ্রীনন্দের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন। যশোদা নন্দের হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া দেন, নন্দ পুত্রকে মথুরায় হারাইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "আমার শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কৈ, আমার নিমাই কৈ,' বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আমার মুখপানে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব?" একবার ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন, একবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবেন।

নিমাই ও চন্দ্রশেখরে চারি চক্ষু মিলন হইল। নিমাই এ পর্য্যন্ত রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। চন্দ্রশেখর ও তাঁহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইলে, তাহাতে কি হইল?

অমনি মনে পড়িল নদে ভূম। ধ্রু।

চন্দ্রশেখর মুখপানে চাহিলে, নয়নে নয়ন মিলন হইল, আর নবদ্বীপ মনে হইল। তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার আরামের বাড়ী, তাঁহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, তাঁহার গঙ্গার পুলিন, তাঁহার সমুদায় খেলার স্থান, তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণ, তাঁহার পুত্র-বৎসলা মাতা, তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীনা ভার্য্যা, এ সমস্ত তাঁহার হৃদয়ে একেবারে উদয় হইল।

মুক্ত জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু ত্রিজগতে নাই, কিন্তু মুক্ত জীব হইতে মুগ্ধ ভগবান্ আরও মনোহর ও সুন্দর! অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান্ মায়ামুগ্ধ হইয়া সুন্দর হয়েন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্রু সৃষ্টি হইল। নিমাই বসিলেন। বসিয়া দুই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপন অগ্রে বসাইলেন। তাহার পরে হস্তদ্বারা তাঁহার গলাটি ধরিয়া গদ গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তুমি আমার পিতার কার্য্য করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। বাপ! তুমি বাড়ী যাও, আমার জননীকে তুমি যাইয়া সান্ত্বনা করিও। দেখিও তিনি যেন আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যিনি আমার নিমিত্ত

দুঃখ পাইবেন, সকলকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল তাঁহার নিজ জনকে দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের বলিবে, তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। আর তাঁহাদের বলিও যে, নিমাই যে দিন গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়াছে, সেই দিন তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। বাপ! তুমি বাড়ী যেয়ে বলিও যে, এত দিনে, যার নিমাই তারই হয়েছে।"*

এই বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বিহ্বল হইয়া তখন চন্দ্রশেখরকে, ও তিনি যাহা ও যাহাদের, এ সমুদায় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। শুধু চন্দ্রশেখরকে নয়, আপনাকেও ভুলিলেন। তখন, "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া উঠিয়া আবার দৌড় মারিলেন।

ইহাতে সেই সমুদায় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল, বোধ হইল যেন এই লোকসমূহকে তিনি বান্ধিয়া লইয়া চলিতেছেন! কাটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল, প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোক সকলও বনে প্রবেশ করিল। প্রভু ক্রমেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু পশ্চাতের লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ নিমাই দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না। তাহার পরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিন লোকে প্রভুকে হারাইলেন।

* আর ত ঘরে যাবুই ত না। ধ্রু।
তোমরা গৃহে যেয়ে ইহাই বলো।
এত দিনে, যার রাধা তারি হলো॥
যদি আমার কথা বাড়ী পুছে।
বলিও, পাদপদ্ম পেয়ে মিশায়েছে॥

কিন্তু জন কয়েক ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িলেন না। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কাটোয়ায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিলেন, কেহ বা সঙ্গে একটু যাইয়া প্রভুকে হারাইলেন, আর কেহ বা প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাৎ ছাড়িলেন না। এই জন কয়েক, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ।

তখন শ্রীপ্রভুর অবস্থা শ্রবণ করুন। প্রভু কটির-ডোরে কমণ্ডলু বাঁধিয়াছেন, আর হাতে দণ্ড লইয়া দৌড়িয়াছেন। করোয়া বান্ধা আছে, প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, উহা কটিতে দুলিতেছে। বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, পশ্চাতের লোক পাছে পড়িয়া যাইতেছে। শেষে তিনি উপরি-উক্ত নিজ-ভক্তগণ ব্যতীত অন্যের আঁখির, বাহির হইলেন। ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িতেছেন। তাঁহাদের ভয় যে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গমন করিলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না।

নিত্যানন্দ, প্রভুর সহিত দৌড়িয়া পারিতেছেন না, তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে লাগিলেন, "প্রভু! একটু অপেক্ষা করুন, আমরা আর দৌড়িতে পারি না। হে আমার ভাই! তোমার অভাগা ভাইকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ?" আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, "আমার ভাই? আমার ভাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান্? ভাই বলে আর ডাকিব না, প্রভু বলে ডাকিব। আমার প্রভু, দয়াময়, ভবসাগরের কাণ্ডারী, আমাকে ভবসাগর হইতে পার করিতে বলিব।" ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন, "হে প্রভু! হে দীননাথ! হে কৃপা-সাগর! আমি দীন। আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না করিয়া কোথা যাইতেছ?"*

* আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর। ধ্রু।
প্রেম-জলে তিতিল সোণার কলেবর॥

পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

নিতাই যে এত ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু "হাঁ" কি "না" কিছু বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইতেছে না। প্রভু এক মনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল্প দূরে; আর সকলে এত বহুদূরে পড়িয়া গিয়াছেন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাঁহাদের নয়নের বাহির হইতেছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইতেছেন। যেহেতু প্রভু সোজা পথে না যাইয়া, কখন পশ্চিম, কখন বা পূর্ব্ব মুখো যাইতেছিলেন। তখন তাঁহারা দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান কতক রহিত হইয়াছিল।

এদিকে কাটোয়াবাসিগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসর্জ্জন দিয়া লোকে বিষণ্ণচিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শোকাকুল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমে, ধীরে ধীরে, একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে, কি দেখিলেন, তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু ভাল লাগিতেছে না। সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ নীরবে

কটিতে করঙ্গ বাঁধা দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়॥
নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।
সে সব অধিক হয়ে আমা উদ্ধারিলে॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিত পাবন নাম তোমার সে সাজে॥

(পদকল্পতরু)

বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগকে আবার যাঁহারা দর্শন করিলেন, তাঁহাদেরও চিত্ত নিৰ্ম্মল হইল। কাটোয়ায় ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণ সদৃশ জীবও গমন করিলে দ্রবীভূত হয়েন।

কেহবা কিছুকালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়া, "চৈতন্য," "চৈতন্য" বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বুলি হইল "চৈতন্য," কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল "চৈতন্য" এই কথা বলিতে লাগিলেন। সাত দিবস পরে তাঁহার নয়নে জল আসিল, আর তাঁহার ঘরণী তাঁহাকে দুটা অন্ন খাওয়াইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, "চৈতন্যদাস" রাখিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মৰ্ম্মী ভক্ত। প্রধানতঃ তাঁহাকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া সখীকে বলিয়াছিলেন, "সখি! আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি সেই নিমিত্ত কেশ মুণ্ডন করিব। নীল সাটী ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব।"

সখী বলিলেন, "শ্রীমতী! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কাহাকে ভজিবে? তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মহেশকে ভজিব। গণেশকে ভজিব। তাঁহারা দয়াময়, ভক্তের দুঃখ বুঝেন। যাহা চাহিব তাহাই পাইব। আমি প্রীতির লাগি' সব ত্যাগ করিলাম। আমি সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া দিলাম।

আমি মোমের বাতি জ্বালাইয়া কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর আমার নিঠুর বন্ধু আমার উদ্দেশ না লইয়া, যাহারা প্রীতির মর্ম্ম জানে না, সেই সমুদায় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব প্রীতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব।"*

কিন্তু, শ্রীমতীর যে অন্যায় ক্রোধ, তাহা সখীগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। আর আমাদের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, যে, শ্রীমতী অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে শ্রীভগবানকে "নিঠুর" বলে? কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না, তুমি দূর হও!" প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্য! অন্যে প্রেমময়, দয়াময় বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করেন। অন্যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীমতীর দ্বারা তাঁহাকে "নিঠুর" "নিদয়" বলাইলেন, তাঁহাকে শ্রীমতীর পায় ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে পাগল করাইবেন! অন্যে শ্রীভগবানের তল্লাস করিয়া বেড়ান, বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানকে বিষণ্ণচিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। অন্যের, শ্রীভগবানের ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে মুখ শুখাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের যে শ্রীভগবান্, তিনি শ্রীমতীর ক্রোধ হইবে এই ভয়ে তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে থর থর কাঁপিতে থাকেন।

প্রীতি যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, যাহাতে শ্রীভগবান্ শ্রীমতীকে

* ওর নামে নাই মোর সুখ।
(ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে)
আমি জ্বালিয়া মোমের বাতি।
জাগি পোহাইনু সারা রাতি॥

"দাস খত" লিখিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মানকাণ্ড আস্বাদন করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূত ভাবিয়া তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য্য দেখাইতেছেন যে, শ্রীমতীর মান, কবির কল্পনা নয়, প্রকৃত পক্ষে, জীবে অতি প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে।

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য ভাবিলেন যে, এরূপ নির্দ্দয় প্রভুকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণকে এরূপ মর্ম্মে আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া, পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করেন, সেই কাশী নগরীতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ "আমিই তিনি," এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল "স্বরূপ দামোদর।"

ইঁহাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে পূর্ব্বে একবার ভক্তগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাঁহার কার্য্য বিচার কর। শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীবে কি কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে?

এই যে পুরুষোত্তম, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, অর্থাৎ "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ এক দেহে মিলিত" এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে যেরূপ অটল বিশ্বাস, তাহা প্রভুর কোটি কোটি ভক্তের কাহারও

মধ্যে ছিল না। এই স্বরূপ দামোদর, যে প্রভুকে সর্ব্বান্তঃকরণে জানিতেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ও সনাতন, ত্রিভুবনবাসী সকলের উপরের কর্ত্তা, ক্রোধ করিয়া সে প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

হে জীব! স্বরূপ যাহা করিলেন, মনুষ্য এরূপ কখন যে পারে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার কার্য্যটি মনে একবার অনুভব কর, তাহা হইলে শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেলা তাহা বুঝিতে পারিবে।

কলহ ও প্রীতি দুটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশান আছে। এমন হইতে পারে যে, পতি পত্নীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে একজন অপরকে অতিশয় ভক্তি করেন অর্থাৎ মনে মনে আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব হয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্দ্ধন হয়, তাহা সকলে জানেন।

নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য ভক্তগণ পারিতেছেন না, প্রভু মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চল হইয়া পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্ন-কলেবর বলরাম দাস দুরন্ত মাঠে প্রভুদ্বয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা এই—

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন,
কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।

সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া,
ধায় গোরা উদ্ধশ্বাস॥
কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে,
হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর,
কোথা যায় গোরা রায়॥

লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত,
ধুলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি,
দৃষ্টি বাঁধা গোরা চাঁদে॥

গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত,
নিতাই দেখিল চখে।
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল,
সদা চোখে গোরা রাখে॥

নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে,
পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিতাই দৌড়িছে,
দিক্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই॥

নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে,
কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার, আড়াল হইলে,
ধরিতে নারিব তারে॥

নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত,
নিতাই চলিতে নারি।

প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
দাঁড়া ভাই কৃপা করি ॥
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল,
আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার,
চোখে না দেখিতে পাই ॥
তুমি ফেলে গেলে, আমিতো না পারি,
আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ,
আমা সঙ্গে করি লহ ॥
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই,
কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন,
নিমাই ভুলেছে সবে ॥
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি গিছে,
ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন,
বলি এবে সে ডাকিব ॥
"কোথা দীন-বন্ধু, অধম নিতাই,
বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীন-বন্ধু নাম, সফল করহ,
এ হেন কাঙ্গাল তরে ॥"
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ,
মুরছিয়া পড়ে ধরা।

পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে,
উত্তান নয়ন গোরা ॥
কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে।
হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে ॥
জল বিন্দু নাই, বাঁচাই নিমাই।
"এক বিন্দু জল, এনে দেরে ভাই ॥"
দুরন্ত সে মাঠ, কোথা লোক জন।
নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন ?
ওষ্ঠাগত প্রাণ, কথা নাহি সরে।
নিতাইর হিয়া যায় বিদারিয়া ॥
বলে, "আয় আয়, আয় জীবগণ।
তোদের কামনা, হইল পূরণ ॥
দীন দয়াময়, গোলক আশ্রয়।
সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, তু মানুষ জাতি।
নিদয় নিষ্ঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী ॥
তোরা ত আনিলি, নদিয়া হইতে।
তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে ॥"
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে ইতি উতি।
আস্নার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি ॥
যদি না গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইত।
তবে কি জীব, হরিনাম নিত ?

প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল না। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে

লাগিলেন। প্রভুর ক্লান্তি নাই। ভক্তগণ ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ্ণ মনে দাঁড়াইলেন, কিন্তু প্রভু নাই!

তাঁহারা সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না। ভক্তগণ সে স্থান ছাড়িয়াও যাইতে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দিতেছেন। বলিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে? প্রভু আমাদিগকে ফেলে যাইবেন, ইহা কিরূপে হইবে?" সারানিশি সকলে বসিয়া, কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, সমস্ত জগত নীরব, এমন সময় তাঁহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন শুনিলেন কি না, যেন কেহ করুণস্বরে রোদন করিতেছে। তখনি বুঝিলেন যে আর কেহ নয়, প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ করুণ স্বরে রোদন করে ত্রিজগতে আর কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ অতি করুণ স্বরে,—যে স্বরে সমস্ত ত্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিপ্লুত করে,—প্রভু অনেক দূরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন, দেখিলেন একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে। তাঁহারা আরও দৌড়িলেন, নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে তাঁহাদের জীবনের জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে একখানা কোপীন মাত্র পরিধান করিয়া বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, আত্মহারা হইয়া, চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন।

রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমাকে কি দর্শন দিবে

না? আবার বলিতেছেন, "আমি যে আর সহিতে পারি না? আমি কোথা যাবো? আমি কোথা তোমারে পাবো? কৃপাময়! আমাকে কি তুমি একটি বার দেখা দিবে না? তুমি ত আমার মন জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না? আমার মন যে তোমার প্রতি ধায়? আমি ত কত করিয়াও নিবারণ করিতে পারিলাম না?"

ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করিতেছেন শুনিয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিতেছেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে থাকিলে জীব উদ্ধার কি হইবে? সমস্ত জগত যে গলিয়া যাইবে? *

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিলেন! ভক্তগণ যে তাঁহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। কারণ বাহ্য জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পমাত্র ছিল। ক্রমে যেটুকু ছিল, তাহাও গেল। পূর্ব্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন মুদিয়া, গমন করিতেছিলেন। যখন বাহ্য জ্ঞান একেবারে গেল, তখন স্থির-নয়ন হইল, তারা ঊর্দ্ধে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রভু তখন বাহিরের আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা তাঁহার পদগতিতে বুঝা যাইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ হাঁটিতে থাকে, কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পদবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদস্খলন হয়, প্রভুর তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস, অঙ্গে বস্ত্র নাই তবে অঙ্গে কি, না

---

* এই স্থানটিকে "বিশ্রাম তলা" বলিয়া বোধ হয়। লোচনের বাসস্থানের অর্থাৎ কো গ্রামের নিকট বিশ্রাম তলা বলিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহার তলে প্রভু বসিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তল পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তগণ অদ্যাপি সেখানে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে গৌর মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে।

ধূলা-মাখা। ধূলা কোথা হইতে আইল ? পদস্খলন হওয়ায় কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞানহারা হইয়াও ধূলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতেছেন, কখন বা পারিতেছেন না। প্রভুর স্থির চক্ষু ঊর্দ্ধে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রভুর মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়া লইতেও সাহস হইতেছে না।*

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না, এই যে তাঁহার শরীরে ব্যথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্ণা বোধ নাই, নিদ্রা কি ক্লান্তি বোধ নাই, কিন্তু তত্রাচ ভিতরটি সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে! তাহা তাঁহার অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও এই যোগাভ্যাস অর্থাৎ মন সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যোগীগণের উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আর পরমাত্মা

* অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার।
সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হীন কলেবর।
কোথা যান ইতি উতি নাহিক-ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞেয়ান।
পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে।
কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে।
কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার দেহের সঙ্গে প্রীতি, পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার সঙ্গে। এই জীবাত্মাকে লইয়া দেহ ও পরমাত্মা টানাটানি করেন। জীবাত্মা স্ত্রীলোক, দেহ তাহার উপ-পতি, পরমাত্মা পতি। জীবাত্মাকে দেহের সহিত অল্পে অল্পে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করাকেই "যোগ" বলে।

জ্ঞানী লোকের এই পরমাত্মা তেজোময় আকাশ, ভক্তের এই পরমাত্মা পরমসুন্দর নবীন পুরুষ। জ্ঞানী লোকে মারিয়া ধরিয়া, ধমকাইয়া ও জোর করিয়া, কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, তাহাকে (জীবাত্মাকে) পতির (পরমাত্মার) সহিত মিলাইতে চাহেন।

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গ সুখে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, সেই দেহরূপ উপ-পতি যে অল্প দিনের বই নয়, ও পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানী-লোকে জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ শাসন না করিয়া জীবাত্মায় ও দেহে অন্য উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা জীবাত্মাকে, পরমাত্মার রূপে গুণে মোহিত করিয়া, দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, শ্রীভগবানের সহিত মিলন করাইয়া দেন। তাঁহারা জীবাত্মা কুলটাকে স্বামীর রূপ গুণ দেখাইয়া বশীভূত করেন।

আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। জ্ঞানী জনে, জীবাত্মা কুলটাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে কোন সুখ ভোগ করিতে না দিয়া, পরমাত্মারূপ পতির সহিত "যোগ" ঘটান। ভক্তগণ, সেই কুলটাকে পরমাত্মারূপ যে তাঁহার পতি, তিনি দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক সুখকর, ইহা দেখাইয়া তাঁহাকে পতির সহিত মিলন করান। জ্ঞানী লোকে সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে

দুঃখ দিয়া, উহাকে জীবাত্মা-কুলটার নিকট সুখকর না করিয়া দুঃখকর করেন। ভক্তগণ কুলটাকে দেখাইয়া দেন, যে পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহা দেহ-সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানিগণ সেই নিমিত্ত, ইন্দ্রিয়গণ ধ্বংস করেন, যে, জীবাত্মা আর দেহ হইতে কোন সুখ না পায়। ভক্তগণ ইন্দ্রিয়কে সজীব রাখেন, রাখিয়া উহা দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীবাত্মার উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। জ্ঞানী জনে, ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে একেবারে নষ্ট করেন। ভক্ত জনে ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস না করিয়া সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন।

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করেন, তাহাতে যে শক্তি পান, তাহা দ্বারা তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে পারেন। ভক্তগণ পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া চিরদিনের একটি, "তুমি আমার, আমি তোমার," সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না পঞ্চ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, তাঁহার রূপে নয়ন শীতল, অঙ্গ-গন্ধে নাসিকা উন্মত্ত করে। আর তিনি কিরূপ, না সরল, স্নিগ্ধ, সুবোধ, রসিক ও নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রস্রবণ। এখন গীতার শ্লোক স্মরণ করুন। যথা, আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে যেরূপ ভজনা কর, তিনি সেইরূপে উদয় হন। যিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান্, যিনি ভক্ত তিনি নবীন নাগররূপ ভগবান্ পাইয়া থাকেন।

যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন বটে, তাহার কারণ তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা করেন। আর ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যকে

অতি হেয় মনে করেন। কেন? যেহেতু ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, বরং দুঃখ ও বিপদ আছে। এই খর্জ্জুর এ দেশেও আছে, অন্যদেশেও আছে। এখানে খর্জ্জুর হইতে রসের সৃষ্টি হয়, অন্যদেশে লোকে রস না লইয়া, ইহার ফল লইয়া থাকেন। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা রস লয়েন।

ভৃঙ্গ গুন্ গুন্ করিয়া অতি চঞ্চলের ন্যায় এদিকে ওদিকে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও নীরব হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-ভৃঙ্গ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমধুপান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার বাহ্য জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখনই তাঁহার যোগ-সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাঁহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন, কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া, তাঁহার জীবগণকে দেখাইতেছিলেন, যে ভক্তগণ পরম যোগী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই যে গমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই, এমন কি ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রসে টলমল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই, তখন তাঁহার রাধাভাব একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার শ্রীমুখের অর্দ্ধস্ফুটিত গোটাকয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা আছে যে, অবন্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে ভাবিল যে ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া সে সঙ্কল্প করিল যে শ্রীমুকুন্দ চরণ ভজন করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুকের বচনটি এই :—

এতাং স মাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই শ্লোকটি আপনি আপনি, উচ্চারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা শুনিলেন। এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ! তুমিই সাধু, তোমার সংকল্প অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্ত্তী হইব। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিব, করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিমাই দেহ-ধর্ম্ম সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের তরঙ্গ তাঁহার দেহ-ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেখিতেছি যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অন্যান্য "ভাব," ও সমুদায় "স্মরণ" ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদায় ভুলিয়াছেন, নবদ্বীপ ভুলিয়াছেন, কি ছিলেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার কে কে আছেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে সহস্র সহস্র লোক বিষাদ সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহার কণা মাত্রও তাঁহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি যে রাধা ভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতেছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনে কেবল ঐ একটি ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব-সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথা দ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

ইহার পূর্ব্বদিন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—•:-*-:•—

গেল গৌর না গেল বলিয়া। ধ্রু।
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভাসাইয়া॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি।
কোলের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ অনলে পুড়ে হব ছার খার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা বাসুঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। পদটী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও নবদ্বীপবাসী কেহ শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহা যিনি দর্শন করিলেন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণেই হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়া কেহ ইহা প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক, প্রভুর বাড়ীর নিজ জনে, কি ভক্তগণে কেহই এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা পথপানে চেয়ে রহিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিবা গেল, নবদ্বীপে নিত্যানন্দ কি অপর কেহ ফিরিলেন না। কেহ কেহ আর রহিতে না পারিয়া তল্লাসে ছুটিলেন, আর কাটোয়াভিমুখে চলিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, আর কেহ বা প্রভুর বাড়ী আগলিয়া রহিলেন।

রজনী হইল, কোন সংবাদ আইল না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে জল পর্য্যন্ত দিলেন না। প্রভুর ভক্তমাত্রে উপবাসী রহিলেন।

শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা, পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন। ভক্ত-গণেরও ঐ দশা, তাঁহারা শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা হইতেছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, "ও নিমাই! নিমাই! তুই বাড়ী ফিরে আয়, আর তোর সঙ্কীর্ত্তনে মানা করিব না।"

নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে আনিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুদায় অপরাধ, তল্লাস করিয়া শচী আপনার অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ঐ এক অপরাধ, যে তিনি সংকীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐ কথা বারম্বার বলিয়া আপনার নিমাই যে নির্দ্দোষ তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাঁহার পতি "মদন মোহন"। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "যা ছিল কপালে।"*

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে প্রকাশিত

* সবে এক বোল বলে "যা ছিল কপালে।"
(চৈতন্যমঙ্গল)

হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলা রসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদায় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশ ভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থাৎ বাসক সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ-নাথ আসিতেছেন না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আইলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা ভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন—যথা পদ—

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার)বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হইয়াছে,
সারা নিশি করি জাগরণে॥
(যাও গৌর) তুয়া সনে মোর কিসের পিরীতি।ধ্রু
এমন সোণার দেহ, পরশ করিলে কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী॥
নদীয়া নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে,
অবহু কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে যেয়ে, মার্জ্জন করগে হিয়ে,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয় সাগরে ভাসি,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

চৈতন্য মঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে, এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন ঘরে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার বল্লভ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা পদ—

হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো,
কেন দাও গো ধূলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ।
সোণার অঙ্গে ধূলা লেগেছে। ইত্যাদি।

এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় তাঁহার নাম লইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন—

গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণপ্রিয়া আমার গো—ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে অতি কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হে বিশ্বম্ভর! হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" *

সকলেই মনে ভাবেন যে, তাঁহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি এরূপ আর কাহার সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে, প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায় তাঁহারই জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাঁহারই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই,—ঐ

* হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাংনিধে
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবন্ হে ভক্তিচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশোঽন্ধ তমসি কৃত্যাখিল প্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ॥

(চন্দ্রোদয় নাটক)

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি এই জন্য আমাকে বাঁচাইয়াছিলে যে, এই অপরাধে ভাল করিয়া দণ্ড দিব?"

হরিদাস বলিতেছেন, "মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু ত হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই বুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন! তাই বুঝিলাম প্রভুর উপর যে আমার প্রীতি, উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম। আমার কপট প্রেমে তাঁহাকে কিরূপে বাধ্য করিব?"

কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাঁহার যে কেহ ছিলেন, কি আছেন; তাঁহারা যে শোকে পুড়িতেছেন, তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা যে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর সমুদায় ভুলিয়াছেন।

মুরারি বড় গম্ভীর। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, "তোমরা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে?" কিন্তু তিনি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার যে শান্ত-ভাব ও গাম্ভীর্য্য সে সমুদায় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে কহিতে "হা নাথ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত নিরাশা সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য কিছু দুঃখ—সেত অনেক কথা, তাঁহাদের কথা পর্য্যন্ত মনে নাই। এখন চৈতন্যমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরে ধূলায় পড়িয়া একপার্শ্বে শুইয়া আছেন। এমন

সময় উঠিয়া বসিয়া অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, "হে নাথ! দর্শন দাও। হে হরি! কৃপা কর! এই বেলা দর্শন দাও যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়। হে মদনমোহন! তুমি একটিবার দর্শন দাও, আমি জন্মের মত তোমাকে দেখিয়া মরি।"*

শ্রীনিমাই চলিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই বাসনায় সর্ব্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, অনিদ্রায় ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিতাই দেখিলেন প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না, শ্রীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া যে মাত্র "হে মদনমোহন হরি! দর্শন দাও," বলিয়া কাতর-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেমরজ্জুর স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের দুটী পদ বন্ধন করিয়াছে।†

* হরি এই বেলা দাও দরশন। ধ্রু।
ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ।
দাও দরশন, মদনমোহন,
বিদায় হই জনমের মত॥—(চৈতন্যমঙ্গল গীত)

† প্রেম ফাঁসে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঝোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

সূর্য্য গ্রহগণকে, ও গ্রহগণ সূর্য্যকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান্ জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণে পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জ্জীব শক্তি। জীবগণে যে আকর্ষণ করেন, সে জীবন্ত শক্তি, উহা পরিবর্দ্ধনশীল, ও উহা তাঁহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সকলের উপর কর্ত্তা। ইহাও জানেন, যে, তিনি স্বেচ্ছাময়। কিন্তু তিনিও আপনার একটি কর্ত্তা করিয়াছেন, সেটি প্রীতি। অতএব জীবগণ যেমন তাঁহার অধীন, কর্ত্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রীভগবান্ বড় জিদ করিয়া, সমুদায় উপেক্ষা করিয়া, "মত্ত সিংহের" ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা ত কর্ণেও যাইতেছে না! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতি সূক্ষ্ম-রজ্জুতে বান্ধা গেলেন, আর নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন।

প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লপ্টালপ্টি করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ছিঁড়িলেন,—যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর,—নয়নজল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

প্রভু এবার আরো দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী "নিমাই!" বলিয়া কান্দিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া "মদনমোহন" বলিয়া ডাকিতেছেন, ভক্তগণ "প্রভু" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ

ও রোদন সূক্ষ্মরজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেমফাঁসরূপে পরিণত হইতেছে। এই সমস্ত প্রেমফাঁস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদায় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন। কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে, পরিশ্রমও হইতেছে। ইহাতে ইহাই হইতেছে যে, শচীর "বাছা" আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,—কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়ে ঘুরিতেছেন। ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। একবার সঙ্কল্প করিয়া নিজ শক্তিতে দুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর মুখো গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসিগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাঁহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাঁহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে, তিন দিনের দিন প্রায়ই সেখানে। অথচ তিন দিবস—রজনী কেবল হাঁটিয়াছেন, আর প্রথম দিবস কেবল দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রাম করেন নাই, অথচ তিন দিনের দিন বাড়ীর নিকটেই আছেন।

এইরূপে তিন দিবস রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোনগতিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন: প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজগ্রামে যাওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে লইবেন, দিবানিশি তাহারই উপায়

করিতেছেন, নানা উপায়ে কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বহুদূর গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন।

তখন প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে, চারি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আসিয়াছেন। নিমাই নয়ন অৰ্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশালতা বাড়িতেছে, প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাঁহাদের নয়ন-ভৃঙ্গ কাজেই পরিণামে প্রভুর মুখ-পদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের হৃদয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাঁহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরি কপট সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন।

তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখন কখন জীবের "হরি বলে, বাহু তুলে" নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট

হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, এরা না রাখাল? এরা হরি বলে কেন? এরা নাচেই বা কেন? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই? ইহারা ত কখন সাধন ভজন করে নাই? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, "সাবাস! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্য্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবে।" কিন্তু তাঁহাদের অধিকক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন!

প্রভু দাঁড়াইলে, তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় প্রভু দাঁড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন।

এইরূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া, কাণ পাতিয়া কোন্ দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে।

প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন, আর পদস্খলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,—এই প্রথম। বলিতেছেন, "বাপগণ! উঠ। উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।"

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তিন দিবস পূর্ব্বে যে তাঁহার যত প্রিয়স্থান ও প্রিয়জন সমুদায় জনমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী যে তাঁহার নিমিত্ত বিষাদসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্য্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। প্রভু যে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাঁহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাঁহার পদ্ম ফুলের স্থায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালগণের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন।

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে, শীতে কি পিপাসায় তাঁহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে চীৎকার করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেতন হয় নাই। হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন পাইলেন ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু-বিরহে মরে। কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা-আরাম ভোগ করিয়া, বলিয়া থাকে যে, তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল।

প্রভু হরিনাম শুনিয়া বলিতেছেন, "আমি মরিয়া ছিলাম, হে রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে।"

প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "বাপু! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। শ্রীভগবান্ তোমাদের উপকার করুন। বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝিলাম তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে।"*

তখন রাখালগণ ক্ষণেক বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব মনের অভ্যন্তরে ছিল। এখন ভাবিতেছেন যে, ব্রজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, আর এই রাখালগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবনে কোন্ পথে যাবো?"

অতি দুঃখে হাসি পায়। প্রভুর এ প্রশ্নে একটু হাসি পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম-উত্তরে। প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে

* ও ব্রজের রাখালগণ!
এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে। ধ্রু
আমি বৃন্দাবনে যেতে ছিলাম।
নাম শুনে ধেয়ে এলাম ॥
এই যে আমি মরে ছিলাম।
নাম শুনে প্রাণ পেলাম ॥
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল।
হরিনামে আবার প্রাণ এল ॥
(প্রাচীন পদ)

আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দাবন কোন্ পথে যাব?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রতি কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহারা যে কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাও প্রভু জানেন না। যে মাত্র প্রভু রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিলেন যে তাঁহার বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সঙ্কেত বুঝিল, বুঝিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার যে পথ সেই পথ দেখাইয়া দিল।

প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, তুমি দ্রুতগতিতে শান্তিপুরে যাও, সেখানে যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন একখানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোনক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে পাইবে, তাঁহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। আর বাড়ী যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে, আর বলিও যে আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, দিলে তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এখন এ কথা বলিও না।" কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনাসঙ্গত, কাজেই চন্দ্রশেখর অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুত গতিতে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সকলে বুঝিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

নবীন সন্ন্যাসী দেখি।
রূপে ঝুরে আঁখি সখি॥

শ্রীনিত্যানন্দের কথা আমি কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককেই দিয়া থাকি, হৃদয়ে কি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিব? তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে। অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিন্ন কলেবর! হে জীবের বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রভু শান্তিপুরে প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাহার পশ্চাতে একটু দূরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভুর তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা! চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার প্রায় সম্বন্ধ নাই। চক্ষু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে ইহাই ভাবিতেছেন যে, অবন্তিনগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দ-ভজন করিবেন। আবার "এতাং সমাস্থায়" শ্লোকটী পড়িলেন। আবার শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিলেন। আবার বলিতেছেন, "সাধু বিপ্র! তোমার সঙ্কল্প জীবমাত্রের অনুকরণ করা উচিত।" ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন, এমন সময় বুঝিলেন যেন কেহ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছেন।

প্রভুর স্থির-নয়ন পথ-পানে রহিয়াছে, চিত্ত উপরি উক্ত ভাবে বিভোর রহিয়াছে। যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে পারিলেন, তবু নয়ন-তারা স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর ?"

নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক, তখন ভাবিলেন এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুর কথায় উত্তর করিয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নাই।"

প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন পূর্ব্বে ছিলেন সেইরূপ পথ-পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন! মনের মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। সেই ভাবের একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন "বৃন্দাবন কতদূর" জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহা ভঙ্গ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি যে তাহার প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা না করিয়া, পূর্ব্বের মত মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন।

নিত্যানন্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন তিনি প্রভুর কথায় উত্তর দিলে, আর তাঁহার গলার স্বর শুনিলে, প্রভু তাঁহার দিকে চাহিবেন, কিন্তু প্রভু চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ জানেন না। তিনি বুঝিলেন যে প্রভুর যতদূর চেতনা হইয়াছে এখন তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন। অতএব এখন পরিচয় দেওয়াই উচিত। ইহাই বলিয়া

দ্রুতপদে প্রভুর অগ্রে গমন করিলেন, করিয়া পথ আগুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমি নিত্যানন্দ।"

এরূপ, "আমি নিত্যানন্দ," কতবার, কত প্রকারে, কত চেঁচাইয়া প্রভুকে জানাইতেছেন, কিন্তু প্রভুকে চেতন করিতে পারেন নাই। এখন অগ্রে দাঁড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন তখন প্রভু মুখ উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন।

দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল! মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই দেখা। মনে ভাবুন নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কণ্ঠে অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর হয়ত নিপট্ট-বাহ্য হইবে, আর নিপট্ট-বাহ্য হইলে তাহার যে মনস্কাম, তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া নিতাই, স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিয়া, মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিত্তবিচলিতের কোনরূপ চিহ্ন দেখাইলেন না।

প্রভু মুখ উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, যে লোকটি পরিচিত বটে। অন্ততঃ ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, আর এ ব্যক্তি কে, তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সে নিমিত্ত নিতাইয়ের মুখে, দুই পরিসর নয়ন রাখিয়া, তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় নিতাই প্রভুর ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! চিনিতে পারিতেছেন না, আমি তোমার নিত্যানন্দ!"

প্রভু তখন একটু চিনিতে পারিলেন, বলিতেছেন, "তোমাকে যেন চেন চেন করি? যেন শ্রীপাদ?"

নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "সেই অধমই বটে? আমি তোমার নিত্যানন্দই বটে।"

প্রভু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি শ্রীপাদ? তুমি বল কি? তাওত বটে! শ্রীপাদই ত বটে? তুমি এখানে কিরূপে আইলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে? আমি যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

প্রভুর পাছে নিপট্ট বাহ্য হয় ইহা নিত্যানন্দের বড় ভয়। সুতরাং বেশী কথা না বলিয়া বলিতেছেন, "বলিতেছি আপনি চলুন। লোক-মুখে শুনিলাম আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আমিও তাই আপনার পাছে পাছে আইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে। এই আপনার লাগ পাইলাম! এখন চলুন কথা কহিতে কহিতে যাই।"

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "বড়ই সুন্দর! বড় বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। চল এখন দুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নির্জ্জনে এক মনে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিব।"

প্রভু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতাইয়ের ইচ্ছা নয়। তাই বলিতে-ছেন, "এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব।"

প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে প্রভু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরূপে প্রভুকে ভুলাইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। দুই চারি পা যাইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন?"

নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠাইলে হয় ত সেই পূর্ব্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়া পড়িবে। তাই প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন ওসব

থাক, চল অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন পাই তাহার যুক্তি করিব।

শ্রীনিতাই প্রভুকে কখন "আপনি" কখন "তুমি" বলিতেন।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া পথ পানে চাহিয়া চলিতেন। একটু যাইয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিব বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবার কি করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুণ্ডের ধূলায় গড়াগড়ি দিব।" *

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কি কি করিবেন এই সমুদায় মনের খেয়াল বলিতে আরম্ভ করা মাত্র গদগদ হইয়াছেন। নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড় ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িবার উপক্রম। তখন প্রভুর উত্থিত ভাবতরঙ্গকে রোধ করিবার আশায় বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার এ সমুদায় কথা এখন ভাল লাগিতেছে না। ক্ষুধায় পিপাসায় তুমিও কাতর, আমিও কাতর। আগে বৃন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করি, পরে মুকুন্দ ভজনের যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ পাইতেছেন, এ কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়ার্দ্র হইবেন। হয় ত তাঁহার নিজেরও ক্ষুধা-পিপাসা বোধ হইবে, এবং বোধ হইলে বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে অন্তরিন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস হইবে। প্রকৃতই

* নিতাই বলরে, কত দূর বৃন্দাবন।
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন॥ ধ্রু
কবে বৃন্দাবনে যাবো, মাধুকরী করে খাবো,
রাধাকুণ্ডে গড়ি দিব।
[জয় রাধে শ্রীরাধে বলে]

নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন, 'আর' কতদূর আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে প্রকাশ হইল। নিতাই চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত, সংজ্ঞাশূন্য। ভাবিতেছেন, "প্রভুকে ত শান্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছি, প্রভুও বৃন্দাবন পথ-ভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যও ক্রমে হইতেছে। যদি একবার প্রভু মস্তক তুলিয়া সূর্য্যের পানে চাহিয়া দেখেন, তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব-দক্ষিণে গমন করিতেছেন। যদি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয় ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে এমনি দৌড় মারিবেন যে, আমি আর ধরিতে পারিব না।" এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। এমন সময় প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন 'আর' কতদূর?"

এই যে প্রভু 'আর' শব্দটি ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবনের খুব নিকটে আসিয়াছি, প্রভুর এই ভ্রম হইয়াছে। তখন তাঁহার কি কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাঁহার সহায় হইবে। নিতাই বলিতেছেন "আর কতদূর? শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।"

নিমাই আবার চলিলেন একটু যাইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবন খুব নিকটে বলিলে কিন্তু কত নিকটে ত বলিলে না?"

নিতাই বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম।"

তখন সুরধুনী তীরস্থিত গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। এমন কি, অতি দূরে একটি বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে। এটি শান্তিপুরের অপর পারে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি একটু হাঁটিয়া চল, বৃন্দাবনে ত এলাম।

প্রভু আর ভাল মন্দ না বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন, সেখান হইতে বটবৃক্ষটি পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই আপনি আপনি বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম। অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাঁড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন না প্রভু বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে অদ্যই যাইব? সেকি? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না।" নিতাই বলিলেন, "আমার কথা বুঝা কষ্ট কি? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ঐ একটি বড় বৃক্ষ দেখিতেছ?"

প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "হাঁ! ঐ ত বোধ হয় বটবৃক্ষ।" নিতাই বলিতেছেন, "তাই বটে। আবার উহার ধারে একটি নদী দেখিতেছ?"

প্রকৃত সেখান হইতে সুরধুনীর গর্ত কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একটি নদী বটে। ঐ বৃক্ষটি ও নদীটি কি?"

তখন নিত্যানন্দ একটু হাঁসিয়া বলিতেছেন, ওটি শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট, উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। আর ঐ নদীটি,—যমুনা।"

এ কথা শুনিয়া প্রভু এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে প্রথমে তিনি একেবারে নিতাইয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন না, ক্রমে নিতাইয়ের কথার ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক হইয়া, "নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না তাহা বুঝিবার নিমিত্ত," তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুরও কথা ফুটিল। বলিতেছেন, "আমি তোমার কথা শুনিয়া কথা কহিতে পারিতেছি না। ঐ বৃন্দাবন? আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না। আমার ভাগ্যে বৃন্দাবন দর্শন কি আছে? আর এত শীঘ্রই বা বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম?"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু, তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম করিয়া, যমুনার জলে স্নান করিব। একটু দ্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে।"

যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদের প্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, এবং বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহাদের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষ্ণ, আর সারল্য দশম বৎসরের বালিকা হইতেও অধিক। শ্রীনিমাই চাঁদ শ্রীনিতাইয়ের সামান্য প্রবঞ্চনায় ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া যমুনায় অঙ্গ মার্জ্জন করি।" ইহাই বলিয়া এমনি দ্রুতবেগে চলিলেন যে প্রভু খানিক অগ্রবর্ত্তী হইলে নিতাই জানিতে পারিলেন। নিতাইও দৌড়াইয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত, দুই জনকেই ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে প্রভুকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবেন। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জানিতেন না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে যদি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান,

তবে দুই জনে প্রভুকে অবশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে বড় মান্য করিতেন, তাঁহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করিতেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন। প্রভু তীরে পৌঁছিলেন এবং বিশ্রাম না করিয়াই গঙ্গাকে যমুনা ভাবিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প দিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে :—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দশূনোঃ পর-প্রেম-পাত্রী দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী, জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র পুত্রী॥

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন।

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন মুদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ-ধারা বহিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় প্রভুর আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তবু দেখিতেছেন যে একটি সোণার বিগ্রহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেখিতেছেন, সুবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিসর বুক ও "মুঠে পাই কটি খানি।" আর দেখিলেন শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রভুই বটে।

কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদীয়ার পথে লোকে ফুল ছড়াইতেন, যাঁহাকে হৃদয়ে কি নয়নের উপর রাখিয়া মনের বেগ মিটিত না, আজ তাঁহার একি দশা। তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান করিয়াছেন তাহাতে আরো উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই। শীত কালে স্নান করিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্র মার্জ্জনী নাই; আর্দ্র কৌপীন পরিয়াছেন উহা ত্যাগ করেন এরূপ দ্বিতীয় বস্ত্র

নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোনখানে দাঁড়াইতেন তবে শত শত লোকে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করযোড়ে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিত। এখন তিনি একাকী, তাঁহাকে দুটি কথা ব'লে এমন লোক নাই। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছেন, "হে বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে প্রবেশ করি।" শ্রীঅদ্বৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভুর তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে ইহা জানিলে হয় ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেন। কান্দিয়া তাঁহার ভ্রমের অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ করিতেন না।

প্রভু যমুনায় স্নান করিতেছেন এই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাঁহার রস-ভঙ্গ ও কাজেই ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন নয়ন মেলিলেন। দেখেন সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত!

শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রভু চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত আচার্য্য না?" নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস হইয়াছে। ওপারে শান্তিপুর, ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত, প্রভু আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, "প্রভু! তিনিই বটে।"

শ্রীঅদ্বৈতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন আর্দ্রগাত্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমিও আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ। এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-ভজন করিব।"

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, "আমি বৃন্দাবনে তুমি কিরূপে আসিলে?" শ্রীঅদ্বৈত তখন বুঝিলেন যে প্রভু

বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় আবার দ্রব হইল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু উত্তর না পাইয়া, এবং শ্রীঅদ্বৈতের রোদন দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের, আর একবার অদ্বৈতের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? আমি বৃন্দাবনে আইলাম, আসিতে পথে দেখি তুমি অগ্রে দাঁড়াইয়া। আবার খানিক আসিয়া দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য উপস্থিত। ইহা কিরূপে সম্ভবে? সত্য কি আমি বৃন্দাবনে, না কোথায়? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?" নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আর উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একেবারে নিপট্ট বাহ্য হইল। তখন ব্যাপার কি সমুদায় একেবারে পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। বুঝিলেন ওপারে শান্তিপুর। বুঝিলেন নিতাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়া শান্তিপুরের ওপারে লইয়া আসিয়াছে।

প্রভু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন এই আনন্দে বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদায় এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্নান করিলেন, এত পথ হাঁটিলেন ও দেহের ক্লেশ এত লইলেন, এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, বরং তিনি যে স্থান হইতে বৃন্দাবন মুখো গমন করিয়াছিলেন, প্রায় সেই খানেই আছেন। তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ তাঁহার প্রীতির ন্যায় কেবল মধুর! শ্রীনিমাই ক্রোধে ও দুঃখে নিতাইকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি

আমাকে প্রতারণা করিলে? এত বংশীবট নয়, এত যমুনা নয়, এ যে গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে? আমার সঙ্গীগণ একে একে বৃন্দাবনে গেলেন, কেবল আমারই যাওয়া হইল না। শ্রীপাদ! আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে ত আর পেলেম না।"*

প্রভুর ক্ষোভ বাক্যে, নিত্যানন্দ ধরা পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন সমুদায় অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিলেন যে সুরধুনীকে যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া নিতাই প্রভুকে আনিয়াছেন। নিতাই যখন মস্তক অবনত করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "তোমাকে জীব প্রতারণা করিতে পারে না। শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন। গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের কথা। প্রভু করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।" অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন।

"আমার যাওয়া হইল না" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আর্দ্রকৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ককৌপীন পরিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "বহুদিন উপবাসী আছেন, দাসেরগৃহে পদার্পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ

* নিতাই এত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ধ্রু
তুমি জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা॥
তুমি ভাই হয়ে ভাই এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথী সব গিয়াছে, আমার যাওয়া হল না॥
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে বুঝি পেলাম না।
(প্রাচীন পদ)

করুন, নৌকা প্রস্তুত।" প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না! নিতাইয়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে ভুলায়েন নাই অদ্য তিনি ত্রিভুবনে দেখাইলেন যে, তুমি ভক্তবৎসল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, আমি পুত্তলি, আর আমাকে সূত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়া থাকেন।"

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণের নিমিত্ত। বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার যে এই সমুদায় নিজজন ইহাদের প্রতি কি একটু করুণা করিবেন না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন "প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছায়। এখন নৌকায় উঠ। দুটা অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণধারণ কর।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইয়ের হস্ত দুখানি ধরিলেন।

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। এখনও তিনি কোন কথা বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুন্দ ও গোবিন্দ আসিয়াছেন, প্রভুরা উঠিলে তাঁহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসা আইল। নিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের পণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ নিত্য বলিয়া নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এ গ্রহভোগ কেন? তাঁহার কার্য্য নৃত্য করা ও অন্যকে নৃত্য করান! তাঁহার কার্য্য আপনি আনন্দ ভোগ করা ও অন্যকে আনন্দ দেওয়া, তাঁহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত, নিমাইয়ের দুই পার্শ্বে প্রহরী স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইলেন তখন শ্রীঅদ্বৈতকে

সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুর! বাড়ী ত নিয়ে যাইতেছ, দুটা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিবে ত?" অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্বৈত ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রভুর সন্ন্যাস-জনিত দুঃখ জাগরিত রহিয়াছে, কাজেই তিনি এইমাত্র বলিলেন, "তাই হবে।" কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না। প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া অতি আনন্দ হইয়াছে, কাজেই একটু কোন্দল করিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিতাই বলিতেছেন, "এরূপ নয়। স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দণ্ড, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অদ্য চারিদিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমিও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উঁহার কি? উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, আমাদের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোথা পলাইয়াছে। একে হুতাশ, তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ গিয়াছে। অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়া যাইতেছ ভাল, যত চাইব তত অন্ন কিন্তু দিতে হইবে।"

কিন্তু অদ্বৈতের কোন্দলে রুচি হইতেছে না। তিনি নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া সকৃতজ্ঞ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে সকলেই তোমাকে অন্ন দিবে। বাপ রে বাপ! এ কয়েক দিবস পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আহারাদি করে নাই।" নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিল। দেখেন ইহার মধ্যেই তীরে লোক সমবেত হইয়াছে। নৌকা দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, "শীঘ্র চল, শ্রীভগবানের আকর্ষণে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এত লোক হইবে যে যাইতে পারিব না।" প্রভুগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদধৌতের জল আইল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন।

পদধৌত করিয়া সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি এক কার্য্য কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান্ দ্বারী নিযুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়া যাইবে।" শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। নিতাই আরো বলিলেন, "কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।" একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথা বটে; চারি দিবস মুখে জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতের সম্পত্তির অবধি নাই, ভাণ্ডার সমুদায় দ্রব্যে পূর্ণ। অতি অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরত্রিক আরম্ভ হইল, গৌর, নিতাই ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া অদ্বৈত, নিতাই ও গৌরকে লইয়া ঘরের মধ্যে গমন করিলেন। দেখেন যে শুভ্র বস্ত্রাবৃত দুইখানি পীড়ি, আর তাহার সম্মুখে কদলী পত্রে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। প্রভু অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথা? হরিদাস ও মুকুন্দ?" শ্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই।

মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন। প্রভু, হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদাসের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব।" মুকুন্দও ঐ কথা বলিলেন। দুইজনেরই তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "একখানি পাতা দাও, আর অল্প দুটি অন্ন দাও। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আবার পাতা দিব কি?" পীড়ির উপর উপবেশন করু।" প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? শ্রীকৃষ্ণের আসনে কিরূপে

রহিব ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "ও একই কথা, তুমি উপবেশন কর।" ইহা বলিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া পীড়ির উপরে বসাইলেন।

শ্রীনিমাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এত অন্ন কি হইবে, সমুদায় উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ।"

অদ্বৈত। উঠাইয়া আর লইব না। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।

নিমাই। এত অন্ন খাইতে পারিব না, আর সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর।

নিমাই। তাহার পর এ সমুদায় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্যাসীর উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই।

অদ্বৈত। প্রভু ক্ষমা দাও। সমুদায় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা হইব।

নিমাই। আচার্য্য ? আমার কর্ত্তব্য দুটী মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দমনে রাখিব ?

নিমাই এই কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখাইলেন যেন সরল ভাবে বলিতেছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত হাসিয়া বলিতেছেন, "নীলাচলে প্রত্যহ পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন আহার কিরূপে কর ? ঠাকুর, সন্ন্যাসী হয়েছ, ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন ? এ সমুদায় রঙ্গ বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন ? প্রভু ক্ষমা দাও, অদ্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি সমুদায় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্ত খানি আপনি ধরিয়া

জল দ্বারা ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও ঐরূপ করিলেন।

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহার হাতের পুতুল হইতে বড় নারাজ। একটু পূর্ব্বে নিতাই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া ধমকাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিমাই স্নেহের বশ, ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ করিয়া, যেন হাতে ছুরি করিয়া সম্মুখে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিব," তখন প্রভু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে লাগিলেন, আর কথা কহিলেন না।

নানাবিধ ব্যঞ্জন করা হইয়াছে। প্রভু একটি আস্বাদ করিয়া আর একটিতে হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "ওটা বুঝি ভাল হয় নাই, যদি ভাল হইয়া থাকে আমার মাথা খাও আর একটু খাও।" প্রভু করেন কি, দস্যু হস্তে পতিত, আবার একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে বসিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সীতাদেবী দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। গুরুতর ভোজন হইতেছে আর বলিতেছেন, "আর কত খাইব?" অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার মাথা খাও এই ব্যঞ্জন আর একটু খাও।"

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভোজন করাইতে কোন দুঃখ পাইতে হইতেছে না। ভাইকে হারাইয়াছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতেছেন, নিতাই সন্ন্যাসের কথা সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না,—উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে

ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, "আমি তখনি জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই কটা অন্নে কি আমার পেট ভরে? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে আমি মনে মনে ইহা জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্য্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে, আমাকে পেট ভরিয়া দুটা ভাত দিতে হইবে, তা পেট ভরিল না,—পেট ভরিল না।" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন, "আমি জানি যে তোমার সন্ন্যাস সমুদায় মিথ্যা, কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেশ্য! তুমি এখন পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন খাইতে পার, সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? শুদ্ধ তাও নয়, আমরা অত অন্ন পাবই বা কোথায়? তুমি সন্ন্যাসী, তীর্থ করিয়া বেড়াও, ফল মূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর. অদ্য দুটা অন্ন পাইলে কৃতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোভ করিতে নাই।"

শ্রীনিতাই বলিলেন, "এই নে তোর ভাত নে।" ইহাই বলিয়া, যেন ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, "আজ অবধূতের ঝুটো আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম!" ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, "ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটো বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে। আমার মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইলে তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "আবার সন্ন্যাসী! আবার সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ? উহু, আমা হইতে আর হবে না। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল, সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম্ম, পদ, বিধি সমুদায় গেল।" সে যাহা

হউক, দুই প্রভু আচমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যত্ন করিয়া উত্তম শয্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপিলেন, যত্ন করিয়া শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কাজ নাই। এখন যাও মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরিদাস প্রভৃতিকে, আর আপনার মুখে, অন্ন দেও গিয়া।"

শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন; প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈতের গণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন ও বাদ্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাঁহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এখন কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন :—

কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
আর প্রাণ-প্রিয়া দূর দেশে না পাঠাব।
আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাইব॥

প্রকৃতই শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইয়াছিলেন, তখন পাইয়াছেন। "মাধব" যে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, আঁচল ভরিয়া যদি টাকা পাই তবু প্রিয়াকে আর দূর দেশে যাইতে দিব না। শ্রীঅদ্বৈতের গণ গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ হইয়াছে। অগ্রে গর্ব্বিত লোকে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও ফিরিয়া প্রণাম

করিতেন, কাজেই ভয়ে তাঁহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতেন না। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত, অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাজেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ব্যতীত আর ফিরিয়া প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহ ভাব সেইরূপেই জ্বলন্ত রহিয়াছে। তবে এখন দাস্যভাব যাইয়া গোপী-বিরহ ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন সাধু বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অতএব শ্রীঅদ্বৈত যে, মনের আনন্দে গাইতেছেন, "মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিব না," কি কখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "প্রেম-ডোর দিয়া এই দুইখানি চরণ বাঁধিয়া রাখিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" ইহা প্রভুর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্ত্তন শুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতেছেন। মুকুন্দ শ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈত যে রসে গাইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ বিরহরূপ রসে পীড়া দিতেছে। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন—

আহা প্রাণ-প্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন স্বোয়াস্তি না পাই।
কাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ে যাই ॥

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর ধৈর্য্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল

হইল যে, একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আবার সকলে মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি (পাছে প্রভু মৃত্তিকায় পড়িয়া যান এই ভয়ে) বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু বহু দিন উপবাসে ও অনিদ্রায় আছেন, সকলেরই ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রভু বাহ্য পাইলেন। আর নিতাই ও অদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্য করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাইও কাছে শুইলেন, শ্রীঅদ্বৈত, তাঁহার নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু! একটা কথা বলিব।" প্রভু বলিলেন, "বল।" বলিতে গিয়া নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রষ্টে উহা নিবারণ করিলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য যে, তোমার নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তোমার মনে আছে?"

নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "মা বাঁচিয়া আছেন না আছেন, জানি না। শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা হয়েছে তাহারও কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অদ্য মুখে অন্ন জল দিয়াছি, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাহাও হয় নাই। তুমি অনুমতি কর, আমি কল্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে আনয়ন করি।"

শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন, "আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি, নবদ্বীপ-বাসীরা শুনিয়াছেন?"

নিতাই বলিতেছেন, "আমি শ্রীআচার্য্যরত্নকে সে সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।"

আচার্য্যরত্নের নাম শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিতেছেন তাঁহাকে কোথা পাইলে?" নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদায় কথা ব'ললেন। বলিয়া বলিতেছেন, "সম্ভবতঃ আচার্য্যরত্ন নদীয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাঁহারা কেহ পান নাই, অতএব আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।"

প্রভু বলিলেন, "তা বটে। আমি যদি তাঁহাদিগকে দেখা না দিয়া যাই তবে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। তুমি যাও, তাঁহাদের সকলকে লইয়া আইস।" প্রভুর এই অনুমতি পাইয়া নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। তিনি অতিশয় সুখী হইলেন, তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাজেই সকলকেই আনিতে হইবে, যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিব?'

নিমাই বলিলেন, "তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ "যে আজ্ঞা" বলিলেন। নিতাই, "যে আজ্ঞা" বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল। নিতাই বরাবর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন তাহাই তাঁহাকে

আনিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন তাই দুই বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকেই আনিব ?" প্রভুও বলিলেন, "হাঁ সকলকেই আনো।" ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন, বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সেই আনন্দ, "যে আজ্ঞা," কথায় প্রকাশ পাইল। প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। আর তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, শাস্ত্রমতে আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! সকলকেই আনিবেন, যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবেন, —কেবল একজন ছাড়া।"

নিতাই কপালে ঘা দিলেন, তাঁহার মানা করিবার সাধ্য হইল না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাই চাঁদ সন্ন্যাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, লোকে তখনি দলে দলে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। শত শত লোক 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দ্বারীগণের নিকট "পথ ছেড়ে দে ওরে দ্বারী" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়া নিরস্ত করিল, যে প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই, তাঁহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে দেখাইব।

পূর্ব্ব দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। প্রভু অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোকে

"প্রভু দর্শন দাও" বলিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর দ্বারু নিবারণ করিতে পারেন না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর দাঁড়াইলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই। সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কি ঐরূপ একজন। দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া বোধ হইল। সকলেই বড় আশা করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশ হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক আশা সেখানেই নিরাশা। কিন্তু তাহা না হইয়া সকলে আশার অতিরিক্ত ফল পাইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে "ইনিই সেই বটে, সর্ব্বজীবের গতি ও কাণ্ডারী" এইরূপ বুঝিলেন। ভব-সাগর পার হইবেন বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল, আর যাহার যেরূপ স্ফূরিত হইতেছিল, সেইরূপ সহস্র সহস্র লোকে স্তুতি কি প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিমাইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাঁহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিত, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত যে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই যেন তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার সকলেরই আর এক ভাব হইল। তাঁহারা যে লোক-মাঝে দাঁড়াইয়া, ইহা সকলে ভুলিয়া গেলেন, এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হইল যে তিনি আর প্রভু দাঁড়াইয়া, উভয়

উভয়েরই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাজেই যাঁহার যেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।" কেহ বলিতেছেন, "আমার নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি তোমার দর্শনে নির্ম্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটিকে ভাল কর।" কেহ বলিতেছেন, "প্রভু আমি ভবকূপে পড়িয়া, আমাকে উঠাও।" কেহ বলিতেছেন, "আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার উপায় কি হবে? * শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে যে সমুদায় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে, কি কোন দেশে হয় নাই।

* অনেকে এই প্রাচীন পদটি শুনিয়া থাকিবেন, সুতরাং এইটি এখানে দিলাম। প্রভুর দর্শনে লোকের মনে কি ভাব হইল তাহা গীত দ্বারা কতক প্রকাশিত হইবে।

প্রভু দয়াল আমি সাধু মুখে শুনেছি।
আকুল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি। ধ্রু
তুমি, দিয়া চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি,
আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি॥
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।
তুমি করিয়া অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন,
আমি অধম জনার হতে শুনেছি॥
করিতে পতিত উদ্ধার, প্রকাশ হয়েছ এবার,
মোর সমান পতিত, প্রভু কোথা পাবে আর।
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি॥

প্রভু ছাদের উপর বসিলেন, চতুষ্পার্শ্ব হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শনসুখ ছাড়িয়া গৃহে গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রভু বসিয়া, আর ভক্তগণ চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া। শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল প্রভু, আমার একটি কথার উত্তর দিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ "সোহহং বাদী," অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে অভেদ মনে করেন। তাঁহারা ভগবানকে অদ্বৈত ভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ দ্বৈত ভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাঁহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। সন্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপ ও নিরাকার। এখন সেই শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শান্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।" ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সরস্বতী পতি, তোমার সহিত কথায় পারিব কেন?"

একবিংশ অধ্যায়।



চলে নন্দ রাজ রমণী বলে কোথায়ে নীলমণি,
একবার দেখা দে আমায়॥ ধ্রু

চন্দ্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুত বেগে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমুদায় কথা বলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়া দিয়া নবদ্বীপে আপন গৃহে গমন করিলেন। আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না; হয় ভাবিলেন ঠিক সংবাদ কিছু তাঁহার নিকট নাই, যেহেতু তিনি গৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচীদেবীকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন? শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাঁহার মুখে সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে আসিবা মাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাঁহারা, তাঁহার নিকট দৌড়িলেন। আচার্য্যরত্ন প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—কি বলিবেন? সকলে "কোথা প্রভুকে রাখিয়া আসিলে বল, বল, বল" বলিয়া দাপাদাপি করিতে থাকিলে—

আচার্য্য রতন কান্দি কহেন সবারে।
"কি জিজ্ঞাস আর?" বজ্রপাত হল শিরে।
সমাপ্ত হইল সংকীর্ত্তন নৃত্য খেলা।
সেই সব প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা॥
দৃষ্টি ছাড়ি মো সবার হৃদয়ে রহিল।
দৃষ্টি সুখ নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল॥
প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা।
স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা॥
"হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র তোমার সন্ন্যাস।
আমা সকলের করিলেক সর্ব্বনাশ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্য্যের মুখে।
সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল।

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)

কিন্তু প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যূষে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। অর্দ্ধ পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবদ্বীপ দেখা যাইতেছে, শ্রীনবদ্বীপ দেবীকে যাইয়া কি বলিবেন? শচীদেবী কি বাঁচিয়া আছেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে উদয় হইল। নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল ও তখন ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধূলায় পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন, তাঁহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু শান্তিপুরে আছেন এই শুভ সংবাদ যত শীঘ্র পারেন দিতে হইবে। আবার দৌড়িতে লাগিলেন।

নদীয়ায় প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দের বোধ হইল যেন সুখের নদীয়া ছারেখারে গিয়াছে। যেন প্রত্যেক বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, রোদন করিতেছে। প্রকৃত কথা, বাহিরের জগৎ জীবের ইচ্ছামত কান্দিয়া কি হাসিয়া থাকে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইল ত্রিজগৎ ক্রন্দন করিতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী যাইলেন, তখনও প্রত্যূষ। বাড়ী নীরব! নিতাই ভাবিতেছেন, এরা কি বেঁচে আছে? প্রভুর আঙ্গিনায় গমন করিলেন, সেটী গৌর-প্রিয়গণের নৃত্য করিবার স্থান। পতি সোহাগিনী রমণী অকস্মাৎ বিধবা হইলে যেরূপ দেখায়, সেই আঙ্গিনা তাহার ন্যায় বোধ হইতেছে।

নিত্যানন্দ আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, 'মা' 'মা' বলিয়া ভঙ্গস্বরে ডাকিলেন। শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া বলিতেছেন, "কেও নিতাই, আমার নিমাইকে এনেছ?" ইহা বলিয়া বাহিরে আইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও উঠিলেন, তিনিও দ্বারে দাঁড়াইলেন. আর প্রভুর বাড়ী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নিতাই আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাড়ী বাড়ী গেল, প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইয়া গেল।

যখন নিতাই ও শচীর মিলন হইল তখন মুরারি গুপ্ত সেখানে দাঁড়াইয়া, তিনি সেই মিলন যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তিনি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন—

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচী দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥

দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরিয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে "কোথা আছে আমার নিমাই॥"
"না কান্দিহ শচী মাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাইয়া দিল তোমা লইবারে॥"
শুনিয়া নিতাই মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচৈতন্য হয়ে ভূমে পড়ে শচী মাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ, "চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে॥"
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে॥

মালিনী প্রভৃতি প্রবীণা রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে ঘিরিয়া ছিলেন। আবার অল্পবয়স্কা কয়েকজন রমণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার নিমিত্ত ছিলেন। শচী যখন বাহিরে আইলেন, পাছে পাছে মালিনীও আইলেন। শচী নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অনেক সন্তর্পণে শচী চেতন পাইলেন। মালিনীকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, "মালিনী! নিমাই নাকি অদ্বৈতের ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে, চল যাই।" বলিয়া চুপ করিলেন।

আবার বলিতেছেন, "নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে, না, আর তাহাকে দেখিব না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব।" আবার চুপ করিলেন। একটু পরে উঠিয়া, "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ছুটিলেন।* তখন সকলে ধরিলেন, ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "মা! একটু অপেক্ষা কর, দোলা আসিতেছে, তাহাতে যাইবেন। আমরাও যাইব, যাইয়া সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদীয়ায় আনিব।"

প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে চলিলেন। যিনি শুনিলেন তিনিই চলিলেন। স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া জুটিতেছেন। শুধু ভক্তগণ নহে, যাঁহারা পূর্ব্বে শত্রু ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত চলিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীনবদ্বীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী প্রভুর ভক্ত, এক শ্রেণী পরম শত্রু, আর এক শ্রেণী ইহাও নয় উহাও নয়। প্রভু সন্ন্যাস লওয়ায় এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর সন্ন্যাসে রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমাইয়ের প্রতি কাহার ক্রোধ হওয়া আশ্চয্য। যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন, বাহিরের লোকে তাঁহার দুর্ব্বৃত্তপনায় আমোদিত হওয়া ব্যতীত বিরক্ত হইবার

* হেদে গো মালিনী সই চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশ হীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচী মাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখো ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥

কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি কাহাকেও মর্ম্মে আঘাত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজজনের সহিত। যখন সংসারী ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্নেহশীল, উদার, বদান্যবর, নির্ম্মল চরিত্র, মধুরভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাঁহার দর্শনে লোকের হৃদয় দ্রব হইত। তবে তাঁহার শত্রু হয় কেন?

কিন্তু জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে সব অবস্থায় বিপরীত দেখিবে, বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্য্যই চলে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু সেই কারণে অন্যের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদায় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ সয়তানের এবং হিন্দুগণ দেবতা ও অসুরগণের, অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এমন কি শ্রীভগবানের শত্রু আছেন, ইহা সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন।

এই নবদ্বীপে শ্রীনিমাই শত্রুদলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার সেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, আর এ অবতারে শ্রীভগবান্ কঠিন জীবগণকে কারুণ্যরসে দ্রব করাইয়া নির্ম্মল এবং বশীভূত করিলেন।

যখন সকলে শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকার পদ, মর্য্যাদা, ধন, গার্হস্থ্য, সুখ, রূপ, বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থাবলোকন করিয়া, সকলেই হাহা-কার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শত্রু যিনি তিনিও বলিতে লাগি-লেন, "নিমাই পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ। আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে তিনি তাঁহার পার্শ্বদগণকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া নিন্দা

করিয়াছি। ছি! অতি গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। এখন যদি তাঁহাকে পাই, তবে চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।" তাঁহারা যখন শুনিলেন যে নিমাই পণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আর এক দল, নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যে "কি হোল" "কি হোল" ক্রন্দন রোল উঠিল, তখন দাবানলের ন্যায় সমস্ত গৌড়দেশে বিস্তার হইয়া পড়িল।

ভক্ত ও অভক্তগণ একত্রে শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। দোলা আসিয়াছে, আঙ্গিনায় রহিয়াছে। শচীকে মালিনী প্রভৃতি ধরিয়া দোলার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভিতরে যাইবেন উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে স্ত্রীলোকের ভূষণ ধ্বনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া দেখে, আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত, কোন অল্পবয়স্কা বালা, তাঁহার সম-বয়স্কা অন্য আর এক জনের আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। সকলে ভাবিতেছেন, ইনি কে? কিন্তু তাঁহাদের অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। যেহেতু সেই অবগুণ্ঠনাবৃত নব-বালা, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণধ্বনি করিতে করিতে আগমন করিয়া, শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন সকলেই বুঝিলেন তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

ইহাতে অপরূপ কারুণ্যরসে ত্রিজগৎ প্লাবিত হইল তখন শাশুড়ী বধূ দুইজনে সেই লোকের মাঝে দাঁড়াইলেন। শচী বধূর দিকে

ফিরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন। এও কি প্রভুর লীলা খেলা? এই যে সহস্র ভক্তগণের মধ্যে প্রভুর ঘরণী ও জননী দাঁড়াইলেন, তাহার কি কারণ এই যে, জীবগণ এই দৃশ্য ধ্যান করিবে, করিয়া তাঁহাদের হৃদয় কর্ষিত ও পরে কারুণ্যরসে সিঞ্চিত করিবে? শচী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন, আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, অন্যের কি কথা।

শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপন্ন হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, আর তখন বুঝিলেন যে, প্রভু উত্তম আজ্ঞাই করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে যাইয়া কি করিবেন? প্রভু তাঁহার মুখ দেখিবেন না, তাই সন্ন্যাস লইয়াছেন। প্রভু যদি শুনিতে পান যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আসিতেছেন, তবে একেবারে দৌড় মারিবেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া গমন করিলে যদি দৌড় মারেন, তবে শ্রীমতীর বা কি সুখ হইবে? অন্যান্য লোকেও নিন্দা করিবে, হয় ত বলিবে প্রভুর সন্ন্যাস একটি ভণ্ডামি মাত্র, আর কিছুই নয়। এই সমুদায় চিন্তা নিত্যানন্দের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিতাই সর্ব্বজনকে শুনাইয়া অতি কাতরস্বরে অথচ দৃঢ়রূপে বলিলেন, শ্রীমতীকে লইয়া যাইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই।"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর, তাঁহারা সেই মর্ম্মভেদী আঘাত সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া আবার সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

লোকের এই স্তম্ভিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। সর্ব্বাগ্রেই তিনি বলিলেন, "তবে আমিও যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া লোকে স্তম্ভিতের উপর স্তম্ভিত হইলেন। কে যে কি বলিবেন, কেহ স্থির করিতে না পারিয়া ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবার শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকের স্তম্ভিতভাব ভঙ্গ করিলেন। যখন শচী বলিলেন, তবে তিনিও যাইবেন না, তখন শ্রীমতী মনে একটু চিন্তা করিলেন, আর কোন উক্তি না করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, অমনি সেই পথে, সেই আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত নব-বালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, সেই সখীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া, ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহামায়া-তনয়া * চকিতের ন্যায় জীবকে দর্শন দিয়া, মহামায়ায় অভিভূত করিয়া তিলার্দ্ধ মধ্যে গৃহাভ্যন্তরে অদর্শন হইলেন। তিনি কি কাঁদাইতে আসিয়াছিলেন? তিনি না তাঁহার পতির মুখে শুনিয়াছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পতির অবতার? তাঁহার পতি বলিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার নিজ জনের নয়নজল দিয়া কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি পতির যে প্রিয় কার্য্য তাহাই সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দর্শন দিলেন? শ্রীঅঙ্গ হইতে ভূষণ-ধ্বনির কথা আমি দুইবার উল্লেখ করিলাম। তাহার কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপস্থিতগণের কর্ণে বজ্রের ন্যায় বেদনা দিতেছিল। শ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন, সকলে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেহ কান্দিতেও পারিলেন না।

শচী বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরে বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল।" সকলে তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। শচী অভ্যন্তরে গমন করিয়া

* শ্রীমতীর জননীর নাম মহামায়া

বলিলেন, নিমাইকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার যাইবার উদ্যোগ করা অন্যায় হইয়াছে, তিনি যাইবেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে লজ্জিতা হইলেন। ভাবিলেন, তিনি জননীকে অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন শ্রীনিতাই বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে শ্রীপ্রিয়াজী এই সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়াকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ও উহাতে আনন্দচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, কি অন্যায়। কি অন্যায়। কেবল আমি না? ত্রিলোকের সকলে দেখিতে পারে, কেবল আমিই না? * যদি প্রভুর ঘরণী না হইতাম, তবে আমিও যাইতে পারিতাম। আমার কেবলমাত্র অপরাধ যে, আমি তাঁহার ঘরণী।

তখনি মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, "ভাল শ্রীমতী! তুমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, না তাঁহার আধা না হইয়া দর্শন পাইবে? তুমি কি চাও?" অমনি মনে মনে উত্তর করিতেছেন, "সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আধা, শ্রীগৌর আমার আধা, এ সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিত্ত ছাড়িতে পারি না। না,

* আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥
স্ত্রী পুরুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
কোন অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাই তু দেখা প্রভু গুণনিধি॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার? আমার বস্তু সকলে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করুক। আমার ইহাতে ঈর্ষা কেন হইবে? ত্রিজগৎ আমার হৃদয়ের রত্নহার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলে দেখুক, দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করুক। আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী আমারি ত?"

ক্রমে হৃদয়ে গৌরব আসিয়া ভরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "ত্রিজগৎ একদিকে, আর আমি একদিকে। আমার প্রভু আমাকে ত্রিজগতের সহিত পৃথক্ করিলেন। ইহাতেই এই প্রমাণ হইল যে, হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি, আর না হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বল্লভা! কিন্তু তিনি ত আমার শত্রু নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেরূপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্য একজন রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহা ত করিলেন না? সন্ন্যাসে বড় দুঃখ, লোকে তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে। সন্ন্যাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দুঃখ যে, দুঃখে লোকে কান্দিবে। * আমাকে ত্যাগ করা যদি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিজজন।"

যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাবতরঙ্গ উঠিয়া, তাঁহাকে দুঃখ-সাগর

* কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে নূতন শাড়ী, তার কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহমাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥
(বলরাম দাস)

হইতে সুখের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন শচী আসিয়া বলিলেন, "তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না।" বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অতি অনায়াসে শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন, আর শান্তিপুরে যাইবার সম্মতি করাইলেন।

শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর। প্রথমে সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, শচী পর্য্যন্ত। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী শ্রীনিতাইয়ের মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী নয়, ভক্তমাত্রেই সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভুকে কেহ দেখিতে যাইবেন না।* শচী যখন বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন দুঃখ নাই, তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন, তখনই শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়া গৃহে রহিলেন! দোলায় চড়াইয়া শচীকে অগ্রে করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে, সকলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

লক্ষ লক্ষ লোকে ধায় উর্দ্ধ মুখ করি।
অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরিহরি॥
ঘর হতে বাহির না হয় কুল নারী।
তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি॥

---

* বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ।
দ্বিগুণ হইল দুঃখ না করে গমন॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ ধায়।
শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায়॥
যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে উপহাস কৈল।
তাহারাও উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিল॥

অর্থাৎ প্রভু আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসিগণকে আকর্ষণ করিতেছেন।

যখন নদীয়া শূন্য হইল, সকলে শান্তিপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তখন শ্রীমতী এলাইয়া পড়িলেন। তখন আপনার মন্দিরে—

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
"ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,"
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিল বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলে তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাই আশ॥

এদিকে শান্তিপুরের যাত্রীগণ শচীর দোলা আগে করিয়া মহা কলরবের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। বাসুঘোষ তাঁহার নিজের পদে,—যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্ব্বে পড়িয়াছেন,—বলিতেছেন যে, তিনি সেই সঙ্গে "কান্দিতে কান্দিতে" চলিয়াছেন। শান্তিপুর যাইয়া দেখেন লোকের ভিড়ে পদবিক্ষেপ দুষ্কর। কিন্তু লোকে যখন শুনিল যে, নদেবাসিগণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তখন উভয় দলে, যাঁহারা ছিলেন, আর যাঁহারা আসিতেছেন,—হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের ছাদে বসিয়া। হঠাৎ কলরব বৃদ্ধি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ছাদের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "এই নদেবাসিগণ আসিলেন! অমনি প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে দেখেন সর্ব্বাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শচী মুখ বাড়াইয়া তাঁহার পুত্রকে ইতি উতি চাহিয়া খুঁজিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না, সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচজন বলবান্ দ্বারী, যাহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবাসিগণ দ্বারের আগে আসিলেন, অমনি সম্ভ্রমে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোলা নামিলেই অমনি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাহার পরে হস্ত ধরিয়া জননীকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মা! ত্রিজগতের যত সুন্দর বস্তু সব তুমি। তুমি দয়া, তুমি ভক্তিরূপিণী,

তুমি জীবকে কৃষ্ণ ভক্তি দিতে পার. তুমি ভুবন পবিত্র করিয়া থাক, এমন কি তোমার নাম যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়।" করযোড়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া এক একবার প্রণাম করিতেছেন। ইহা শচীর ভাল লাগিতেছে না। প্রথমে প্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। তাহার পরে, মহা তেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সঙ্কুচিতও হইতেছেন।

নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন। শচী বলিতেছেন. "নিমাই! আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহা যদি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ অবশ্য তুমি করিতে না?" ফলকথা, তখন শচী ভাবিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্। আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস কোন ক্রমে যায় না যে, তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" ইহা বলিয়া গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞান লোপ পাইয়া বাৎসল্যরসে শচী অভিভূত হইলেন। শচী পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন, শব্দমাত্র নাই। শচী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুঘোষ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। স্নেহ ও কোপে পুত্রকে কি বলিতেছেন, তাহা বাসুঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ,
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করযোড়ে করি আগে, দাঁড়াইল মায়ের আগে,
পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।

দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদমুখে,
কান্দে শচী গলাটি ধরিয়ে॥
"ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত,
এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, উহা নাকি দেখা যায়.
কার বোলে হইলে বৈরাগী?"
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে,
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে,
ত্রিজগতে করিল ঘোষণা॥

অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্ব্বিংশতি, প্রভু আরও চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাস লীলা লিখিবেন। এ লীলা অতি গুহ্য। প্রভু স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া গম্ভীরায়, অর্থাৎ তাঁহার কুটীরের গুপ্তস্থানে দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল যে, আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিৎ জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ করিব। সে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু আমাতে আর শক্তি নাই। প্রভু যাঁহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।

পরিশিষ্ট।

পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জননীকে বলিয়া গিয়াছেন "মা! আমি আবার আসিব।" শচী প্রত্যহ ভাবেন, নিমাই কল্য আসিবেন। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। পুত্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন। আর বলেন, "নিমাই! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার! ইহা কাহারে খাওয়াইব?"

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদায় খাইতেছেন। শচী তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাবিতেছেন নিমাই বাড়ীতে আছেন। আবার একটু পরে চৈতন্য হইল। তখন সমুদায় স্বপ্ন ভাবিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া একেবারে শ্রীবাসের বাড়ী উপস্থিত। সেখানে গিয়া, "মালিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়া মালিনী তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিলেন। শচী মালিনীকে দেখিয়া বলিতেছেন, "নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? আমি রান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া গেল।" তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতনা হইল। বাসুঘোষ একদিনকার শচীর কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে চাহিয়া,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥

ঘরেতে শুইয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হইলাম,
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুনঃ কান্দে গলাটি ধরিয়া॥
"তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদিয়া পুরে",
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
আইল মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কান্দিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়,
নহিলে কি দেখা পাও তায়॥

শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে নিমাইকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শ্রবণ করুন—

বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগিয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্ব দিনে,
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।

সচকিত আসি কাছে, দেখি শচী পড়ে আছে,
অমনি কান্দিয়া হাত ধরে ॥
উথলিল হিয়ার দুঃখ, মালিনীর ফাটে বুক,
ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
দুঁহু দুঁহু ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥
দেখিয়া দুঁহার দুঃখ, সবার বিদরে বুক,
কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া ॥

নিমাই গৃহ ছাড়িবার পর পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকিতেছেন, ডাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাছা, নিমাই কি ঘরে শুইয়া আছে?" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা ঘুরিয়া আইল, ও জলে নয়ন ভরিয়া গেল। শচী বলিতেছেন, "মা, তুই কান্দিস কেন?" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্দ্ধ চেতন হইল। বলিতেছেন, "ঠিক! আমার ভুল হইয়াছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই।" এখন শ্রীমতীর কথা শুনুন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে তাহা প্রেমদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥

বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গা স্নানে যাইতেছেন। শচীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর, ভাল চলিতে পারেন না। ঈশান তাঁহার হাত ধরিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিয়ম ছিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গ ব্যতীত কখন গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। যখন গঙ্গা-স্নানে যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া, তাঁহার চরণ দুটি দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া চলিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে কলরব প্রবেশ করিল। শচীও কলরব শুনিতে পাইলেন। কলরব লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র হইয়া হরিধ্বনি করিতেছে।

ওপারে কুলিয়া নগরে কলরব হইতেছে। কলরবের কারণ বলিতেছি। পাঁচ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য জননীকে দর্শন করিবেন। কুলিয়াতে শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে বহু লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। স্নানের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিতে আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এখন তিনি স্নানের নিমিত্ত বাহির হইলে, অসংখ্য লোকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

ওপারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছেন, এ পারে শচী-দেবীর অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও স্নান করিতে যাইতেছেন।

হরিধ্বনি শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা উঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ সুদীর্ঘ কায়, যে লক্ষ লোকের মাঝে থাকিলেও তাঁহাকে দেখা যাইত। বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাপারখানা কি তখনি বুঝিলেন, বুঝিয়া শাশুড়ীকে বলিতেছেন—

ওমা আমায় ধর ধর। ধূয়া॥

কেন বা আনিলে সুরধুনী তীরে, ওপারে কুলিয়া দেখ নয়ন ভরে,
লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলে, কেন মা জননী বল আমারে॥
লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলে নাচে, বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে,
উহু মরি মরি দেখিবারে নারি, এ দুঃখ আমার কহিব কারে॥
পাপী তাপী হলো শ্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী,
দাসীর দণ্ড দিবার লাগি, এই অবতার॥
চল চল চল মাগো আমায় নিয়ে চল, লুকাইয়া চল ঝাপিয়া অঞ্চল,
ঐ যে দেখা যায় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, ঐত আমার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ
সোণার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে, চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে,
তোমার মায়ায় আবার আসিছে, বাড়ী ডাকি আন।
বলরাম দাসের বিদরয়ে বুক, জীবের লাগিয়া প্রভুর এই দুঃখ,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ জীব তোরে ধিক্, হেন দুঃখ দেহ চির বন্ধু জনে॥

ইহার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে শ্রীনিমাই জন্মভূমি দেখিতে এক দিনের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। তাহাতে—

আওল নদিয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥

চির-দিনে গোরাচাঁদ বদন দেখিয়া।
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া ॥
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদ করে কোর ॥
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান ॥

তাহার পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, যথা—

এত দিনে সদয় হইল মোর বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা গুণনিধি ॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুঃখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা পরব্রহ্ম।
লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ ॥

মহাজনের অভিমত

"অমিয় নিমাই চরিত" ও মহাত্মা শিশিরকুমারের গ্রন্থ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মাত্র কয়েকখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বর্ত্তমান সম্রাটের উক্তি :—

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ছিলেন, ভারতে আগমন করিয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সার ওয়াল্‌টার লরেন্স লিখিত পত্রের দ্বারা, শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ ইচ্ছা করেন। লরেন্স সাহেবের সহিত শিশিরকুমারের বন্ধুত্ব ছিল। পত্রে তৎকালীন সম্রাটেরও ঐরূপ বাসনার নির্দ্দেশ ছিল। শিশিরকুমার অসুস্থ থাকায়, তাঁহার কনিষ্ঠ মতিবাবুকে সাক্ষাৎ করিতে লাট-ভবনে প্রেরণ করেন।

যুবরাজ এইরূপ বলিয়াছিলেন :—তোমার সাক্ষাতে সুখী হইলাম। তুমি আমার নিকট হইতে আশ্বাস চাহিতেছ। আমি ভারত-বাসীকে কখনই ভুলিব না, বা ভুলিতে পারিব না। বিলাতে গিয়া আমার পিতামহাশয় সম্রাটকে যাহাতে ইংরাজমাত্রই ভারতবাসীর প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তাহা করিতে অনুরোধ করিব। ইত্যাদি

His Excellency Sir Hugh Lansdowne Stephenson, Governor of Behar and Orissa and the late officiating Governor of Bengal writes of Lord Gourango :— on 30th April 1924.

DEAR SIR,

I promised to let you know what I thought of Lord Gourango, I have read the first volume, but there is so much reading in it that I have not had time to get on to the second. It is very difficult to give an opinion ; the subject is new to me. The writers keen devotion to the idea of salvation by love is patent in every line and his love of his self imposed task of presenting this Gospel beams in its pages. The wealth of detail is rather over helming and the impression that it leaves on my mind is rather that the stories appeal to the emotion rather than to spirituality ; but Moti Lal Ghose always held that the European mind was too material and that was its principal fault and the book was written of another caste of mind * *

জগৎবিখ্যাত রিভিউ অফ্ রিভিউর সম্পাদক ডব্লু, টি, ষ্টেড সাহেব, শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শিশিরকুমারের পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতায় শিশিরকুমারকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছিলেন, তোমাকে ভুলিলেও তোমার লেখা ভুলিতে পারিব না।

ভারতপূজ্য **বালগঙ্গাধর তিলক** ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে কলিকাতায় এক সভায় বলিয়াছিলেন :—শিশিরকুমারের চরণ প্রান্তে বসিয়া আমি অনেক জ্ঞান পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম এবং তিনিও সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন…ইত্যাদি।

* * * *

পলাশীর যুদ্ধ প্রণেতা **নবীনচন্দ্র সেন** লিখিয়াছেন… পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল…।

রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন :—শিশির, আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে তুমি ভবিষ্যতে একজন মহৎ লোক হইবে…।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

পুরী হইতে নিম্ন পত্রখানা ৺মতীলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।

প্রেমাশ্রয় কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। দেহ ও মন এতই অকার্য্যকর হইয়া পড়িয়াছে যে আপনার পত্রের উত্তর দিতে আলস্য উপস্থিত হয়। আলস্য ভিন্ন আর কি লিখিব, কারণ বিছানায় শুইয়া মুখে বলিয়া অন্য লোকের দ্বারা পত্র লেখান কার্য্য যে শরীর একেবারেই অসমর্থ এমন কথাও তো নহে, কাজেই আলস্যই কারণ বলিতে হয়। আলস্য এবং নিরুৎসাহ দেহ মনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। অনেকদিন হইল আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়া (শ্রীবৃন্দাবনের) শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় শিশির বাবুর গীতার অনুবাদ করিতে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক অবধারণ হওয়া প্রত্যাশা করেন ইহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া আলস্য করিয়াই আর ঐ বিষয়

পুনর্ব্বার পত্র লিখি নাই এবং ঐ কার্য্যের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনার এই পত্রখানি পড়িয়া আবার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। হিন্দি অনুবাদে কত খরচ পড়িবে এবং ইংরাজি অনুবাদে কত খরচ পড়িবে কৃপা করিয়া আমাকে সত্বর জানাইবেন। আমার জীবনে এই দুই কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অল্প, এজন্য পূর্ব্বমত আর উৎসাহ নাই। ওখানি এখন কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই দুইখানি অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা। এই পত্রের উত্তর পাইলে তাহা শ্রীমান শিবের নিকট পাঠাইয়া আবশ্যকীয় খরচের টাকা দিতে লিখিব যে আমার অভাবে ও ঐ দুই পুস্তক প্রকাশ কার্য্য বন্ধ না থাকে। আমি ইদানিং প্রায় প্রতি রাত্রেই স্বপ্নে মৃত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বহুল পরিমাণে সাক্ষাৎলাভ করিতেছি, ইহাতে আশা হয় পর পারে যাইয়া পৌছিবার সময় আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পারের গাছ পালা তখনই চক্ষুগোচর হইতে থাকে যখন নৌকা পরপারের নিকটবর্ত্তী হয়। ইতি

নিবেদক—

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি বলিয়াছেন :—আমি বঙ্গের লাট সাহেব সার রিচার্ড টেম্পেলকে, শিশিরকুমারের সামান্য গৃহে প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন সম্পর্কে পরামর্শ লইবার জন্য যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহার গৃহেই মিউনিসিপ্যাল স্বত্ব কলিকাতাবাসীকে প্রথমে দিবার ধার্য্য হইয়াছিল। টাউনহলের শোক সভায় বলিয়াছিলেন, শিশিরকুমারের অমিয় নিমাইচরিত ও কালাচাঁদ-গীতা আমার চির প্রিয় পাঠ্য পুস্তক। ইহা এত সুন্দর এবং ভগবৎ প্রেরণায় রচিত,

যে এই দুই পুস্তক তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে চিরদিন শ্রেষ্ঠ পদ্ম দিবে... ।

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,** শিশিরকুমারের পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—তাঁহার লেখাগুলি সাহিত্য মন্দিরে স্বর্গীয়প্রতিভা বিতরণ করিতেছে। তাঁহার লিখিত অমৃত-বাজার পত্রিকার অপ্রিয় সত্য কথা পাঠে যে সকল ইংরাজ চঞ্চল হইতেন, তিনি বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে শিশিরকুমারের লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠ করিতে বলিতেন, এবং তাঁহারা যে বাঙ্গালা ভাষা জানেন না নচেৎ তাঁহাদিগকে সুধামাখা নিমাইচরিত ও কালাচাঁদ গীতা পড়িতে উপরোধ করিতাম বলিয়াছিলেন। আমি একদা মধুপুরে অবস্থানকালে সার রমেশচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির অনুরোধে, অসুস্থ অবস্থায় শিশিরকুমারের পুস্তক পাঠে এত তন্ময় হইয়াছিলাম, যে রাত্র শেষ কখন হইয়া গেল জানিতে পারি নাই। আশ্চর্য্যের কথা যে, পাঠ আরম্ভ মাত্র শরীরের গ্লানি দূর হইয়া গিয়াছিল।

দ্বারভঙ্গের মহারাজা বলিয়াছিলেন, ভারতের রাজ-নীতিক্ষেত্রে তাঁহার মহতী যশ অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে নেতৃত্ব শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি। তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেম ও ভগবৎ ভক্তির আদর্শ পুস্তকে (অমিয় নিমাইচরিত) জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, বর্ণ, অবিচারে সকলকেই মুগ্ধ করিবে। তাঁহার লর্ড গৌরাঙ্গ (স্যাল-ভেসান ফর অল্) সকল মনুষ্যকেই তরাইবে। সুদূর আমেরিকায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার, এমন কি বৈষ্ণব মঠ স্থাপন এই পুস্তকই সাধন করিয়াছে··· ।

থিয়সফিকেল সোসাইটির লব্ধপ্রতিষ্ঠ **কর্ণেল অলকট্ট** তাঁহাদের "থিয়সফিষ্ট" সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন :—লর্ড গৌরাঙ্গ পুস্তকের বিশেষত্ব, তাহার সুমহান্ ভক্তি এবং প্রেম বিশ্লেষণে মনুষ্য-

জীবনকে পবিত্র করিয়া মহৎ করিবে। লেখার বিশেষত্ব এই যে অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া ইহার আদর্শে উপকৃত হইবে···।

(যখন কর্ণেল অলকট মেডাম ব্ল্যাভটসকির সহিত বোম্বাইয়ে প্রথম আসিয়াছিলেন, থিয়সফি জানিবার জন্য শিশিরকুমারই তাঁহাদের সভার সর্ব্বপ্রথম সদস্য হইয়াছিলেন।)

মহারাজ **জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর** শিশিরকুমারের প্রেততত্ত্ব প্রচার কালে (হিন্দু স্পিরিচুয়াল মেগাজিন) লিখিয়াছিলেন :– আপনি অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু আপনার লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকগুলি তদপেক্ষা ভগবৎ-ভক্তি বিতরণে সুমহান্ জ্ঞান করি।

(এই সময়ে ১৯০৭ খৃঃ আমেরিকার ডাক্তার পিবলস শিশিরকুমারের পত্রে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আইসেন এবং তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠে বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হয়েন। ডাক্তার পিবলস শিশিরকুমারকে প্রিয় ভ্রাতা বলিয়া সর্ব্বদা পত্রে সম্ভাষণ করিতেন।)

সানফ্রানসিস্‌কো—কালিফোরনিয়া নিবাসিনী **মেরি লোইসা লিষ্ট** লর্ড গৌরাঙ্গ পাঠে এত তন্ময় হইয়াছিলেন, যে শিশিরকুমারের অপরিচিত থাকা সত্ত্বেও পত্রে লিখিয়াছিলেন, যে এই পুস্তকের শান্তি, ভক্তি ও ভগবৎপ্রেম পাঠে তিনি ভগবান গৌরাঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আত্মায় শান্তি সুখ পাইয়াছেন। আমেরিকার বহু পুরুষ ও মহিলা এই পুস্তক পাঠে চিকাগোতে একটি বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়া দাস্যানন্দ, নিত্যানন্দ, রাধা, অভয়ানন্দ ইত্যাদি বহু বৈষ্ণব নাম গ্রহণে চরিতার্থ হইয়াছেন।

ডবলিউ এস, কেন সাহেব পার্লামেণ্টের মেম্বার **ইণ্ডিয়ান স্কেচ** পুস্তকের মুখপত্রে লিখিয়াছিলেন "আমার স্বদেশবাসী প্রত্যেক ইংরাজকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রচারক কিরূপে দেশবাসীকে শিক্ষা দিয়া বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ান **নেসনাল কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা শিশিরকুমারের কর্ম্মময়, একাগ্রচিত্ত, পরার্থপর জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) পাঠে, নিশ্চয় প্রত্যেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে প্রাচ্য হইতে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে তাহা অকাট্য রূপে উপলব্ধি করাইবে। আমি প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু সাধু ধর্ম্মান্বেষী ভারতবাসীকে, প্রত্যেক খৃষ্টান মিসনারীকে, এমন কি, প্রত্যেক ইউরোপিয়ানকে এই সুন্দর সহজ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

সার রাসবিহারী ঘোষ ইণ্ডিয়ান স্কেচের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন:—এই পুস্তকের ছোট ছোট সারগর্ভ গল্পগুলি, যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি অসামান্য রাজনৈতিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ। ইহার বহু প্রচারে দেশের অত্যন্ত মঙ্গল হইবে। শিশিরকুমারের ধর্ম্ম পুস্তকগুলি ভারতবর্ষ হইতে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। শিশিরকুমারের বিষয়ে যথার্থই বলা যাইতে পারে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই, তিনি নিজের স্বার্থ দেশমাতার চরণে বলিদান করিয়াছিলেন! সম্মান কিম্বা যশের প্রত্যাশা জীবনে কখন করেন নাই। তাঁহাকে যিনি একবার মাত্র জানিয়াছেন, তিনি শিশিরকুমারের আজীবন বন্ধু হইয়াছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী—৪৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, অনেকগুলি হাফটোন ব্লক দিয়া শোভিত, ভাল এণ্টিক কাগজে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই। এই পুস্তকের মুখপত্রে শ্রীযুক্ত বাবু মতি-

লাল ঘোষ লিখিয়াছেন:—আমি সেজদাদার জীবনী লিখিতে সংকল্প করিয়াছিলাম। রাজনৈতিক ঝঞ্চাটে ও রুগ্ন দেহ লইয়া এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার শক্তিতে কুলাইল না। আমার স্নেহাস্পদ পুত্রসদৃশ শ্রীমান অনাথনাথ বসু এই কার্য্য প্রচুর পরিমাণে সমাধা করিয়া আমাকে অশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জনসাধারণের অশেষ উপকার নিশ্চয় হইবে। ২৯শে ভাদ্র, ১৩২২।

শ্রীনরোত্তম চরিত, প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট পুস্তকে মহাপুরুষদিগের সাধুজীবনী, সকলকে সাধু শান্তিময় ও সহজ পন্থা দর্শন করাইয়াছেন। শিশিরকুমার এই সাধু চরিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়া, পতিত জীবের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সকলেই মুগ্ধ হইবেন।

কালাচাঁদ গীতা:—শিশিরকুমারের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু যথার্থই লিখিয়াছেন:—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি মহাজন যে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভক্ত কবি শিশিরকুমার এই গ্রন্থে সেই রসকে মূর্ত্তি দিয়াছেন।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস:—এই নাটকখানি কাটোয়ায় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ অবলম্বনে লিখিত। সেই সময়ে যে করুণ রস উঠিয়াছিল, তাহা এখনও শুষ্ক, সংসার-পীড়িত হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবে।

নয়শো রূপেয়া:—সামাজিক নাটক। কন্যাবিক্রয়প্রথা কত কুৎসিত এবং সমাজের কত অবনতি আনিয়াছে, তাহা সুন্দর দেখান হইয়াছে। সরল ও সহজ ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিত।—ষ্টার থিয়েটারের হাস্যরসপূর্ণ অভিনেতা, **শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বসু** মহাশয় সাহিত্য সভায় শিশিরকুমার ঘোষের শোক সভায় বলিয়াছিলেন:—আমার বিবাহ বিভ্রাট ও রাজাবাহাদুরে যে যৎ সামান্য হাস্যরস দেখিয়া থাকেন, তাহা শিশিরকুমারের পরিদর্শন ও পরিবর্ত্তন

ফলে। আমার সমস্ত পুস্তকই তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। তাঁহার নয়শো রূপেয়া প্রহসন কি সুন্দর মৌলিক হাস্যোদ্দীপক প্রহসন, একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাজারের লড়াই ঃ—এখনি রাজনৈতিক প্রহসন। কলিকাতা মিউনিসিপালবাজার প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইয়াছিল তাহাই দেখান হইয়াছে।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা ঃ—টাউনহলে শিশিরকুমারের শোকসভায় লাহোরের **কে, পি, চাটার্জ্জি** মহাশয় বলিয়াছেন, শিশিরকুমার কত অর্থ ও কত পরিশ্রমে এই জনহিতকর বিষয় নিজে শিক্ষা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। শিশিরকুমার নিজে সুগায়ক ছিলেন, এবং সঙ্গীত প্রচারকল্পে তানসেন, নেওয়ালকিশোর, রামদাস বাবাজী প্রভৃতি কৃত অদ্বিতীয় ভক্তিপ্রেম-রসাত্মক গান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একশত পঞ্চাশ বিভিন্ন সুরের গান **শ্রীশ্রীপদভজনা-বলীতে** সন্নিবিষ্ট আছে। শিশিরকুমারের পুত্র স্বর্গগত পয়সকান্তি ও শ্রীমান তুষারকান্তি এই গানগুলির অধিকাংশের সহজ স্বরলিপি করিয়াছেন। এই স্বরলিপি ছাপা হইয়াছে।

একখানি পত্র—

প্রাণাধিক শিশির,

যদিও আমার জীবন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ হইয়া আছে, তথাচ তোমার পত্রখানি পাইয়া, তাহাতেও আবার রসের সঞ্চার হইল। বাপ, আমি গোলকেই বাস করিতেছিলাম। জানিনা, কি অপরাধে আমি এখন গোলকভ্রষ্ট হইয়াছি। আমার দেহের কষ্টে দুঃখ নাই, কিন্তু গৌরাঙ্গবিরহে আমার দেহ মন জর জর হইতেছে। আমি গোলকের পথ জানিতাম না। তুমিই আমার পথ-প্রদর্শক। আমি তোমাহেন সন্তান গর্ভে

ধারণ করিয়া ধন্য। আমার জগতে আর কোন সাধ নাই কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণ। বাপ, এখন আমাকে শীঘ্র গোলকে পাঠাইয়া আমায় সেই চরণসেবায় নিযুক্ত কর। বাপ, আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের মঙ্গল কর, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি। সন্তানের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি আমাকে ঢের করিয়াছ। বাপ, জীবের পরম সম্পদ গৌরাঙ্গ নাম, তাহা আমি তোমার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান্ পূর্ণ করিয়া থাকেন, অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমর মা

বহুদিন রোগাক্রান্ত হইয়া শিশিরকুমার রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লয়েন, ইহা অবগত হইয়া দেশের সংবাদ পত্র সমূহ শোক প্রকাশ করেন।

ষ্টেট্স্ম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সুযোগ্যলেখক রবার্ট নাইট লিখিয়াছিলেন:—ভারতে শিশিরকুমারের ন্যায় দুইটি সুযোগ্য লেখক আমি দেখি নাই। আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মান্য করি। পাইওনিয়ার সম্পাদককে (এলাহাবাদ) অকপটে তাহার যথার্থ অভিমত প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপই বলিতে হইবে:—শিশিরকুমারের লেখাগুলি ভদ্রলোকের নিমিত্ত ভদ্রলোকের লেখা। যে ইংরাজ তাঁহার পুস্তক পাঠে ভারতবর্ষকে চির অধীন করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা সাধু ও সৎ নহেন…।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ৩০শে আগষ্ট ১৮৮৭:—শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমরা **সোম প্রকা-**

শের সুচিন্তিত ও সত্য প্রশংসা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নিশ্চয়ই ভারতবাসী শিশিরকুমারের লেখার নিমিত্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনিই যথার্থ দেশভক্ত। তাঁহার আত্মম্ভরিতা মোটেই ছিল না। আত্ম-প্রশংসাপ্রত্যাশী হইতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার ন্যায় খাঁটী দেশসেবক আর দেখি নাই...।

এ, জে, এফ, ব্লেয়ার, ইংলিসম্যানের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—ধর্ম্মতত্ত্ব ও রাজনৈতিক গবেষণায় তাঁহার লেখাগুলি আধুনিক কালের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ পুস্তক আমায় হিন্দুদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষ অনুভূতি করিয়াছে, ইহাই আমি আমার দেশবাসীকে জানাইতেছি। এই পুস্তকের লেখককে আমি আমার পারলৌকিকজ্ঞানের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছি...।

ঢাকা গেজেট ঃ—ইংলিসম্যান সংবাদপত্রের সম্পাদক মনে করেন যে, শিশিরবাবুকে ২।৩ হাজার টাকা দিয়া কিম্বা কিছুদিনের তরে শ্রীঘরে পাঠাইলে, দেশের হৈ চৈ কমিয়া যাইবে আমরা তাঁহাদের ঐরূপ পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিতেছি। উহারা জানে না শিশির-কুমার কাহাদের বলে এত বলীয়ান। এইরূপ করিলে পেশোয়ার হইতে ব্রহ্ম, এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এমন অসন্তোষের ঝড় উঠিবে, যে বুড়া রাণীমার সিংহাসন অবধি কাঁপিয়া উঠিয়া ভারতে যে অত্যাচার হইতেছে তাহা রাণীমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে...।

এম্পায়ার স্পেশাল দৈনিক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন (১২-১-১৯১১) শিশিরকুমারের অশেষ গুণরাশির মধ্যে সংবাদপত্রে রাজনৈতিক গবেষণা অতীব তুচ্ছ। পারলৌকিক জ্ঞানের সুচিন্তিত লেখাই তাঁহার স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। তাঁহার লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ,

ভারতের একখানি অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের এমন সুচিন্তিত সুন্দর জীবনী আর নাই…।

হোপ সংবাদপত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন:—শিশিরকুমারের ন্যায়—দেশের মঙ্গল কামনায় সঙ্ঘবদ্ধ, সুচিন্তিত লেখায় জ্ঞান প্রচার, এবং একবার মুখে যাহা বলিয়াছেন নিজ কর্ম্মের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে আর দুই জন লোক সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা দেখি নাই…।

দি ট্রিবিউন (লাহোর):—ভারতবর্ষ শিশিরকুমারকে হারাইতে চাহে না। তাঁহার অবর্ত্তমান সমগ্র জাতির মহাবিপদ।

দি হিন্দু (মাদ্রাজ):—তিনি অদ্বিতীয় দেশভক্ত। তাঁহার ন্যায় নম্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতের আশা ভরসার যুবকবৃন্দকে শিশিরকুমারের আদর্শ-জীবন অনুসরণ করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান (এলাহাবাদ):—শিশিরকুমারের ন্যায় একজন দয়ালু, মহৎ এবং দেশহিতকর অপ্রিয় সত্যের এমন নির্ভিক প্রচারক দেখি নাই। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে হারাইলে যথার্থ সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মহারাষ্ট্রা (পুনা):—শিশিরবাবু একজন আড়ম্বরশূন্য আত্মত্যাগী দেশহিতৈষী কর্ম্মী। আমরা আশা করি, দেশের যুবক সম্প্রদায় তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত পুস্তক হইতে চরিত্র গঠন করিবেন..।

পরম পূজ্যপাদ গোলকগত পণ্ডিত শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন:—

"অদ্য শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত পাইলাম। কাগজের মোড়ক খুলিবামাত্র জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা বাহির হইলেন। আমি তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে কাঁদিয়া অধীর হইয়া গেলাম। করুণাময় নিতাই চাঁদের করুণ মূর্ত্তি চক্ষের উপর স্ফুরিত হইতে লাগিলেন। মধ্যের

তিন চারি পাতা পড়িয়া এই অবস্থা. সকল পড়িলে অর্থাৎ ভাল করিয়া আস্বাদন করিলে না জানি কি হয়।"

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীল অক্ষয়চন্দ্র সরকার শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত পাঠে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নীচের কবিতা দ্বারা তিনি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন :—

নব-জল-ধর, শ্যাম-সুন্দর, গগনে উদয় ভেল।
জলদে জড়িত, থির তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল ॥
মেঘ ঝলকে, চপলা চমকে, অমিয়া বরিখে তায়।
সেই অমিয়ে, সিনান্ করিয়ে, পরাণ জুড়ায়ে যায় ॥

শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত পাঠ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যে দশা হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া নিম্নোক্ত পত্রখানি তিনি গোলকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীতারা ব্রহ্মময়ী মা।

অপূর্ব্বমর্ত্ত্যাকৃতিরাবিরাসীৎ
যঃ পাপিনামুদ্ধরণায় লোকে।
অপারকারুণ্যনিধিং সুরম্যং
নমামি গৌরং স্বয়মীশ্বরং তং ॥
পাপী তাপী জীবগণে করিতে উদ্ধার,
অপূর্ব্ব মনুষ্যরূপে যাঁর অবতার;
নমি সেই গৌরচন্দ্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
অপার কৃপার সিন্ধু প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ॥

সত্যঘটনা মূলক 'অমিয়-নিমাই' পড়িয়াও গৌরাঙ্গঠাকুরকে যাহার ভগবান্ বলিতে ইচ্ছা না হয়, তাঁহার কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে 'পূর্ণব্রহ্ম' এ কথা স্বীকার করিতে আমি আর অণুমাত্র সঙ্কুচিত

নহি। যাঁহার 'অমিয়-নিমাই' পড়িয়া আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই প্রাতঃস্মরণীয় গ্রন্থকারের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

ভাই নবীন! তুমি আমায় 'অমিয়-নিমাই' পড়িতে দিয়াছিলে. এজন্য তোমারও কাছে আমি চির-ঋণী রহিলাম। ৪র্থ খণ্ড পড়িয়াছি। উহার অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইলেও যেন জানিতে পারি। আমি উন্মুখ হইয়া রহিলাম। ইতি।

তোমার বাল্যবন্ধু—শ্রীতারাকুমার।

ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় এই পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"শ্রীল শিশির বাবুর কৃত "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রথম দুই খণ্ড পড়িয়াছি : আমার বিশ্বাস আমি বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ আর কখন পাঠ করি নাই। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, অমিয় নিমাই চরিত পাঠে তদপেক্ষা অধিক সুখী এবং. উপকৃত হইয়াছি। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র, অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগ, কৃষ্ণপ্রসন্নের প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াও এরূপ আনন্দিত বা উপকৃত হই নাই।